www.bhraman.com
Subscribe Online: www.swarnakshar.in
ISSN 0971-8885 মে ২০১৩ □ ২৫ টাকা

বেরিয়ে পড়ার আসল গাইড
ঘরে বসেও মানসভ্রমণ

# ভ্রমণ

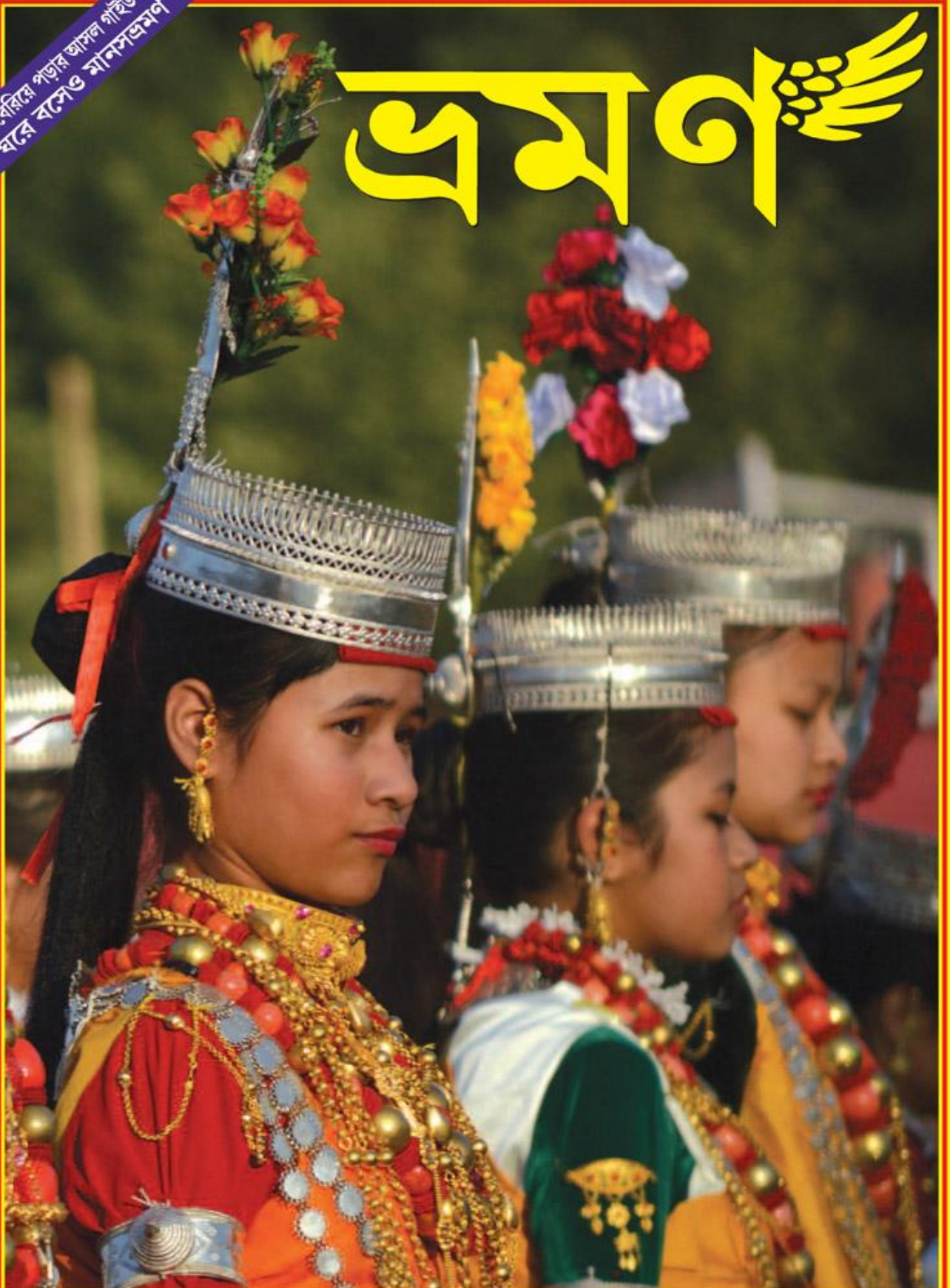

এবছরের ১৫ এপ্রিল মেঘালয়ে সাদসুক মেনসিয়েম উৎসবে

ছোটদের পরমাশ্চর্য পত্রিকা

# ছেলেবেলা

১৩৬ পাতা

দাম মাত্র ১৫ টাকা

## এবার দ্বিগুণ মোটা মনরাঙানো ছুটিসংখ্যা।

## এত সব গল্প উপন্যাস ছড়া কবিতা যে সারাদিন পড়েও শেষ হবে না।

### এমনকী সারা বছর ফিরে ফিরে পড়তে হবে

শুরু হল
অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর নতুন কিশোর-উপন্যাস

মৈত্রেয়ী নাগের রহস্য-উপন্যাস মাকড়শার জালে

ছোট ডাইনির গপ্পো

নষ্টামির গাছ

বুনবুন্দুলুইদের কথা

আরও অনেক
গল্প উপন্যাস কবিতা ধাঁধা ছড়া ছবি

## আগাগোড়াই মনভরানো লেখার সঙ্গে চোখজুড়ানো ছবি

'ছেলেবেলা'র ছুটিসংখ্যা পেতে এখনই সংবাদপত্র-বিক্রেতাকে বা পত্রিকাস্টলে বলে রাখো। অথবা চেক বা মানি অর্ডারে ১৫ টাকা বড়দের পাঠাতে বলো এই ঠিকানায়: Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd., 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019

স্বর্ণাক্ষর

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড
২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন: ২২৮৩ ২৩২০, ২২৮৩ ৫৫২৬
ফ্যাক্স: ২২৮৭ ৬৪৪৮ ই-মেল: info@swarnakshar.in

এজেন্টগণ ছুটিসংখ্যার চাহিদা জানিয়ে এখনই ফোন বা ফ্যাক্স করুন।
নতুন এজেন্সির জন্যও ফোন: ২২৮৩ ২৩২০ ফ্যাক্স: ২২৮৭ ৬৪৪৮
ই-মেল: info@swarnakshar.in

অনলাইন গ্রাহক হতে ▶ www.swarnakshar.in

Search

ভ্রমণ

# এখন ফেসবুকেও ভ্রমণ

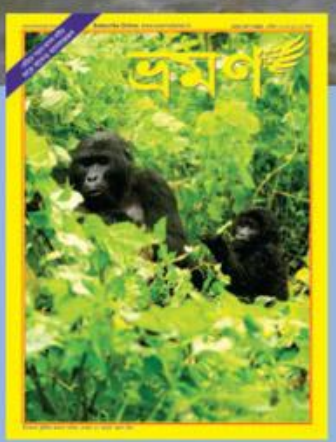


এবার আপনার ওয়ালেই
শেয়ার করতে পারবেন
দারুণ সব বেড়ানোর ছবি।
বেড়ানোর কথা।

**www.facebook.com/bhramantravelmag**

# ভ্রমণ

## সূ চি প ত্র

একবিংশতি বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা মে ২০১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪২০

8 পুনহিল ট্রেক
শুভময় ঘোষ

27 সিকিমের রেশমপথে
মধুপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়

6 প্রধান সম্পাদকের কথা

42 উত্তরবঙ্গের অন্দরমহলে
পম্পি মজুমদার

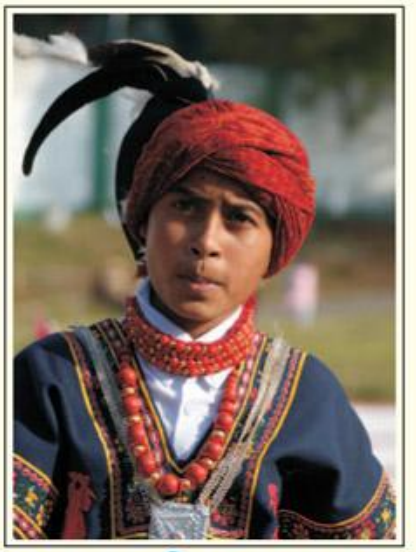

76 তথ্যেচিত্রে সাদসুক মেনসিয়েম

34 লেকের মাঝে ছোট্ট দ্বীপ লিন্ডাও
স্বপ্না দত্ত

38 গোয়ার অরণ্যে
মিতা দত্ত

75 বনের পাতা

54 কাঞ্চনজঙ্ঘা অভিযান
বসন্ত সিংহ রায়

*প্রচ্ছদ পরিচিতি:* এবছরের ১৫ এপ্রিল মেঘালয়ে সাদসুক মেনসিয়েম উৎসবে ছবিটি তুলেছেন পৃথ্বীরাজ চ্যাং

50 নারারা দ্বীপে একটি দিন
সুমিত চক্রবর্তী

*সম্পাদকীয় পৃষ্ঠার ছবিটি তুলেছেন: পার্থপ্রতিম সাহা*

60 হলদে পরীর দেশে
জসীম উদ্‌দীন

*শারদীয়া 'ভ্রমণ'-এ কিছু অংশ ছাপা হয়েছিল। আরও কিছু অংশ এই সংখ্যায়।*

ফেসবুকেও এখন
ভ্রমণ
www.facebook.com/bhramantravelmag

## নিয়মিত বিভাগ

6 প্রধান সম্পাদকের কথা
19 একনজরে ছয় ভ্রমণ
24 পাঠকের পাতা
32 ভ্রমণজিজ্ঞাসা
68 ভ্রমণশব্দছক
69 ফিরে দেখা
70 রেলের সময়সূচি
72 হলিডে হোম
75 বনের পাতা
76 তথ্যেচিত্রে সাদসুক মেনসিয়েম
79 নোটবই

প্রধান সম্পাদক **অমরেন্দ্র চক্রবর্তী**
সম্পাদক **মহাশ্বেতা সমাজদার**

*স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে অমরেন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক, স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাঃ লিঃ, দোলতলা, দোহারিয়া, পোঃ গঙ্গানগর, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০ ১৩২ থেকে মুদ্রিত ও ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে প্রকাশিত।*

*Published for Swarnakshar Prakasani (P) Ltd. by Amarendra Chakravorty at 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019 and Printed by him at Swapna Printing Works (P) Ltd., Doltala, Doharia, P.O. Ganganagar, North 24 Parganas, Kolkata-700 132.*

দাম ২৫ টাকা

**BHRAMAN**
A Bengali Monthly on Travel & Tourism
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
**Telephone:** 2283 2320, 2280 8818
**Fax:** 2287 6448
**E-mail:** bhraman@swarnakshar.in
www.bhraman.com www.ebhraman.com

**কপিরাইট © স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাঃ লিঃ ২০১৩**
ভ্রমণ-এ প্রকাশিত কোনও লেখা ও তার কোনও অংশ প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া মূলে বা অনুবাদে প্রকাশ করা যাবে না।

# প্রধান সম্পাদকের কথা

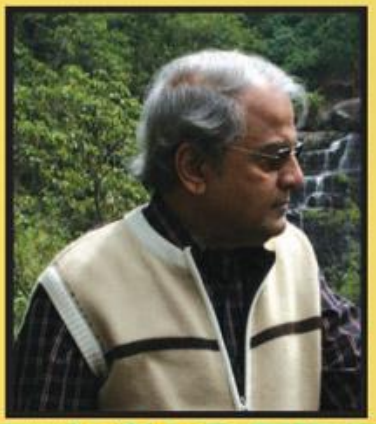

বৈশাখের বাংলায় শত দুঃখেও প্রকৃতির হোলিখেলা দেখে মন খুশি হয়ে ওঠে। শুধু গ্রামবাংলায়ই নয়, শহরের রাস্তাঘাটও এই সময় রঙিন। রাধাচূড়া কৃষ্ণচূড়া রুদ্রপলাশ জারুলে রাঙা হয়ে থাকে চোখের সামনে অনুচ্চ আকাশ। এঁদো গলির বুকও তখন হলুদ পাপড়িতে ছাওয়া।

শরতের নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলার মতোই বৈশাখের এই রঙের মেলা শত দুঃশাসনে, অযুত অনাচারেও শেষ হয়ে যায়নি। শরৎ বা শীতের মতো গ্রীষ্মও তাই বাংলার ভ্রমণঋতু। ঘর ছেড়ে বেরলেই এর রং পথিকের গায়ে এসে লাগে।

আমি ভাবি বৈশাখের চিরন্তন রঙের

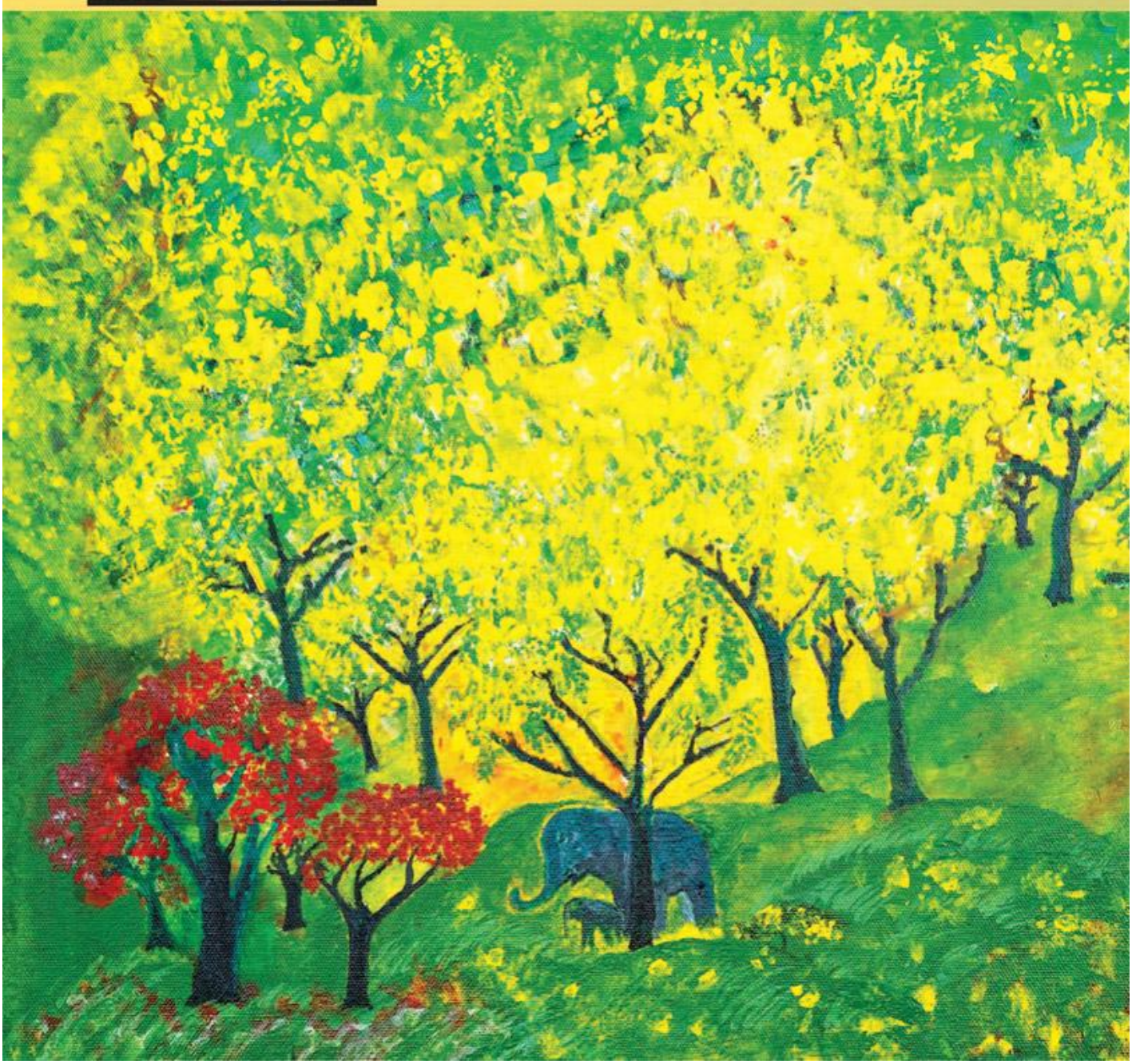

মতো বাংলার মাটির মণিমাণিক্যতুল্য ধানসম্পদও যদি সবগুলি আজও থাকত! কয়া, বকুলফুল, মধুমালতী, ঝিঙাশাল— একেকটি ধানের যেমন নাম, তেমনই সে ধানের চাল ফোটা ভাতের স্বাদ। পরমান্নের জন্য ছোটদানা শ্যামা, তুলসীমুকুল, বউ-পাগল। রঘুশাল, চন্দ্রকান্তার খ্যাতি ছিল চমৎকার মুড়ির চাল হিসেবে। আবার কনকচূড়, বিন্নি, ভাসামানিক, লক্ষ্মীচূড়া থেকে অপরূপ খই হত। এই সেদিনও আজান ধানের সূক্ষ্ম কোমল মিহি মুচমুচে সুগন্ধি চিঁড়ে খেয়ে আমার মন ভরে গেছে। বাসমতী, গোবিন্দভোগ, বাদশাভোগ, তুলাইপাঞ্জী, রাঁধুনি-পাগল বা বাঁশকাটি কি দুধের সর এখনও পাওয়া গেলেও, কত শত শত রূপ রস বর্ণ গন্ধের ধান আমাদের মাটি থেকে, মন থেকে হারিয়ে গেছে। মরিচবুটি, ভূতমুড়ি, চাপাখুশি, দুই দানার গৌর-নিতাই বা লব-কুশ, তিন দানার সতিন— এসব ধান এখন লুপ্ত ভাষার মতো। এখনও যা কম-বেশি পাওয়া যায়, তা-ই বা আর কত দিন মিলবে? কোথাও কোথাও অল্প কয়েকজন গুণী চাষির চেষ্টায় কয়েক রকম দুর্লভ লুপ্তপ্রায় ধান আজও ফললেও, কালও ফলবে কিনা কে জানে!

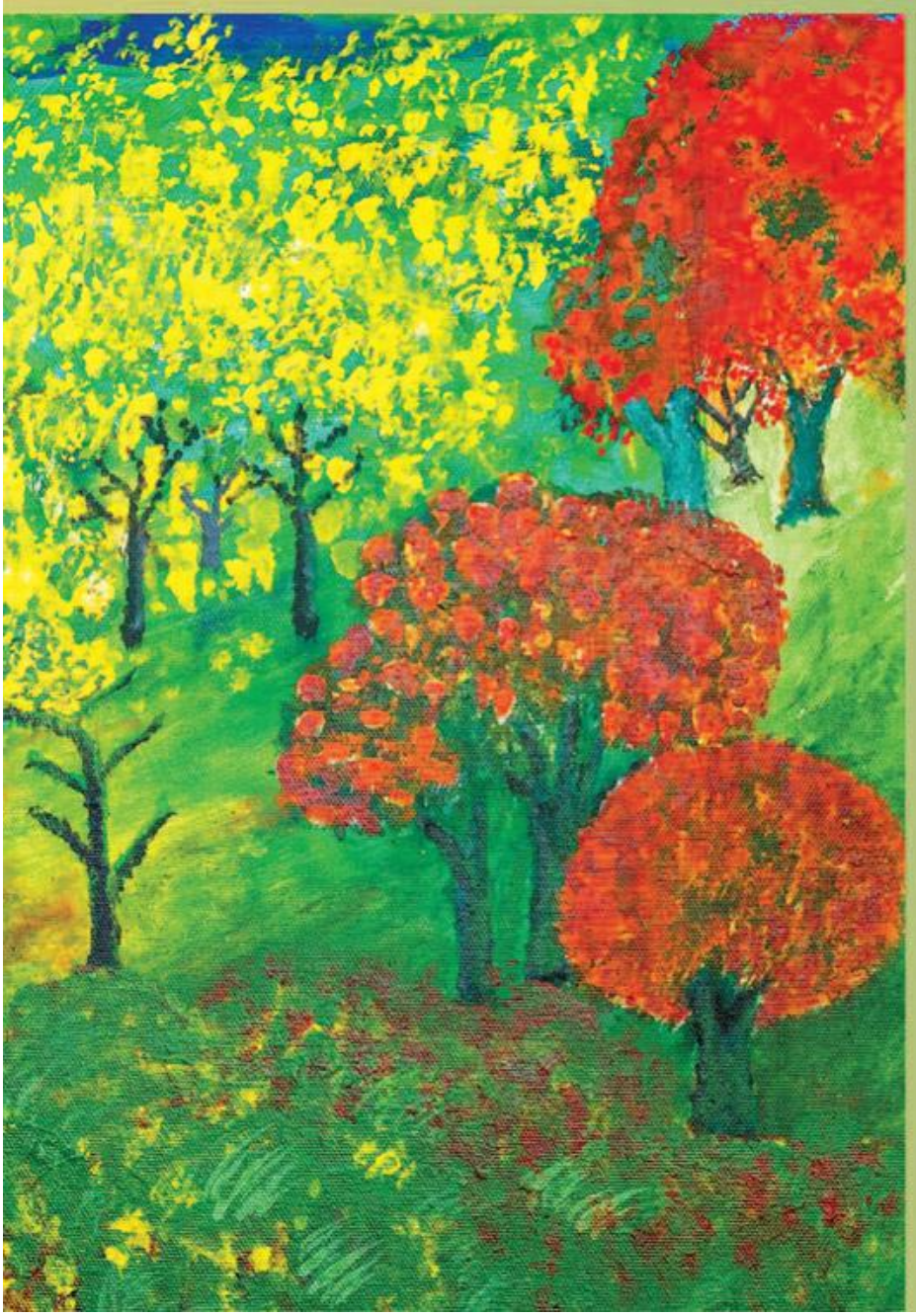

বাঁশকাটি, বাসমতী, গোবিন্দভোগের ভাত হয়তো আমরা অনেকেই খেয়েছি, কিন্তু কলমা, কলমকাটি, কবিরাজশাল, বহুরূপী, কালোজিরা, কালোনুনিয়া— এরকম আশ্চর্য রূপ-গুণ স্বাদ-গন্ধের ধান বাংলার মাটিতে আবার ফিরিয়ে আনা যায় না? আনতে পারলে গ্রামবাংলার পর্যটনে ধানভ্রমণ অন্নপ্রাণ বাঙালির মনে 'চাপাখুশি'র হাওয়া বইয়ে দেবে। তবে ভ্রমণসূচিতে কোনও গৃহস্থের বাড়িতে রঘুশাল বা চন্দ্রকান্তা চালের মুড়ি, বকুলফুল বা মধুমালতী বা তুলাইপাঞ্জী চালের ভাত, কনকচূড় বা লক্ষ্মীচূড়া বা বিন্নি ধানের খই আর আড্ডে বা আজান বা মরিচবুটির মুচমুচে চিঁড়ে থাকাই চাই।

*ধান বিষয়ক তথ্য সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংসদ আয়োজিত ১৯তম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কংগ্রেস উপলক্ষে প্রকাশিত, ডঃ বিজন অধিকারী সংকলিত ও অভী দত্ত মজুমদার সম্পাদিত 'পুরানো সেই ধানের কথা— যায় না যে সব ভোলা' নামের যুগোপযোগী পুস্তিকাটি থেকে নেওয়া। সংকলক ও সম্পাদকের কাছে সকৃতজ্ঞ ঋণ স্বীকার করি।*

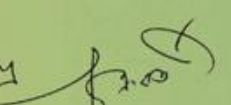

www.amarendrachakravorty.com

*←১৮"×২৪" ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিক। অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর তুলিতে*

# পুনহিল ট্রেক

লেখা ও ছবি: শুভময় ঘোষ

আকাশজোড়া হিমালয় আর নেপালের গ্রামীণ মানুষ— পুনহিল ট্রেকপথের এ-ই বড় প্রাপ্তি। পথিমধ্যে প্রচুর ভালো হোটেল, আর তাদের দামও সাধ্যাতীত নয়— এ-পথের এ-ই উপরি পাওনা।

পুনহিল থেকে দেখা অন্নপূর্ণা মেন ও সাউথ শৃঙ্গে সূর্যাস্ত

টাড়াপানির পথে ধৌলাগিরি রেঞ্জ

নাঙ্গাথান্তির পথে বরফজমাট ঝরনা

এ বছর ৬ জানুয়ারি হাওড়া স্টেশন থেকে ৩টে ৪৫ মিনিটের মিথিলা এক্সপ্রেসে চলেছি— গন্তব্য রক্সৌল। ঠিক সময়ে ট্রেন ছাড়ল এবং পরদিন নির্ধারিত সময় সকাল সাড়ে আটটায় ট্রেন পৌঁছল রক্সৌল। এটি বিহার রাজ্যে ভারত-নেপাল সীমান্তে শেষ ভারতীয় রেল স্টেশন।

আমরা চলেছি নেপাল হিমালয়ের অন্দরে। তিন-চারদিন হাঁটব, বিখ্যাত সব তুষারশৃঙ্গগুলিকে দেখব খুব কাছ থেকে। থাকব বেশ আরামদায়ক হোটেলে।

স্টেশনে পা রেখেই ঠান্ডাটা টের পেলাম। সূর্যের দেখা নেই— কুয়াশা এবং প্রচণ্ড ঠান্ডা। আমরা মোটামুটি কাঁপতে কাঁপতে স্টেশন চত্বর থেকে বেরিয়েই দুটো টাঙ্গা নিলাম। গেলাম কাছেই কাস্টমস অফিসে। আমাদের দুজন বন্ধু কাস্টমস-এর কর্মচারী হওয়ার সুবাদে উষ্ণ অভ্যর্থনা পেলাম ভারতীয় সীমানার কাস্টমস অফিসে। ওখানকার এক বাঙালি অফিসার আমাদের একটি নেপালের মোবাইল সিমকার্ড এক সপ্তাহের জন্য দিয়ে সাহায্য করলেন এবং কাছেই নেপাল সীমান্ত থেকে একটা জিপ ঠিক করে দিলেন। আমাদের পরবর্তী গন্তব্য নেপালের দ্বিতীয় বৃহত্তম ও জনপ্রিয় শহর পোখরা। রক্সৌলের ভারতীয় সীমান্ত পেরিয়ে ছোট নদীর ওপর সেতু দিয়ে নেপাল সীমান্ত বীরগঞ্জে ঢুকলাম। কাছেই জিপস্ট্যান্ড। রক্সৌল রেলওয়ে স্টেশন থেকে টাঙ্গাতে মিনিট কুড়ি-পঁচিশের পথ। কাস্টমস অফিসাররা জিপ ঠিক করেই রেখেছিলেন আমাদের জন্য। বাইরে হাড়কাঁপানো ঠান্ডা। আমরা কালবিলম্ব না করে জিপে আমাদের জিনিসপত্র তুলে সকাল দশটা নাগাদ রওনা হলাম ২৭৪ কিলোমিটার দূরবর্তী পোখরার উদ্দেশে।

জানলার সব কাচ বন্ধ। হেটোড়া, ভরতপুর পেরিয়ে গাড়ি দাঁড়াল নারায়ণঘাটে। আমরা মধ্যাহ্নভোজন সেরে নিলাম একটি হোটেলে। এখান থেকেই শুরু হয়ে গেল

নেপালি মুদ্রায় লেনদেন। যদিও আমরা ভারতীয় মুদ্রাই দিচ্ছিলাম, কিন্তু ওরা যা ফেরত দিচ্ছে সবই নেপালি মুদ্রা, যা আমরা যতদিন নেপালে ছিলাম হিসেব করে ভারতীয় মুদ্রার সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে চালাচ্ছিলাম। কথা প্রসঙ্গে বলে রাখি, নেপালে ঢোকামাত্র যাবতীয় দামদস্তুর সব নেপালি টাকার হিসেবেই ওরা বলবে। আপনাকে সেটা ভারতীয় মুদ্রায় কত হল সেটা হিসেব করে ভারতীয় মুদ্রায় দিলেই হবে। ওরা যে খুচরো ফেরত দেবে সেটা নেপালি টাকায় যা পরে কাজে লেগে যাবে। সব জায়গাতেই ভারতীয় মুদ্রার চল আছে। তবে ভারতীয় ৫০০ এবং ১০০০ টাকার নোট নেপালে অচল। ভারতীয় এক টাকা সমান এক টাকা ষাট পয়সা নেপালি মুদ্রায়।

মধ্যাহ্নভোজনের পর আবার গাড়ি ছুটল। মুগলিংয়ে এসে রাস্তা দুভাগ। একটা রাস্তা চলে গেল কাঠমাণ্ডুর দিকে, আর আমাদের জিপ ত্রিশূলীনদীর ব্রিজ পেরিয়ে পোখরার দিকে চলল। বেশ কিছুক্ষণ বাদে ডুমরে পেরোলাম। এখান থেকে বেসিশহরের দিকে রাস্তা ভাগ হয়ে যায়। যারা রাউন্ড অন্নপূর্ণা বা থোরাং-লা যেতে চান তারা বেসিশহরে আসেন এই ডুমরে থেকে। আমাদের জিপ এগিয়ে গেল। সন্ধে ছটা নাগাদ আমরা পোখরা পৌঁছে ফেওয়া হ্রদের ধারে একটা হোটেলে উঠলাম। পৌঁছেই এক পরিচিত এজেন্টকে ডেকে পাঠালাম। ওঁকে আমাদের পরিকল্পনার বিষয়ে বললাম। বোঝা গেল দুরকমের অনুমতিপত্র নিতে হবে। প্রথমত ACAP— এটা অন্নপূর্ণা কনজারভেশন এরিয়ায় ঢোকার অনুমতিপত্র। দ্বিতীয়ত TIMS— ট্রেকার্স ইনফর্মেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। দুটোই পরদিন সকাল দশটার আগে হবে না। ঠিক হল একজন সহায়ক নেওয়া হবে, কারণ আমাদের সঙ্গে কিছু মালপত্র ছিল। সেইসঙ্গে সিদ্ধান্ত হল পুরো দল সকালে বেরিয়ে যাবে এবং আরেকজনকে নিয়ে আমি যাবতীয় অনুমতিপত্র করিয়ে রওনা হব। এইসব করতে করতে সময় কেটে গেল। তাড়াতাড়ি রাতের খাওয়া সেরে সবাই শুয়ে পড়লাম।

পরদিন ঘুম ভাঙতেই দেখি ঘন কুয়াশায় সব কিছু ঢাকা। হোটেলের লোকজন থেকে দোকানদার সবাই বলছে যে এরকম ঠান্ডা অনেক বছর পড়েনি। দলের বাকি সদস্যরা প্রাতরাশ সেরে পোখরা থেকে রওনা হল ঘণ্টাখানেকের দূরত্বে নয়াপুলের উদ্দেশে। অগত্যা আমি পোখরার লেক মার্কেটে একটু ঘুরতে বেরোলাম। সাড়ে দশটার আগে অনুমতিপত্রগুলো পাব না। মার্কেটে কিছু কেনাকাটা করে, হাতে অনুমতিপত্র পেলাম এগারোটা নাগাদ। সঙ্গে সঙ্গে একটা টয়োটা গাড়িতে রওনা হলাম ৪২ কিলোমিটার দূরে নয়াপুলের উদ্দেশে।

নয়াপুলে নেমে স্যাক পিঠে নিলাম। মেন রোড থেকে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে ছোট একটা ঝুলন্ত সেতু পেরিয়ে হাঁটা শুরু হল। বেশ কিছু দোকান ও ছোট ছোট হোটেল পেরিয়ে প্রথমে TIMS-এর অফিসে নাম নথিভুক্ত করালাম ও আমাদের অনুমতিপত্র দেখালাম। মিনিট পনেরো হাঁটার পর একটা স্টিল ব্রিজ পেরোলাম। নীচ দিয়ে একটা নালা বয়ে যাচ্ছে। দূরে ডানদিক দিয়ে বয়ে চলেছে মোদীখোলা নদী। এই ব্রিজের

অনেক নীচে বেশ সুন্দর লাগছে তিখেঢুঙ্গা। দেশলাইয়ের খোলের মতো বাড়িগুলো। বেশ আলাদা করে চিহ্নিত করা যাচ্ছে নীল রঙের তিখেঢুঙ্গা স্কুল। একটু এগিয়ে গিয়ে ভুরংগডি খোলা দেখা যাচ্ছে সরু ফিতের মতো। পড়ন্ত বিকেলে আমরা উল্লেরি এসে পৌঁছলাম। শেষের দিকে মনে হচ্ছিল, এ যেন স্বর্গের সিঁড়ি। সূর্য নেমে গিয়েছে পাহাড়ের পিছনে। কমবেশি আড়াইঘণ্টা লাগল উল্লেরিতে এসে পৌঁছতে।

ওপর দিয়েই এখন বাস ও ছোট গাড়ি যাচ্ছে ঘান্দ্রুকের দিকে কিমচে অবধি। ব্রিজ পেরোতেই ACAP চেক পোস্ট। আরেক দফা নাম নথিভুক্ত করে বাঁদিকের রাস্তা দিয়ে হাঁটা। ঢুকে পড়লাম বিরেথান্টি (১০০০ মিটার) নামক বেশ বড়সড় একটা জনপদে। আঁকাবাঁকা রাস্তা, কখনও গলির মতো, আবার কখনও বড় বড় পাথরের চাতালের মতো। সুন্দর সাজানো গোছানো অনেক হোটেল আছে এই বিরেথান্টিতে। যেহেতু দলের বাকি সদস্যরা আমার থেকে অন্তত তিনঘণ্টা এগিয়ে, তাই আমার একটু তাড়া রয়েছে ওদের ধরার। পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে বুরুংগডি খোলা। চওড়া জিপ-রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছি। ধুলোভর্তি কাঁচা রাস্তা। ঘণ্টাখানেক হাঁটার পর একটা বাঁকের পর হঠাৎ একটা ছোট উপত্যকা দেখা গেল। পাশ দিয়ে বুরুংগডি খোলা বয়ে চলেছে নীচে, তার পাশে কয়েকটা বাড়ি-ঘর দেখা যাচ্ছে। ছবির মতো সুন্দর জায়গাটার নাম সুদামি। রাস্তা মোটামুটি, মাঝে মাঝে এক-আধবার একটু-আধটু চড়াই। পৌঁছে গেলাম হিলে। উচ্চতা ১,৫১০ মিটার। এখানেও অনেক সুন্দর সুন্দর হোটেল আছে। প্রায় আড়াই ঘণ্টা নাগাড়ে হাঁটার পর একটু বিশ্রাম। রাস্তা কখনও একটু উঠছে তো কখনও নামছে। বেশিরভাগটাই জিপ-রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়া। কিন্তু মাঝে মাঝে যখন কোনও গ্রাম বা জনপদ দিয়ে যাচ্ছি, তখন সারিবদ্ধ হোটেলের পাশ দিয়ে কিছুটা সিঁড়ি ভেঙে উঠছি বা এ-গলি সে-গলি দিয়ে যাচ্ছি। আমি তখনও বাকি সদস্যদের ধরতে পারিনি। তারাও যে রাস্তা দিয়ে এগোচ্ছে আমি পিছন পিছন সেই রাস্তাতেই হাঁটছি। মাঝে ফোনে একবার কথা হল দেবাশিসের সঙ্গে। রাস্তায় উল্টো দিক থেকে আসা ইউরোপিয়ান, জাপানি এবং কোরিয়ান ট্রেকারের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। ওরা ফিরছে। রাস্তার, গ্রামের এবং চারপাশের সৌন্দর্য দেখতে দেখতে মনেই হয় না যে কোথাও ট্রেক করছি, যেন এগলি-ওগলি দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি। ট্রেক অথচ তাতে যেন কোনও ক্লান্তি নেই। আর গ্রাম বলতে সেই অর্থে ঠিক গ্রাম নয়। খুব সুন্দর সাজানো গোছানো হোটেল— পর পর। একধারে ছোট নদী বুরুংগডি খোলা (নেপালে নদীকে 'খোলা' বলে)। তার পাশে জমিতে বিভিন্ন রকমের চাষবাস। যাদের হোটেল তারাই দেখাশুনো করে। সব সময় সেখানকার নেপালি পুরুষ-মহিলা ও শিশুদের সদাহাস্যময় মুখ। সব কিছু মিলিয়ে এক-কথায় অপূর্ব। হিলে গ্রামটা শেষ হতে না হতেই আমরা আরেকটা জনপদে ঢুকে পড়ছি প্রায়। কিছুটা দূর হাঁটার পরই দেখি জিপ-রাস্তা শেষ। তিনটে খালি জিপ রাস্তার ধারে দাঁড় করানো আছে। পাশেই একটা হোটেলের সামনের ছাউনিতে বসে ড্রাইভাররা আড্ডা দিচ্ছে। তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, নয়াপুল থেকে এই জায়গা অবধি বা এখান থেকে নয়াপুল একটা পুরো গাড়ি বুকিং করে যেতে ২,২০০ থেকে ২,৫০০ নেপালি টাকা লাগে। হোটেলের নাম ও তার নীচে বাকি লেখা দেখে বুঝলাম তিখেঢুঙ্গা এসে গিয়েছে প্রায়। হিলে থেকে মাত্র পনেরো মিনিটে এলাম। একটু এগিয়ে একটা বাঁকের মুখে এসে বেশ কিছুটা দূরে সঙ্গীদের দেখতে পেলাম। ওরা ধীরগতিতে এগোচ্ছে। তিখেঢুঙ্গা জনপদ পুরোপুরি

পৌঁছনোর আগেই ওদের ধরে ফেললাম। ঘড়িতে তখন সবে দুপুর দুটো। সামনেই একটা হোটেলে ঢুকে আমরা মধ্যাহ্নভোজনটা সেরে নিলাম।

আধঘণ্টা বিশ্রাম নিয়ে আবার এগিয়ে চলা। সামনেই বেশ কয়েকটা সিঁড়ি পেরিয়ে একটা তোরণের সামনে দাঁড়ালাম। তিখেঢুঙ্গা জনপদ আমাদের স্বাগত জানাচ্ছে। গাড়িগুলো যে জায়গায় ছিল সেটা ছিল লোয়ার তিখেঢুঙ্গা আর আমরা এবার প্রবেশ করছি আপার তিখেঢুঙ্গা বা মূল তিখেঢুঙ্গা জনপদে। উচ্চতা বেশি নয়, মাত্র ১,৫৪০ মিটার। তিখেঢুঙ্গা বেশ বড় জনপদ। একটি বড় স্কুলও আছে। এই অঞ্চলের একমাত্র স্কুল। অসংখ্য ছোট-বড় হোটেল। বেশিরভাগ হোটেলের বারান্দা সুন্দর সুন্দর অর্কিড ও নানা রকমের ফুলের গাছে ভর্তি। সুন্দর করে সাজানো হোটেলগুলো দেখে মনে হয়, থেকে যাই। বেশিরভাগ ট্রেকার নয়াপুল থেকে হাঁটা শুরু করে, প্রথমদিন এই তিখেঢুঙ্গাতে থেকে যায়। দুপুর আড়াইটে বাজে। আমরা ঠিক করলাম এখানে না থেকে আরেকটু এগিয়ে যাব। ছোট্ট তিখেঢুঙ্গা খোলা পেরোলাম একটা সাসপেনশন সেতু দিয়ে। ওপারেও ডানদিক-বাঁদিকে প্রচুর হোটেল। সারাবছরই এইসব রুটে ট্রেকারদের ভিড় থাকে বেশ। আর ট্রেকারদের ৯৫ শতাংশ কি তারও বেশি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষ। ভারতীয়রাও যায়, তবে, হোটেলওয়ালাদের পরিসংখ্যান অনুযায়ী তুলনামূলকভাবে অনেক কম। নেপালে এইসব প্রচলিত ট্রেকরুটে খাবারের দাম অকল্পনীয় বেশি, কিন্তু বিদেশিদের কাছে তা নয়। তবে, থাকার খরচটা কিন্তু সাধ্যের মধ্যে। বরং বেশ কমই।

তিখেঢুঙ্গা খোলা পেরোনোর পরই বাঁদিকে বাঁক নিলাম এবং বেশ কিছু হোটেলের উঠোন পেরিয়ে হেঁটে কয়েকটা সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এলাম। এবার পড়ল একটু বড় সাসপেনশন সেতু। পার হলাম ভুরুংগডি খোলা। সেতু পেরিয়ে ওপার থেকে শুরু হল সিঁড়ি। এখানে প্রায় ৩,৩০০ টিরও বেশি সিঁড়ি উঠতে হবে, তবে আমরা পৌঁছব উল্লেরি নামে একটি জায়গায়। যদিও সিঁড়িগুলো চওড়া এবং একটা সিঁড়ি থেকে আরেকটা সিঁড়ির উচ্চতা ১০ ইঞ্চি থেকে ১৫ ইঞ্চি, কিন্তু ৩,৩০০ সিঁড়ি ভাঙা চাট্টিখানি কথা নয়। সবাইকে বলা হল কোনও তাড়াহুড়ো নয়, আস্তে আস্তে সময় নিয়ে নিজের ছন্দে হেঁটে পৌঁছবে উল্লেরি। প্রথমদিনই উল্লেরি পৌঁছতে চাইছিলাম দুটো কারণে। এক, উল্লেরির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অপূর্ব। বেশ খানিকটা উচ্চতায় পাহাড়ের ঢালে একটা গ্রাম এবং অন্নপূর্ণা দক্ষিণ ও হিঁউচুল্লি বেশ ভালো দেখা যায়। দুই, পরের দিন এই সিঁড়ি আর ভাঙতে হবে না। আমরা উল্লেরি থেকে অনেক কম সময়ে পুনহিলের কাছে পৌঁছতে পারব। ফলে, শুরু হল সিঁড়ি ভাঙা। কিছুটা জঙ্গলের মধ্য দিয়ে শুরু। আস্তে আস্তে ভুরুংগডি খোলা নীচে নেমে যাচ্ছে আর আমরা একে একে বাঁক নিতে নিতে ওপরে উঠছি। অশোক ও দেবাশিস বেশ গটগট করে ওপরে উঠতে লাগল। বাকি আমরা চারজন মোটামুটি আগে-পিছে চলতে লাগলাম। বেশ কিছুটা ওঠার পর কয়েকটা বাড়ি দেখতে পেলাম। বাড়ির আশপাশ দিয়ে এঁকেবেঁকে সিঁড়ি ভেঙে আমরা উঠছি। মাঝে মাঝে একটু বিশ্রাম নিচ্ছি। তাড়া নেই তো, সূর্য ডোবার আগে পৌঁছে গেলেই হল। মাঝে দুয়েকটা হোটেলও পড়ল।

সূর্য ডোবার মুহূর্তে লাল আভা পড়ছে বেশি করে অন্নপূর্ণা সাউথ ও হিঁউচুল্লিতে। অন্যান্য শৃঙ্গতেও পড়ছে বটে, কিন্তু আকাশের রংটা কেমন যেন একটু সবুজাভ এবং একটু যেন ধোঁয়াশা ভাব চারদিকে। নিমেষের মধ্যে সূর্যাস্ত হল, লাল থেকে দ্রুত গোলাপি রং হয়ে হঠাৎই ঝপ করে সূর্যের আলো চলে গেল।

কিন্তু কোনও ট্যুরিস্ট নেই হোটেলে।

এভাবে ঘণ্টাখানেকেরও বেশি ওঠার পর হঠাৎ দেখি বেশ কিছু স্কুল-ড্রেস পরা বাচ্চা ছেলেমেয়ে, নিজেদের মধ্যে আপন মনে বক বক করতে করতে, হইহট্টগোল করতে করতে খেলতে খেলতে, নীচের দিক থেকে প্রায় দৌড়তে দৌড়তে উঠে আসছে। আমরা কৌতূহলবশত কয়েকজনকে থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় যাচ্ছে তারা, আর কোথা থেকেই বা আসছে। ওরা বলল, তিখেঢুঙ্গার স্কুল থেকে পড়ে উল্লেরিতে বাড়ি ফিরছে। বলেই হাসতে হাসতে দৌড় লাগাল, আর সিঁড়ি দিয়ে কোন বাঁকে মিলিয়ে গেল। আমরা অবাক হয়ে একে অপরকে বললাম, যেটা আমাদের একবার ট্রেক করে ওঠাই বেশ ক্লেশকর মনে হচ্ছে, তা এরা রোজ দুবার করে ওঠা-নামা করে, স্কুলে পড়তে যাবে বলে। মজা করে আমরা ঘুরে দাঁড়িয়ে পিছনদিকে তাকালাম। অনেক নীচে বেশ সুন্দর লাগছে তিখেঢুঙ্গা। দেশলাইয়ের খোলের মতো বাড়িগুলো। বেশ আলাদা করে চিহ্নিত করা যাচ্ছে নীল রঙের তিখেঢুঙ্গা স্কুল। একটু এগিয়ে গিয়ে ভুরুংগডি খোলা দেখা যাচ্ছে সরু ফিতের মতো। পড়ন্ত বিকেলে আমরা উল্লেরি এসে পৌঁছলাম। শেষের দিকে মনে হচ্ছিল, এ যেন স্বর্গের সিঁড়ি। সূর্য নেমে গিয়েছে পাহাড়ের পিছনে। কমবেশি আড়াইঘণ্টা লাগল উল্লেরিতে এসে পৌঁছতে।

ডানদিক বাঁদিকে অনেক হোটেল। আকাশে মেঘ নেই বটে, কিন্তু বিকেল পাঁচটাতেই ধোঁয়াশা কুয়াশা মিশিয়ে এমন অবস্থা, যে একটু দূরের পাহাড়ও ঠিক পরিষ্কার নয়। পাহাড়ের গায়ে হোটেল এবং অন্যান্য বাড়িগুলোতে আলো জ্বলে উঠেছে। আর ঠান্ডাটাও বেশ লাগছে। উল্লেরির উচ্চতা ২,০৪০ মিটার। গ্রামের বাসিন্দারা মগর জাতির লোকজন। আমরা একটা বেশ সুন্দর ছিমছাম লজে উঠলাম। নাম প্রতাপ লজ। প্রচুর বিদেশি রয়েছে এই লজে, অথচ অন্য অনেক লজে এত ভিড় নেই। এই হোটেলেই এত জমায়েতের কী কারণ তক্ষুনি বুঝতে পারিনি। কেন না, ঘরের ব্যবস্থা ও খাওয়াদাওয়ার মান এখানকার সব হোটেলগুলোতেই উনিশ-বিশ। কারণটা টের পেলাম পরদিন ভোরবেলায়। চা, কফি, চিনি, দুধ, আমরাই বয়ে নিয়ে গিয়েছি। হোটেল থেকে ফ্লাস্ক-ভর্তি গরমজল কিনে নিলাম। দুরাউন্ড করে চা খাওয়া হল, সঙ্গে কিছু স্ন্যাক্স। সন্ধে হতেই আমরা নীচে ডাইনিং স্পেসে আড্ডা দিতে গেলাম। আমাদের ঘর ছিল দোতলায়। ডাইনিং স্পেসে ফায়ারপ্লেস আছে এবং পুরো জায়গাটাই বেশ গরম হয়ে থাকে, বিভিন্ন দেশের ট্রেকাররা বসে আছে, কেউ আড্ডায় ব্যস্ত, তো কেউ বই পড়ায়, কেউ আবার ট্যাব-প্যাড নিয়ে, তো কেউ ডিনারে ব্যস্ত। আমরা চা নিয়ে বসলাম। এরই মধ্যে আমাদের ডিনার চলে এল। সাধারণ খাবার, কিন্তু রাজকীয় পরিবেশন ও আপ্যায়ন। বাইরে বেশ ভালোই ঠান্ডা। ডিনার শেষে ডাইনিং হলের উষ্ণতা ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না। চোখে পড়ল পাহাড়ের গায়ে দূর-দূরান্তের গ্রামে মিটমিট করে আলো জ্বলছে জোনাকির মতো।

বেশ ভোরে ঘুম ভাঙল। না, কোনও অ্যালার্মে নয়। একদম কাছ থেকে অন্নপূর্ণা সাউথ ও হিঁউচুল্লি দেখা যায় হোটেলের ঘরের জানলা দিয়ে, এমনটাই হোটেলের নাম-বোর্ডে ফলাও করে লেখা ছিল, এই দুই শৃঙ্গে সূর্যের

প্রথম কিরণের রূপ দেখার লোভেই ঘুম ভেঙে গেল। লেপ থেকে বেরিয়ে হোটেলের বারান্দায় দাঁড়াতেই ঠান্ডাটা টের পেলাম। দুই পাহাড়ের ফাঁকে বাঁদিকে দাঁড়িয়ে অন্নপূর্ণা সাউথ ও হিঁউচুল্লি পাশাপাশি। ডানদিক থেকে সূর্য উঠল বলে। ভোরবেলা ছটার কাছাকাছি সূর্যর প্রথম আলো পড়ল শৃঙ্গদুটিতে। যদিও কুয়াশার একটা হালকা আস্তরণ ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে দৃশ্য অপরূপ। প্রচুর ছবি তুললাম। ইতিমধ্যে রোদটা বেশ উঠেছে। যদিও কোনও তাড়া নেই, কেন না আমরা অনেকটা এগিয়ে রয়েছি। নীচে নেমে হোটেলের সামনে রোদে বসে প্রাতরাশ সারলাম। আকাশে সেরকম কোনও মেঘ নেই, সময়টা জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহ— অথচ আকাশটা নীল নয়, কেমন যেন একটু সবুজ ভাব। একটু দূরে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে কুয়াশার আস্তরণ।

সকাল প্রায় সাড়ে আটটা নাগাদ আমরা বেরোলাম উল্লেরির হোটেল ছেড়ে। গন্তব্য ঘোড়েপানি ছাড়িয়ে একটু এগিয়ে পুনহিলের কাছে দেওরালি। পাথর বাঁধানো গ্রামের গলির রাস্তা দিয়ে হাঁটা শুরু হল। দুধারেই বেশ কিছু হোটেল-লজ এবং কিছু বসত-বাড়িও। ডানধারে পাহাড়ের গায়ে একটা খেলার মাঠ। গ্রামের ছেলেমেয়েরা স্কুল-ড্রেস পরে ইতিমধ্যেই যেতে শুরু করেছে তিখেঢুঙ্গা স্কুলে। আমরা আস্তে আস্তে এগিয়ে চলেছি। কিছুদূর যাওয়ার পর উল্লেরি শেষ হল। কিন্তু সিঁড়ি ভাঙা তখনও চলছে। গ্রাম-শেষে নতুন বেশ কয়েকটা আধুনিক বিলাসবহুল হোটেল হয়েছে দেখলাম। আমাদের রাস্তাটা আস্তে আস্তে বাঁদিকে ঘুরছে এবং আমরা বুঝতে পারছি আমরা ডানদিক বাঁদিক দুটো পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে ঢুকছি এবং ডানদিকের পাহাড়ের পিছনে শৃঙ্গগুলি লুকিয়ে পড়ছে। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে রাস্তা, নানান প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য। ঠান্ডা ও রোদ দুটোই থাকার ফলে বেশ আরামদায়ক মনে হচ্ছে হাঁটাটা। বেশ কিছুটা জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলার পর হঠাৎ একটা ফাঁকা জায়গায় এসে পৌঁছলাম। বেশ কিছু হোটেল-লজ নিয়ে জায়গাটার নাম বানথান্টি। উচ্চতা ২,২৫০ মিটার। দেখলাম কিছু ট্যুরিস্ট লজের বাইরে গার্ডেন-আমব্রেলার নীচে বসে খাওয়াদাওয়া করছে। আমরা কুশল-বিনিময় করে এগিয়ে চললাম। ডানদিক বাঁদিকে অসংখ্য ওক ও রডোডেনড্রন গাছের জঙ্গল। আসলে একটু একটু করে চড়াই ভাঙছি, কিন্তু সেই অর্থে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। দুটো নালা পেরোলাম দুজায়গাতে। প্রথম নালাটার কাছে একটা ছোট্ট জলাশয় তৈরি হয়েছে এবং সেই জলাশয়ের আশপাশে পাথরের চাতালে ছোট ছোট পাথর দিয়ে কেয়ার্ন সাজানো আছে অনেকগুলো। দ্বিতীয় নালাটা পেরিয়ে একটু বেঁকে রাস্তাটা ওপরে উঠে দুটো লম্বা কাঠের বাড়ির কাছে নিয়ে এল আমাদের। সামনে পাথরের চাতাল। আমরা একটু বিশ্রাম নেওয়ার জন্য বসলাম। সেই অর্থে বাড়িদুটো হোটেল নয়, কিন্তু ট্রেকারদের জন্য খাবারদাবার চাইলে পাওয়া যায়। আমরা ক্ষণিকের বিরতি নিয়ে আবার এগিয়ে চলি। প্রায় আধঘণ্টা ধীরে সুস্থে হাঁটতে হাঁটতে আমরা জঙ্গলের মধ্যেই একটা জায়গায় এসে পৌঁছলাম। জায়গাটার নাম নাঙ্গাথান্টি, উচ্চতা ২,৪৬০ মিটার। 'থান্টি' শব্দটা মগর জাতির ব্যবহৃত শব্দ। যার অর্থ হল 'বিশ্রাম স্থল' বা 'ধর্মশালা'। নাম থেকেই বোঝা যায়, তাছাড়া দেখলামও জঙ্গলের মধ্যে বেশ খানিকটা জায়গা সাফ করে নানা হোটেল গড়ে উঠেছে। প্রথম হোটেলটার সামনেই বড় লন এবং অনেক চেয়ার টেবিল পাতা। প্রচুর বিদেশি বসে লাঞ্চ করছে, তাদের মধ্যে অনেকে উল্লেরি থেকে আমাদের বহু আগে বেরিয়েছে। প্রচুর জাপানি ও কোরিয়ান ট্রেকার দেখলাম। এরা বড় বড় দলে এসেছে। হোটেলটাও বেশ বড়। আমরাও এখানে লাঞ্চ সেরে নিলাম। প্রায় দুপুর একটা বাজে তখন। আমরা বেশ ধীরগতিতেই এসেছি। ঠান্ডায় রোদের মধ্যে বসে লাঞ্চ বেশ জমল। ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে খাবারের দাম মিটিয়ে আবার স্যাক কাঁধে নিয়ে পথ চলা।

জঙ্গলের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছি। একটু একটু করে চড়াই ভাঙতে ভাঙতে উঠছি। দুদিকে দুটো পাহাড়ের রিজ, তার মাঝখান দিয়ে আমাদের রাস্তা। তাই উল্লেরির পর থেকে সেই যে শৃঙ্গগুলি পাহাড়ের পিছনে আমাদের চোখের আড়ালে চলে গিয়েছে, আর তাদের দেখা নেই। ঘণ্টাখানেক এভাবেই হাঁটতে হাঁটতে দূর থেকে চোখে পড়ল নীল রঙের বেশ কিছু বাড়ি, কিছুদূর এগিয়ে যেতেই প্রয়াত মেজর টেক বাহাদুর পুন মেমোরিয়াল তোরণের গেটের সামনে এসে দাঁড়ালাম। জায়গাটার নাম ঘোড়েপানি, ২,৭৫০ মিটার উচ্চতা। তারই প্রবেশদ্বারের সামনে দাঁড়িয়ে আমরা। কিন্তু স্বাগত জানাবার জন্য একজন লোককেও আশপাশে দেখলাম না। অজস্র সুন্দর সুন্দর হোটেল এখানেও কিন্তু বেশিরভাগ হোটেলই তালাবন্ধ, পাথর-বাঁধানো রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চললাম। মাঝে মাঝে কয়েকটা মুরগি ছুটে চলে যাচ্ছে। ডানদিকে একটা ছোট গলি চলে গিয়েছে, পাশে বোর্ডে লেখা 'ওয়ে টু ঘান্দ্রুক'। আমরা আরও দশ-পনেরো মিনিট হেঁটে বেশ কিছু সিঁড়ি ভেঙে উঠে এলাম দেওরালি নামে একটা বড়সড় জায়গাতে। উচ্চতা ২,৮৭০ মিটার। দেওরালি কথাটার মানে হল 'পাস'। বেশ উঁচু জায়গা, যার দুদিকেই নীচে নেমে যাওয়ার পথ। সামনেই পুলিশ চেকপোস্ট, যেখানে নাম ঠিকানা নথিভুক্ত করলাম অনুমতিপত্র দেখিয়ে।

দেওরালিতে এসেই চমকে যাওয়ার মতো অবস্থা। হাতের কাছেই ঢিলছোড়া দূরত্বে সারি


## স্বর্ণাক্ষরে ভ্রমণবই

প্রথম ভারতীয় ভূপর্যটক
বিমল মুখার্জির
**দুচাকায় দুনিয়া**
১৯২৬ সালে সাইকেলে পৃথিবী পর্যটনে বেরিয়েছিলেন বিমল মুখার্জি। তাঁর সেই দুঃসাহসিক বিশ্বভ্রমণের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।
**অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত। ৫ম মুদ্রণ ₹১৫০**

শঙ্খ ঘোষের **ইছামতীর মশা**
কবির দেখা কবির লেখা একগুচ্ছ অসামান্য ভ্রমণকথা।
**দ্বিতীয় সংস্করণ ₹১৫০**

নবনীতা দেব সেনের
**ভ্রমণের নবনীতা**
নানা মহাদেশের মাটির জলস্পর্শ আছে এ বইয়ে।
**দ্বিতীয় সংস্করণ ₹৯০**

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর **বন্ধুভরা বসুন্ধরা**
অজানা দেশ দেখে বেড়ানো, অচিন মানুষ চিনে বেড়ানোর আন্তরিক আলেখ্য।
মজবুত বোর্ড বাঁধাই। **দ্বিতীয় সংস্করণ ₹১২০**

প্রতাপকুমার রায়ের **দেশে দেশে**
প্রখ্যাত ভ্রামণিকের ভ্রমণগাথা ₹৭৫

শঙ্কররঞ্জন রায়চৌধুরীর
**চিন তিব্বত মোঙ্গোলিয়া** ₹৬০

রবীন চক্রবর্তীর
**বাঁধা পথের বাঁধন ছেড়ে** ₹৬০

**ভ্রমণ ট্রেকিং** দ্বিতীয় মুদ্রণ ₹১০০

**অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত**
**সেরা ভ্রমণ কাহিনী**
প্রখ্যাত লেখক-পর্যটকদের দেশ-বিদেশ ভ্রমণের অন্তরঙ্গ কাহিনী। ম্যাপলিথো কাগজে ছাপা। মজবুত বোর্ড বাঁধাই।
১ম খণ্ড। ৩য় মুদ্রণ ₹৩৫০ ২য় খণ্ড। ২য় মুদ্রণ ₹২৭৫

**কিংবদন্তি পত্রিকার সংরক্ষণযোগ্য সংকলন**
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
**কবিতা-পরিচয়**
রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে থেকে শুরু করে শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বিনয় মজুমদার পর্যন্ত ২১ জন কবির ৪০টি কবিতা নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন বুদ্ধদেব বসু, শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ কবি। ₹১৫০

**অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর ছোটগল্প ও কবিতার বই**
**মৃত্যুর অধিক এই মেরে ফেলা** ₹৫০
**নদী জানে, কচি নিমপাতারাও জানে** ₹৩০
**নিমফুলের মধু** গল্পসংকলন ₹৬০

*দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট), স্টার মার্ক-এর সব দোকান ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাওয়া যায়।*

অনলাইন পেতে হলে লগ অন করুন
www.swarnakshar.in
Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kol-19
**Ph:** 2283-2320 **Fax:** 2287-6448
**E-Mail:** info@swarnakshar.in

সারি দাঁড়িয়ে একের পর এক শৃঙ্গ। দেখে তো আমরা অবাক। পাথর-বাঁধানো চাতাল এবং ডানদিক, বাঁদিক, সামনে, পিছনে, নীচে অজস্র হোটেল। ডানদিকেই সানি লজে আমরা উঠলাম। হোটেলের ঘরে ঢোকার পর আর একদফা অবাক হওয়ার পালা। ঘর থেকেই দেখা যাচ্ছে অন্নপূর্ণা-১, সাউথ ও হিঁউচুল্লি। আমরা চা ও স্ন্যাক্স খাচ্ছি ঘরের জানলা থেকে মনোরম দৃশ্য উপভোগ করতে করতে।

প্রায় চারটে বাজে তখন। এমন সময় যে সহায়ক বন্ধু আমাদের সঙ্গে এসেছে সে এসে বলল, চলুন পুনহিল ঘুরে আসি, খুব সুন্দর সূর্যাস্ত দেখা যাবে। আমরাও তৈরি হয়ে নিলাম। ন্যাপস্যাকে শুধু জলের বোতল, টর্চ, ক্যামেরা ও কিছু গরম জামাকাপড় নিয়ে নিলাম। হোটেল থেকে নীচে নেমে এসে একটা বোর্ড দেখলাম লেখা আছে, 'ওয়ে টু পুনহিল'। বেশ কিছু বড় বড় হোটেলের পাশ দিয়ে হাঁটা। এবার সরু একটা রাস্তা উঠে যাচ্ছে ওপরে। বেশ বোঝা যাচ্ছে আমরা একটা রিজের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি। রিজটা চওড়া। কিছুটা এগোনোর পর একটা প্রবেশদ্বার এল। যদিও কোনও রক্ষী বা কেউ নেই তখন। কিছুটা এগোনোর পর একটা মোবাইল টাওয়ার এবং তার পাশের বোর্ডে লেখা থেকে জানলাম 'পুনহিল মাত্র ১৫ মিনিট'। ডানদিকে সারি দিয়ে নানা শৃঙ্গ। মাঝে মাঝেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ছি। এদিকে আকাশে লালচে আভা ধরতে শুরু করেছে। সিঁড়ি দিয়ে কিছুটা ওঠার পর একটু জঙ্গলের মধ্য দিয়ে সোজা ওপরে উঠে বিস্তীর্ণ জায়গায় পৌঁছলাম। প্রায় টংয়ে উঠে আসার মতো। দূরে একটা ওয়াচ টাওয়ার, বাঁদিকে একটা চায়ের দোকান, সামনে একটা ছোট গোল বোর্ডে লেখা 'ওয়েলকাম টু পুনহিল' উচ্চতা ৩,২১০ মিটার। কোথাও বরফ নেই। তবে, বেশ ঠান্ডা। আমি ছবি তুলব বলে দুদ্দাড় দৌড়ে আগে পৌঁছে গিয়েছি। বাকিরা আস্তে আস্তে আসছে। মোট ঘণ্টাখানেকের রাস্তা। প্রথমেই তাজ্জব হয়ে গেলাম, এতবড় প্যানোরোমা দেখে, যেখানে প্রায় ১৮০° ডিগ্রি জুড়ে বাঁদিক থেকে ডানদিকে দাঁড়িয়ে আছে নেপাল হিমালয়ের নামকরা সব শৃঙ্গ। ধৌলাগিরি, টুকুচে, নীলগিরি, অন্নপূর্ণা-১, অন্নপূর্ণা সাউথ, হিঁউচুল্লি, তারকে কাং ইত্যাদি। পুনহিলের এই ভিউ স্পটে অনেক ট্রেকার এসেছে সূর্যাস্ত দেখবে বলে। সূর্য ডোবার মুহূর্তে লাল আভা পড়ছে বেশি করে অন্নপূর্ণা সাউথ ও হিঁউচুল্লিতে। অন্যান্য শৃঙ্গতেও পড়ছে বটে, কিন্তু আকাশের রংটা কেমন যেন একটু সবুজাভ এবং একটু যেন ধোঁয়াশা ভাব চারদিকে। নিমেষের মধ্যে সূর্যাস্ত হল, লাল থেকে দ্রুত গোলাপি রং হয়ে হঠাৎই ঝপ করে সূর্যের আলো চলে গেল। খুব দ্রুত, যেন বোঝার আগেই শেষ। মন ভরেও ভরল না পুরোপুরি। মিনিটপাঁচেক থাকার পরই কনকনে ঠান্ডা টের পেলাম। সূর্যাস্তর বেশ কিছু দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করে এবার নীচে নামার পালা। আধঘণ্টা তো লাগবেই।

দ্রুত অন্ধকার হয়ে আসছে। টর্চ জ্বেলে বেশ দ্রুত নীচে নেমে এলাম। হোটেলে ফিরে এসে ফায়ার প্লেসের ধারে আমরা সবাই বসলাম। রাত সাড়ে সাতটা-আটটা নাগাদ ডিনার দেওয়া হল। নেপালে বেশিরভাগ ট্রেকরুটে তাড়াতাড়ি ডিনার দেওয়ার চল। ডিনার টেবিলে প্রথমেই একটা ট্রেতে করে গরমজলে ভেজানো সুগন্ধি তোয়ালে দেওয়া হল প্রত্যেক সদস্যকে একটা করে। আমরা সবাই ভালো করে মুখ, গলা, হাত মুছে নিলাম। বেশ তরতাজা ও পরিচ্ছন্ন লাগল নিজেকে। সব জায়গাতেই মিনারেল জলের ব্যবস্থা আছে। ডিনার আমরা আগেই অর্ডার দিয়ে রেখেছিলাম। ভাত, ডাল, আলু দিয়ে একটা তরকারি ও ডিমের ঝোল। মনে রাখতে হবে এটাও যে, নেপালে ট্রেকরুটে খাবারের খরচ বেশ চড়া। যত ওপরে উঠব দামও তত ওপরে উঠবে। কিন্তু একটা এলাকার সব হোটেলের খাবারের দাম মোটামুটি এক। ডিনার সেরে ফায়ার প্লেসের কাছে আরেক দফা আড্ডা। আমি তো স্থির করেই রেখেছি যে, কাল আমি যাব ক্যামেরা, স্ট্যাণ্ড ইত্যাদি নিয়ে। সূর্যোদয়ের সময় বাধাহীন উন্মুক্ত পুরো রেঞ্জটা দেখতে কী

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
ছোটদের বই

ছেঁড়াকাঁথার গল্প

দুই মলাটের মধ্যে পাঁচ পৃথিবীর পাঁচটি গল্প।
যুধাজিৎ সেনগুপ্ত চিত্রিত।
দ্বিতীয় সংস্করণ। ₹৭৫

দেবুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩,
বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট), স্টার মার্ক-এর সব দোকান ও
অন্যান্য বইয়ের দোকানে আমাদের সব বই পাবেন।

স্বর্ণাক্ষর
স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড
২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন: ২২৮৩-২৩২০ ফ্যাক্স: ২২৮৭-৬৪৪৮ ই-মেল: info@swarnakshar.in

অনলাইনে পেতে
www.swarnakshar.in
লগ অন করুন

যে সুন্দর লাগবে— তাই ভেবে আমি উদ্দীপিত। কিন্তু পুনহিল যাওয়া মানে ভোর পাঁচটার অনেক আগে হোটেল ছেড়ে বেরোতে হবে জানুয়ারির ভোরের শীতে। রাতে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম। যে ছেলেটি আমাদের সঙ্গে সহায়ক হিসেবে এসেছে সেই আমন রাই আমার সঙ্গে সকালে পুনহিল যাবে। তাকে দায়িত্ব দেওয়া হল ভোর সাড়ে চারটের মধ্যে যেন আমায় ডাক দেয়।

ভোরবেলা উঠে ন্যাপ-স্যাকে সব গুছিয়ে নিলাম। ক্যামেরা, লেন্স, জল, একটু ড্রাইফুড ও বিস্কুট। স্ট্যান্ডটা আমনকে দিলাম। টর্চ হাতে নিয়ে হোটেল থেকে বাইরে বেরোতেই ঠান্ডাটা টের পেলাম। একটু নীচে নেমে একটা হোটেলের বাইরে তাপমাত্রা মাপার একটা মিটার ঝোলানো আছে, সেখানে তখনকার তাপমাত্রা দেখলাম ৫ ডিগ্রি। তাহলে বরফ কোথায়? সেটাই টের পেলাম একটু বাদে। না, কোথাও তুষারপাত হয়নি। কিন্তু রাস্তার ধারে, হোটেলের সামনে যেখান দিয়েই হাঁটছি চারদিকে হার্ড আইস-এর একটা আস্তরণ পড়ে আছে। পুনহিলে যাওয়ার পথে প্রবেশদ্বারে পৌঁছলাম, ২০ টাকা দিয়ে প্রবেশ করলাম, যা গতকাল বিকেলে দিতে হয়নি। অন্ধকারের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি, গ্লাভস পরেও বেশ ঠান্ডা লাগছে। হাঁটতে হাঁটতে আমন বোঝাল, এখন বৃষ্টি হলেই তুষারপাত শুরু হবে, তাহলে তাপমাত্রাটাও এতটা ভয়ঙ্কর থাকবে না, আর আকাশে এই ধোঁয়াশা-কুয়াশা ভাব অনেকটা কেটে পরিষ্কার হয়ে যাবে। এখানকার লোকজনও অতিষ্ঠ এই কনকনে ঠান্ডায়— তারাও অপেক্ষা করে আছে কবে তুষারপাত হবে। আমনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে কখন যে আমরা পুনহিল পৌঁছে গিয়েছি টেরই পাইনি। ততক্ষণে অন্ধকার কেটে আকাশ একটু ফরসা হয়েছে। পুনহিলে তখন বিভিন্ন দেশের মানুষের মেলা। আমন ও আমি ভিউ টাওয়ারে উঠে একটা জায়গা নিলাম। স্ট্যান্ড সেট করতে করতে আমনকে বললাম, গরম গরম চা পেলে বেশ হয়। নীচে ওই চায়ের দোকানে যথেষ্ট ভিড়। আমন বড় দুগ্লাস চা তো নিয়ে এল, কিন্তু যা দাম বলল তাতে চক্ষু চড়ক গাছ হওয়ার জোগাড়, দুই বড় গ্লাস চায়ের দাম— মাত্র ৩০০ নেপালি টাকা, মানে আমাদের দুশো টাকা! তাই সই। চা খেতে খেতে অপেক্ষা। পৌনে ছটার কাছাকাছি প্রথম সূর্যের আলো পড়ল ধৌলগিরি-১-এর শিখরে, আর অন্নপূর্ণা-১-এ। লালচে হলুদ একটা হালকা ছটা। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে অন্নপূর্ণা সাউথ, হিঁউচুল্লি, টুকুচে সব শৃঙ্গের মাথায় এই লালচে-হলুদ রংটা ছড়িয়ে পড়ল। পুরো আকাশ জুড়ে একটা হলুদের ছটা। অনবরত ক্যামেরার শাটার টিপে যাচ্ছি। অনেকেই এরকম ক্যামেরার শাটার টিপে যাচ্ছে, কেউ কেউ উত্তেজিত হয়ে লাফিয়ে উঠছে। অদ্ভুত চোখ জুড়োনো মনভোলানো দৃশ্য। একই জায়গা থেকে বেশ কিছু শৃঙ্গে একই সঙ্গে সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয় চট করে পাওয়া যায় না। দুই সময়ে দুরকম দৃশ্য একই শৃঙ্গে। সূর্যাস্তে লালচে গোলাপি আভা এবং সূর্যোদয়ে লালচে হলুদ। একটু একটু করে লালচে হলুদ থেকে হলুদ, হলুদ থেকে সাদা হয়ে গেল। বাঁদিক থেকে এক-এক করে— গুরজা (৭১৯৩ মিটার), ধৌলগিরি-৪ (৭৬৬১ মিটার), ধৌলগিরি-৫ (৭৬১৮ মিটার), ধৌলগিরি-৩ (৭৭১৫ মিটার), ধৌলগিরি-২ (৭৭৫১ মিটার), ধৌলগিরি-১ (৮১৭২ মিটার), টুকুচে (৬৯২০ মিটার),

বেশ কিছু জায়গাতে দেখলাম নালাটা জমে শক্ত বরফে পরিণত হয়েছে, যেন সিমেন্ট-বাঁধানো রাস্তা। আবার কোথাও নালাটা যখন বেশ কিছুটা ওপর থেকে পড়ছে, তখন দেখে মনে হচ্ছে জমাট বরফের ঝরনা যেন থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। যে জায়গাটা দিয়ে আমরা যাচ্ছি, বেশ বোঝা যাচ্ছে প্রায় পুরোটাই জঙ্গলের মধ্য দিয়ে এবং জঙ্গল ভেদ করে রোদ প্রায় আসে না বললেই হয়। ফলে বরফ গলার সম্ভাবনা এখন নেই।

ধাম্পুস পাস (৫২৫৮ মিটার), ধাম্পুস পিক (৬০১২ মিটার), নীলগিরি (৭০৬১ মিটার), অন্নপূর্ণা-১ (৮০৯১ মিটার), অন্নপূর্ণা সাউথ (৭২১৯ মিটার), হিঁউচুল্লি (৬৪৪১ মিটার), গঙ্গাপূর্ণা (৭৪৫৫ মিটার), মচ্ছপুছারে (৬৯৯৭ মিটার) দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি। এই পুনহিল টেবিল টপ ভিউ পয়েন্টটা প্রয়াত মেজর টেক বাহাদুর পুনের নামে দেওয়া। উচ্চতা মাত্র ৩২১০ মিটার। পুরো জায়গাটার সৌন্দর্য বর্ণনা


গরমে অনেকে ফুল বিক্রি করি
শীতে করি বরফ

Endeavour TOURS

Authorised booking Agent of Sikkim Govt. Hotel

'সিকিম নিয়ে দীর্ঘদিন কাজ করছেন সিকিম পর্যটনের প্রাক্তন অফিসার শ্যামলকুমার ভৌমিক। তাঁর সংস্থা 'এন্ডেভার ট্যুরস' সিকিম স্পেশ্যালিস্ট'

NORTH SIKKIM PACKAGES
Available Daily
1N /2 Days (Yumthang) - 1600/- per head.
2N /3 Days (Yumthang, G-Dongmar) - 3200/- per head.
3N /4 Days Available for exclusive package only.

Hotel & Resort of Sikkim

| | | |
|---|---|---|
| Gangtok | Biksthang | Uttarey |
| Ravangla | Rinchenpong | Yoksom |
| Pelling | Kaluk | Okhrey |
| Rumtek | Hee | Versay |
| Borong | Bermiok | Soreng |
| Namchi | Chayataal | Temi Tea Garden |

BHUTAN Phuntsholing, Thimpu, Paro, Punakha
ORISSA, KERALA
WEST BENGAL Darjeeling, Kalimpong, Lava, Loiegaon, Rishyap, Dooars

Contact for: Family Packages, Transport, Sikkim Silk Route Tour.

Contact: S. K. Bhaumik
Swati Bhaumik
1, Indra Roy Road, Bhawanipur
Opp. Indira Cinema, Kol-700025.
Ph: (033) 2486-0583, 98364 64632
98311 07246, 98303 06159
Email: endeavourtour@yahoo.co.in
Website: www.endeavourtour.net

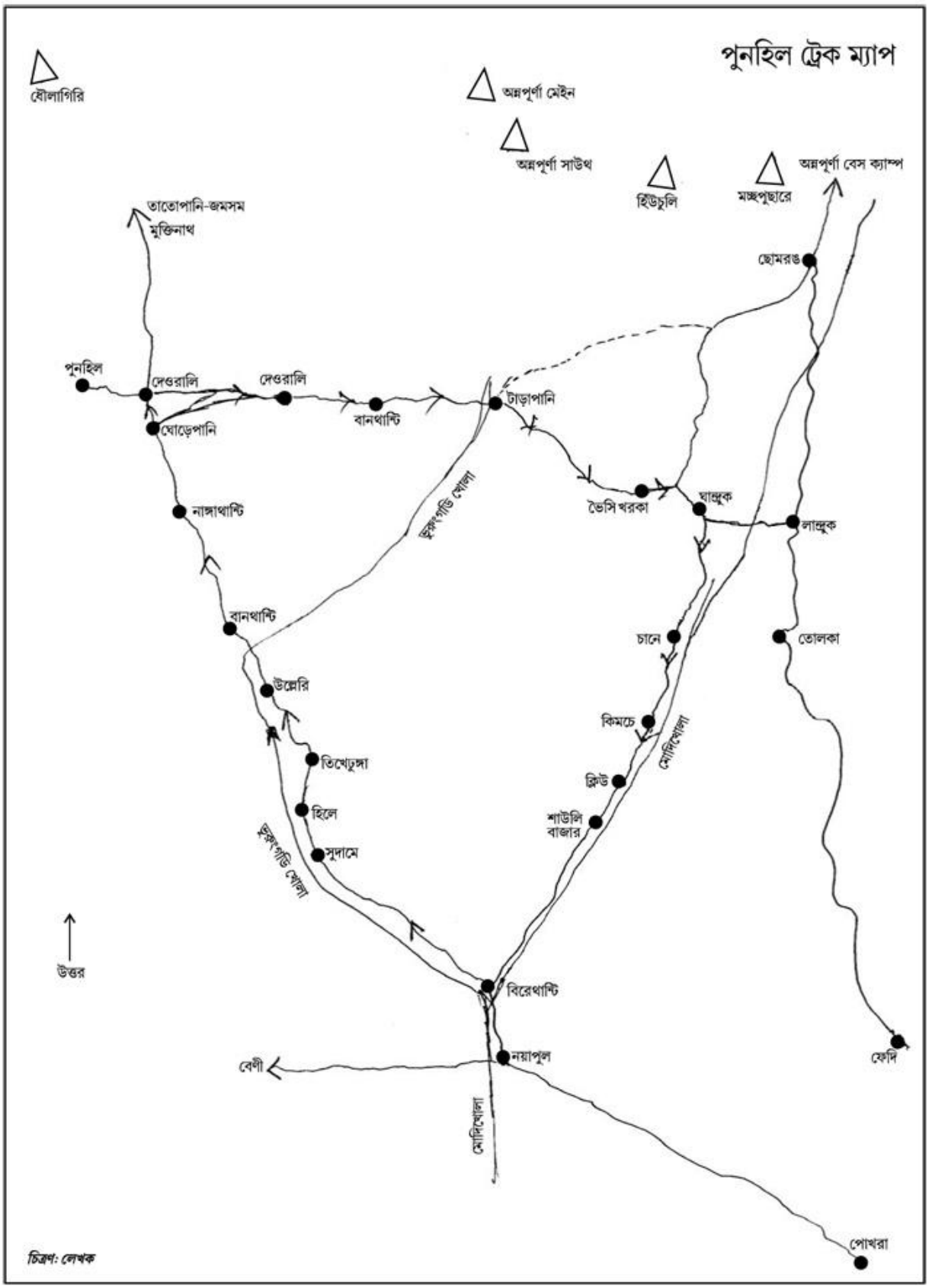

পুনহিল ট্রেক ম্যাপ
ধৌলাগিরি
অন্নপূর্ণা মেইন
অন্নপূর্ণা সাউথ
হিউচুলি
মচ্ছপুছারে
অন্নপূর্ণা বেস ক্যাম্প
তাতোপানি-জমসম
মুক্তিনাথ
ছোমরঙ
পুনহিল
দেওরালি
দেওরালি
বানথান্টি
টাড়াপানি
ঘোড়েপানি
নাঙ্গাথান্টি
ভুরুংগডি খোলা
ভৈসি খরকা
ঘান্দ্রুক
লান্দ্রুক
বানথান্টি
উল্লেরি
চানে
তোলকা
তিখেদুঙ্গা
কিমচে
হিলে
মোদিখোলা
স্লিউ
শাউলি
বাজার
সুদামে
ভুরুংগডি খোলা
উত্তর
বিরেথান্টি
নয়াপুল
বেণী
ফেদি
মোদিখোলা
পোখরা
চিত্রণ: লেখক

করার মতো শব্দ বোধহয় মর্ত্যলোকের কোনও অভিধানেই নেই। একটা জাপানি ও একটা কোরিয়ান বড় দল পুরো জায়গাটাই প্রায় দখল করে রেখেছে। ছবি তুলছে এবং বোঝা যাচ্ছে তারা বেশ উত্তেজিত। ঠান্ডাটা এতই বেশি যে গ্লাভস খোলারও উপায় নেই। প্রচুর ছবি তুলে ও মন ভরে দেখে, এবার নেমে যাব পুনহিল থেকে দেওরালির হোটেলে। তার আগে থমকে দাঁড়িয়ে আবার দেখে নিলাম। হোটেলে ফিরে এলাম সাড়ে সাতটা নাগাদ।

আজ ১০ জানুয়ারি। সব সদস্য বেড-টি শেষ করে ব্রেকফাস্টের জন্য তৈরি হচ্ছে। তারা হোটেলের ঘর থেকেই সূর্যোদয় দেখেছে। সবাই মোটামুটি গুছিয়ে নিয়েছে যার যার স্যাক। যেহেতু চা খুব দামি এখানে, আমরা প্রত্যেকবার বড় ফ্লাস্কভর্তি গরমজল কিনে নিচ্ছিলাম এবং সঙ্গে নিয়ে যাওয়া চা, কফি, সুগার-কিউব ও দুধ মিশিয়ে নিজেরাই চা বা কফি বানিয়ে নিচ্ছিলাম। হোটেলের বিল মিটিয়ে সাড়ে আটটা নাগাদ আবার পথে নামা হল। এখান থেকে দুটো রাস্তা দুদিকে গিয়েছে। একটা রাস্তা নেমে যাচ্ছে, যেদিক থেকে এসেছিলাম, ঠিক তার উল্টোদিকে— চিত্রে, ফার্লাটে, শিখা হয়ে তাতোপানির দিকে, সেখান থেকে জমসম হয়ে মুক্তিনাথের দিকে যাওয়া যায়। আমরা ও পথে যাব না। আমরা যাব অন্যটা ধরে যেটা হোটেলের পাশে যে মাঠ আছে তার পাশ দিয়ে টাড়াপানির দিকে চলে গিয়েছে। কিছুটা হাঁটার পর রডোডেনড্রন ও পাইনের জঙ্গলের মধ্যে ঢুকলাম। বেশিরভাগটাই অন্ধকার। মাটির রাস্তা, মাঝে মাঝে কিছু সিঁড়ি। বেশ কিছুক্ষণ ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে হাঁটার পর একটা ফাঁকা ন্যাড়া পাহাড়ে উঠে এলাম। চারদিকটা ঘাসাচ্ছাদিত। পিছন ফিরে দেখলাম, পুরো রেঞ্জটাই দেখা যাচ্ছে। প্রায় পুনহিলের মতোই ভিউ। বরং মাছপুছারে এখান থেকে অনেক স্পষ্ট। প্রায় পুনহিলের মতোই উচ্চতা। বাঁদিকে বহুদূরে দেখা যাচ্ছে পুনহিল টপ। বাঁদিকে ঘোড়েপানি থেকে যে রাস্তাটা উঠে এসেছে, সেটা ধরে আমরা উঠে এলাম একটা মাটির চাতালের মতো জায়গায়। দুয়েকটা ছোট চায়ের দোকান। কাছেই দুয়েকটা কেয়ার্ন করা আছে। এই জায়গাটার নামও দেওরালি। বেশ কিছু ছবি তুলে আবার হাঁটা শুরু। বেশ বোঝা যাচ্ছে আমরা একটা রিজ ধরে হাঁটছি। বাঁপাশে শৃঙ্গগুলি গাছের আড়ালে লুকোচুরি খেলছে এবং আস্তে আস্তে বেশ কিছু শৃঙ্গ দৃশ্যপট থেকে সরেও যাচ্ছে। আবার কয়েকটা শৃঙ্গ পরিষ্কারভাবে উদ্ভাসিত হচ্ছে। যেমন ধৌলাগিরির পুরো রেঞ্জটাই চোখের আড়ালে চলে যাচ্ছে আর মাছপুছারে ক্রমশ আরও পরিষ্কারভাবে উদ্ভাসিত হচ্ছে। বেশ কিছুক্ষণ এভাবে চলার পর আমরা নীচের দিকে নামা শুরু করলাম। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কিছুক্ষণ পর একটু ফাঁকা জায়গা এবং একটা বাঁকের পরই এল বানথান্টি, ২৬৫০ মিটার। এই বানথান্টি আর উল্লেরি ও ঘোড়েপানির রাস্তায় পড়া বানথান্টি এক নয়, শুধু নামটা ছাড়া। ডানদিকে একটা প্রকাণ্ড পাথর, মাঝে চাতাল ও বাঁদিকে অনেক হোটেল নিয়ে এই বানথান্টি। আমরা থামলাম না। পৌঁছতে হবে টাড়াপানি।

তুষারপাত হলে এই জায়গাটা পুরো ঢাকা থাকে তুষারে। কিন্তু এখন কিছুই নেই। একটা সরু নালার পাশ দিয়ে যাওয়া। নালাটার উত্তরদিকে গেলাম। এবারে বেশ কিছুটা নেমে গেলাম আমরা। কখনও সিঁড়ি করা আছে তো কখনও মাটির রাস্তা। কখনও নালাটা বাঁদিকে তো, কখনও ডানদিকে। বেশ কিছু জায়গাতে দেখলাম নালাটা জমে শক্ত বরফে পরিণত হয়েছে, যেন সিমেন্ট-বাঁধানো রাস্তা। আবার কোথাও নালাটা যখন বেশ কিছুটা ওপর থেকে পড়ছে, তখন দেখে মনে হচ্ছে জমাট বরফের ঝরনা যেন থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। যে জায়গাটা দিয়ে আমরা যাচ্ছি, বেশ বোঝা যাচ্ছে প্রায় পুরোটাই জঙ্গলের মধ্য দিয়ে এবং জঙ্গল ভেদ করে রোদ প্রায় আসে না বললেই হয়। ফলে বরফ গলার সম্ভাবনা এখন নেই। এভাবে কিছুক্ষণ চলার পর আমরা সাড়ে বারোটা নাগাদ বেশ কয়েকটা হোটেল নিয়ে একটা সুন্দর জায়গায় এসে পৌঁছলাম। জায়গাটার নাম নাঙ্গাথান্টি। এখানে জায়গাগুলির নামরহস্য ক্রমে ঘোরাল হচ্ছে! উল্লেরি থেকে ঘোড়েপানির পথেও একটা জায়গা ছিল নাঙ্গাথান্টি এবং এই রাস্তাতে বানথান্টি নামে জায়গা দুদিকেই আগে পেয়েছি। বাঁপাশ দিয়ে নালাটা নেমে যাচ্ছে, জল প্রায় নেই বললেই চলে, তারও পাশে বেশ বড় রক-ফেস! অন্যদিকে বেশ কিছুটা জায়গা নিয়ে কিছু হোটেল। এটাই নাঙ্গাথান্টি। আমরা এখানে মধ্যাহ্নভোজন সেরে নেব ঠিক করলাম। হোটেলে দুপ্লেট মোমোর অর্ডার দেওয়া হল। কিন্তু মোমো আর আসে না। প্রায় পাঁচ-ছবার তাগাদা দেওয়া হল। বয়স্ক মহিলা হোটেলের মালিক থেকে রাঁধুনি সবই। খালি বলছে, অভি আ রহা হ্যায়। ধৈর্য হারিয়ে ঘণ্টাখানেক বাদে হোটেল কিচেনে ঢুকে দেখি, তিনি সব জোগাড়যন্ত্র করে ততক্ষণে সবে পাত্রে চাপিয়ে ফোটাতে দিয়েছেন। বেশ কিছুক্ষণ বাদে একপ্লেট গরম গরম ভেজ মোমো সামনে হাজির হল। বাইরে ততক্ষণে মেঘ ঢুকে একটু কুয়াশা এবং ঠান্ডাটা বেশ ভালোই। এক প্লেটে দশটা মোমো। ৩০০ নেপালি টাকা প্রতি প্লেট! অথচ কী বিস্বাদ! বেশিরভাগই ফেলা গেল। ওখান থেকে বেরোলাম ঘণ্টাদুয়েক বাদে। দেখে মনে হচ্ছে সামনেই জঙ্গল শেষ হয়ে যাবে। খোলা আকাশ দেখা যাচ্ছে। কিন্তু না, আমরা প্রথমেই নালাটা পেরোলাম। বাঁদিক দিয়ে রাস্তা এবার। নালাটা


স্বর্ণাক্ষরে পত্রিকা

কর্মক্ষেত্র

ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সব সাপ্তাহিক পত্রিকার মধ্যে সারা ভারতে পাঠকসংখ্যায় ১ নম্বর*

ভ্রমণ

ভারতে সবচেয়ে বেশি পড়া ভ্রমণ পত্রিকা*

কালের কষ্টিপাথর

নতুন মাসিক সাহিত্য পত্রিকা

ছেলেবেলা

ছোটদের পরমাশ্চর্য মাসিক পত্রিকা

**********

কিংবদন্তি পত্রিকার সংরক্ষণযোগ্য সংকলন

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত

কবিতা-পরিচয়

রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে থেকে শুরু করে শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বিনয় মজুমদার পর্যন্ত ২১ জন কবির ৪০টি কবিতা নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন বুদ্ধদেব বসু, শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ কবি। ₹১৫০

**********

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর গল্প ও কবিতা সংকলন

নিমফুলের মধু ₹৬০

মৃত্যুর অধিক এই মেরে ফেলা ₹৫০

নদী জানে, কচি নিমপাতারাও জানে ₹৩০

আমাদের সব বই ও পত্রিকা অনলাইনেও পাওয়া যায়:
www.swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষর

Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kol-19
Phone: 2283-2320 Fax: 2287-6448
Website: www.swarnakshar.in
E-Mail: info@swarnakshar.in

*তথ্যসূত্র: IRS (Indian Readership Survey) 2012 Q4

ডানদিকে আমাদের। বেশ কিছুটা এগোনোর পর জঙ্গলের মধ্য দিয়েই রাস্তা ঘুরপাক খেতে খেতে নেমে যাচ্ছে বেশ খানিকটা নীচে। বেশ বুঝতে পারছি, আমাদের এই পাহাড় থেকে ওই পাহাড়ে যেতে হবে। মাঝে মাঝে ছোট ছোট বোর্ডে লেখা রয়েছে— ওয়ে টু টাড়াপানি। আমরা ওই ঘুরপাক রাস্তা ধরে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে এলাম ভুরুংগডি খোলা নদীর ধারে। সরু ফিতের মতো বয়ে চলেছে। একটা কংক্রিটের সেতু পার হলাম। একটু জিরিয়ে নেওয়া দরকার। কারণ এবার পুরো চড়াই। যার বেশিরভাগটাই জঙ্গল দিয়ে হাঁটা। প্রায় চল্লিশ মিনিট একটানা চড়াইয়ের পর আমরা এসে পৌঁছলাম টাড়াপানি। ২৭১০ মিটার উচ্চতা। বেশ কিছু হোটেল আছে এখানে। ডানদিকে উঁচুতে একটা পাথরের ওয়াচ টাওয়ার। পড়ন্ত বিকেলে পৌঁছনোর ফলে মেঘ জমতে শুরু করেছে এবং আমরা কোনওভাবেই সূর্যাস্ত দেখতে পেলাম না। মেঘ জমে থাকার কারণে খোলা জায়গাতে গিয়েও অন্নপূর্ণা সাউথ, হিঁউচুল্লি বা মাছপুছারে কোনওটাই দেখা গেল না। আমরা হোটেলে ঢোকার আগে টাড়াপানির আশপাশটা একটু ঘুরে দেখে নিলাম। হোটেলের নাম হোটেল গ্র্যান্ড ভিউ। পুরো দক্ষিণ দিকটাই খোলা। ঘরের জানলা দিয়েই সামনে পাহাড়ের ভিউ দেখা যাবে। দ্রুত সন্ধে ঘনিয়ে এল। আমরা সবাই যথারীতি নিজেদের হোটেলের ঘর ছেড়ে, ডাইনিং রুমে এসে বসলাম। কারণ ওখানে ফায়ারপ্লেস আছে। বাইরে বেজায় ঠান্ডা। চা, কফি, স্যুপ এল। আরও বেশ কিছুক্ষণ পরে ডিনার। কিন্তু ডিনার শেষ করেও তো আমরা ঘরে যেতে চাইছি না। বেজায় ঠান্ডা। রাতে দুটো লেপের তলাতে শুয়েও বেশ কাঁপুনি।

১১ জানুয়ারি। টাড়াপানিতে ভোর হবে হবে প্রায়। ক্যামেরা নিয়ে আমরা সবাই বাইরে বেরিয়ে এলাম। হাড় কাঁপানো ঠান্ডা। কুয়াশা ঢাকা চারদিক। পুবের আকাশ থেকে সূর্য উঠল বটে, তবু হাতের নাগালে অন্নপূর্ণা সাউথ, হিঁউচুল্লি, মাছপুছারে থাকা সত্ত্বেও সূর্যের প্রথম আলো পড়ে সেই রঙের ছটা আমরা দেখতে পেলাম না। রাতের ঠান্ডাটা টের পেলাম কিছু নমুনা দেখে। বাইরে যেসব জলের কল ছিল সেখানে রাতের শেষ জলের বিন্দুটা জমে শক্ত বরফ। বালতিতে যেখানে যেখানে জল ছিল সব জমে শক্ত বরফ। টয়লেট বা বাথরুমেও একই অবস্থা। সব জল জমে বরফ। হোটেলের মালিককে বলতে সে বলল মোটামুটি গোটা টাড়াপানিতেই সকালে কদিন ধরে এই অবস্থা চলছে। অগত্যা আমাদের গরম জল কিনতে হল। প্রসঙ্গত টাড়াপানি কথাটার নেপালি অর্থ— দূরে কোথাও জল। বহু আগে যখন জলের পাইপলাইন বসানো হয়নি, তখন এখানকার বাসিন্দাদের এই টাড়াপানি থেকে ৩০ মিনিট নীচে নেমে যে-কোনও দিক থেকে জল নিয়ে আসতে হত। এখন জলের পাইপলাইন বিভিন্ন দিক থেকে আসায় সেই সমস্যাটা মিটেছে। নামটা রয়েই গিয়েছে।

আমরা ফিরে এসে প্রাতরাশ সেরে নিলাম। হোটেলের সব বিল মিটিয়ে টাড়াপানিকে বিদায় জানিয়ে এবার পথে নামতে হবে। এই গ্র্যান্ড ভিউ হোটেলের পাশ দিয়ে একটা রাস্তা নেমে যাচ্ছে বাঁদিকে— চিউলে, সিপরুং, গুরজুং, ডিকলোডাঁড়া হয়ে ছোমরং। এই রাস্তা চলে যাচ্ছে অন্নপূর্ণা বেস ক্যাম্পের দিকে, যা খুব প্রচলিত। আরেকটা রাস্তা ডানদিকে নেমে যাচ্ছে ঘান্দ্রুকের দিকে। এবং সেখান থেকে নয়াপুল। আমরা ডানদিকের রাস্তাটাই ধরব, যাব ঘান্দ্রুক হয়ে নয়াপুল ও সেখান থেকে পোখরা। সবাই তাড়াহুড়ো করে অনেক আগেই বেরিয়ে গেল, হাঁটাটা আজ বেশ লম্বাই হবে ধরে নিয়ে। শর্মিষ্ঠা আর আমি বেশ কিছুক্ষণ পরে বেরোলাম, সব গোছগাছ করে। পুরোটাই প্রায় উতরাই রাস্তা। প্রথমেই জঙ্গলের রাস্তা ধরলাম। বেশ ঘন জঙ্গল, মাঝে মাঝে ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো আসছে। পায়ে চলার পথ পরিষ্কার। ভুল হওয়ার কোনও জায়গা নেই। নটা নাগাদ আমরা বেরিয়েছি টাড়াপানি থেকে। ঘণ্টাখানেকের আগেই পৌঁছে গেলাম ভৈসিখরকা নামে একটা জায়গায়। তিন-চারটে হোটেল নিয়ে একটা ছোট অঞ্চল। এককালে এই অঞ্চলে গরু, মোষ রাখা থাকত, যাতায়াতের পথে এটা ছিল তাদের বিশ্রামস্থল। সেই থেকে এই জায়গার নাম ভৈসিখরকা। সময় নষ্ট না করে আবার এগিয়ে চলা। দলের বাকি সদস্যদের রাস্তাতেই ধরতে হবে। পাহাড়ের ধার দিয়ে দিয়ে, ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে হাঁটতে বেশ ভালোই লাগছে। কিছুদূর যাওয়ার পর হঠাৎ একটা উন্মুক্ত জায়গা। বাঁদিকটা পুরো খোলা। অন্নপূর্ণা সাউথ থেকে মাছপুছারে আরও পরিষ্কার। আর হাতের সামনেই তিন-চারটে হোটেল। জায়গাটার নাম সিটকুই। আমরা লোনলি প্ল্যানেট হোটেলের চাতালে দশ মিনিট বসে জিরিয়ে নিলাম। সামনে বিস্তীর্ণ খোলা জায়গা। নীচে সবজিচাষের জমি, তাতে জলও দেওয়া হচ্ছে অত্যাধুনিক ঘূর্ণি যন্ত্রের সাহায্যে। দূরে সামনের পাহাড়ে ছোমরাং যাওয়ার রাস্তা ও বেশ কিছু জায়গা দেখা যাচ্ছে। পিছনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে পাশাপাশি একের পর এক শৃঙ্গ। পটে আঁকা ছবি। জায়গাটা ছেড়ে যেতে ইচ্ছেই করে না। পাশ থেকে আমন বলে উঠল— 'স্যার এবার যেতে হবে।' আবার স্যাক কাঁধে তুলে নিলাম। সিঁড়ি দিয়ে একটু নেমেই সিটকুইকে বিদায় জানালাম। আধঘণ্টা-চল্লিশ মিনিট হাঁটার পর আমরা ঘান্দ্রুক গ্রামে ঢুকলাম। ১৯৯০ মিটার, ঘণ্টাদুই-আড়াই লাগল। প্রথমেই পড়ল পাইওনিয়র বোর্ডিং স্কুল। স্ল্যাব বসানো মসৃণ রাস্তা। পুরো ঘান্দ্রুক গ্রামের রাস্তাই এরকম। এদিক-ওদিক নানা গলি রয়েছে। যেন এ-পাড়া ও-পাড়া। গ্রামবাসীদের সাজানো গোছানো বাড়ি, বেশ কয়েকটা গলি পেরোলাম জিজ্ঞেস করতে করতে এবং কিছুদূর যেতেই একটা জার্মান বেকারিতে আমাদের বাকি সদস্যদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ওখান থেকে সিনামন কেক কিনে খাওয়া হল। বেশ সুস্বাদু কেক। পাশেই অন্নপূর্ণা ভিউ লজ। সামনে বিস্তীর্ণ লন। সেখানে দাঁড়িয়ে পিছনের দৃশ্যটা দেখেই আমরা বিহ্বল। অন্নপূর্ণা সাউথ, হিঁউচুল্লি ও মাছপুছারে যেন ঘাড়ের ওপরে। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আবার হাঁটা। এবার একগুচ্ছ হোটেল ও লজের পাশ দিয়ে যাওয়া। ঘান্দ্রুক এই অন্নপূর্ণা অঞ্চল বা রুটের সবথেকে পুরনো, বড় ও বর্ধিষ্ণু গ্রাম। এবার পাহাড়ের ধার দিয়ে, সিঁড়ি দিয়ে নামছি। কিছুদূর যাওয়ার পর একটা জলবাহিত মিল— যেখানে গম, ডাল ও অন্যান্য শস্য পেষাই হয়, সেটি অতিক্রম করলাম। আরেকটা রাস্তা বাঁদিকে নেমে গেল, যেটা যাচ্ছে নীচে কিউরি খোলা পেরিয়ে উল্টোদিকে ঘান্দ্রুক। সেটাও একটা বড় গ্রাম, কিছু দূর যাওয়ার পরই গরম আবহাওয়া টের পেতে লাগলাম। একে একে সবাই আমরা দাঁড়িয়ে কিছু গরম জামাকাপড় খুলে স্যাকে ঢোকালাম। আবার কিছুটা হাঁটা। একটু পরেই আমরা পৌঁছলাম ছোট একটা গ্রামে, চানে, ১৬৯০ মিটার। এই চানে থেকে একটা রাস্তা আছে সেটা সোজা তিখেডুঙ্গা যায়। খুব প্রচলিত রাস্তা নয়। ঘণ্টাপাঁচেকে পৌঁছে যাওয়া তিখেডুঙ্গা। যদিও রাস্তায় সেরকম কিছু পাওয়া যায় না বললেই চলে। ইতিমধ্যে ঘান্দ্রুক থেকেই শুনতে শুনতে আসছিলাম যে কিমচে গ্রাম থেকে বাস ও জিপ চলাচল করছে পোখরা অবধি। অথচ আমি ২০০৩ সালে যখন অন্নপূর্ণা বেসক্যাম্প গিয়েছিলাম তখন নয়াপুল থেকে পুরো হেঁটে, গাড়ির নাম-গন্ধ কোথাও ছিল না। দূরে কিমচে গ্রাম দেখা যাচ্ছে। দেশলাই বাক্সর মতো বেশ কয়েকটা গাড়িও দেখা যাচ্ছে। আমরা ঘান্দ্রুক থেকে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে কিমচে পৌঁছে গেলাম। একটা বাস ও কয়েকটা ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে। বাস ভর্তি হয়ে ছাড়ল দুপুর দুটো নাগাদ। বাসের সব জানলা বন্ধ করে দেওয়া হল। কারণ রাস্তায় প্রচুর ধুলো উড়ছে। রাস্তায় পড়ল ব্লিউ, সেউলিবাজার। এক দশক আগে এই রাস্তা দিয়ে হেঁটে গিয়েছিলাম। একযুগ বাদে কত পাল্টে গিয়েছে। বিরেথান্টি পেরিয়ে নয়াপুল এল ঘণ্টাখানেকের মধ্যে। সেখান থেকে পোখরা পৌঁছলাম আরও ঘণ্টাখানেকের মধ্যে চারটে নাগাদ। পোখরা পৌঁছে লেকের ধারে সাকুরা হোটেলে উঠলাম। কম খরচে দারুণ সুন্দর হোটেল। রাতটা পোখরায় কাটিয়ে পরদিন রক্সৌল রওনা হলাম। সেখান থেকে ফেরার ট্রেন ধরে হাওড়া।

# একনজরে ছয় ভ্রমণ

## ✓রম্ভা ✓ভালুকপং ✓বেতলা ✓নামচি ✓হেনরি আইল্যান্ড ✓ধনৌলটি

| | রম্ভা | ভালুকপং | বেতলা |
|---|---|---|---|
| কেন যাবেন | ঘিঞ্জি পুরীর অনতিদূরে চিলিকার তীরে রম্ভা, এখনও পর্যটকদের ভিড়ে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠেনি। এখান থেকে চিলিকার জলে নৌকাভ্রমণ করা যায়। হ্রদের অপরদিকে ছোট ছোট পাহাড়ের সারি। এই লেকের বুকে বার্ডস আইল্যান্ড, হনিমুন আইল্যান্ড, ব্রেকফাস্ট আইল্যান্ড ইত্যাদি অনেকগুলো দ্বীপ আছে। একটা অটো নিয়ে ঘুরে আসতে পারেন ১১ কিলোমিটার দূরে নির্মলঝর ঝরনা এবং ২২ কিলোমিটার দূরে নারায়ণীমাতার মন্দির। | নির্জনতাপ্রিয় প্রকৃতিপ্রেমিকদের কাছে এক আদর্শ গন্তব্য হল ভালুকপং। জিয়াভরলি নদীর তীরে অবস্থিত ভালুকপংয়ের প্রাকৃতিক শোভা অসাধারণ। এই নদীর উত্তরে জঙ্গলাকীর্ণ অনুচ্চ পাহাড়শ্রেণী আর অপর তীরে অগভীর অরণ্য যা ক্রমশ ঘন হয়ে মিশে গিয়েছে নামেরি জাতীয় উদ্যানের সঙ্গে। ট্যুরিস্ট লজের বারান্দা থেকে চোখে পড়বে বিভিন্ন ধরণের পাখি, বিশেষ করে নীলকণ্ঠ। সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তে জিয়াভরলির ধারে কাটানো সময় সারাজীবনের সুখস্মৃতি হয়ে থাকবে। | বেতলা অরণ্য প্রকৃতিপ্রেমীদের স্বর্গরাজ্য। শাল, মহুয়া, শিশু, কেন্দু, খয়ের, বাঁশ প্রভৃতি বৃক্ষশোভিত বেতলা অরণ্যের মধ্যেই রয়েছে মেদিনী রায়ের প্রাচীন দুর্গ, কমলডাহ লেক আর আউরাঙ্গা নদী। এখানে হাতি, হরিণ, সম্বর, বাঘ, গাউর, নীলগাই, হনুমান, শিয়াল, ভালুক প্রভৃতি ছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির পাখি। হাতির পিঠে চেপে জঙ্গলে ঘোরা বা গাড়িতে করে জঙ্গল সাফারিও এক অনন্য অভিজ্ঞতা। |
| কীভাবে যাবেন | কলকাতা থেকে রম্ভা দুভাবে যাওয়া যায়। প্রথমে ট্রেনে ভুবনেশ্বর পৌঁছে সেখান থেকে বাসে বা ট্রেনে বালুগাঁও। বালুগাঁও থেকে ২৬ কিলোমিটার দূরে রম্ভা। এপথে বাস, ট্রেকার, অটো সবই পাবেন। আবার হাওড়া থেকে ট্রেনে বেরহামপুর এসে, সেখান থেকে সড়কপথে বাসে বা গাড়িতে চলে আসুন ৫০ কিলোমিটার দূরে রম্ভা। পুরী থেকে প্রাইভেট গাড়ি ভাড়া করেও চলে আসা যায় রম্ভা। | গুয়াহাটি থেকে সহজেই তেজপুর পৌঁছনো যায়। এই রুটে সুপারফাস্ট লাক্সারি কোচের অভাব নেই। সময় লাগে ৫ ঘণ্টার কম। তেজপুর থেকে ভালুকপং ৬০ কিলোমিটার। এপথে বাস, মিনিবাস এবং শেয়ারে টাটা সুমো পাওয়া যায়। | হাওড়া থেকে রাঁচি যায় ১২০১৯ শতাব্দী এক্সপ্রেস (রবিবার বাদে), ১৮৬১৫ হাতিয়া এক্সপ্রেস, ১৮৬২৭ রাঁচি এক্সপ্রেস (ভায়া আসানসোল) (রবি, সোম, মঙ্গল), ১৮৬১৭ রাঁচি এক্সপ্রেস (ভায়া টাটানগর) (বৃহস্পতি, শুক্র, শনি)। রাঁচি থেকে গাড়িভাড়া করে চলে আসুন বেতলা। দূরত্ব ১৭৩ কিলোমিটার। সময় লাগে আড়াইঘণ্টা। আবার নেতারহাট থেকে বাস বা গাড়িভাড়া করেও বেতলা আসা যায়। |
| কোথায় থাকবেন | এখানে রয়েছে ওড়িশা পর্যটনের পান্থনিবাস (☎০৬৮১০-২৭৮৩৪৬), সাধারণ দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৮০০ টাকা, এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ১,৫৫৮ টাকা, এ সি কটেজের ভাড়া ৩,১১৫ টাকা। ১০ শয্যার ডর্মিটরিতে শয্যাপ্রতি ভাড়া ২৮০ টাকা। | থাকার জন্য রয়েছে অসম পর্যটন দপ্তরের প্রশান্তি কটেজ, ভাড়া ১,৬৫০ টাকা। প্রশান্তি লজ, ভাড়া ১,১০০ টাকা। বুকিং ☎ ৯৮৩১০-৭০৮২৮<br>প্রাইভেট হোটেল: কামেংইন (☎০৯৪৩৬৮-৩৯০৬৬), ভাড়া ১,৫০০ টাকা। সোলু (☎২২১২-৭৩০১), ভাড়া ১,২০০-১,৬০০ টাকা। তাশি ইয়ং (☎০৯৪৩৬২-২৭৫৭৫), ভাড়া ৬৫০-১,২৫০ টাকা। শাংগ্রিলা (☎০৯৪০২২-১৫৬৬৪), ভাড়া ৫০০-৭০০ টাকা। | রয়েছে ঝাড়খণ্ড ট্যুরিজমের হোটেল বনবিহার (☎২২৮২-০৬০১), নন-এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৫৫০ টাকা এবং এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৯০০ টাকা। এছাড়া রয়েছে বেতলা ব্যাঘ্র প্রকল্পের বাংলো, ফরেস্ট রেস্টহাউস (☎০৬৫৬৭-২২২৬৫০), হোটেল নাইহার (☎৯৭৪৮১-১৪৬৬৭), ভাড়া ৫০০-১,৫০০ টাকা। |
| জরুরি ঠিকানা | বিশদ জানতে যোগাযোগ:<br>ওড়িশা পর্যটন<br>উৎকল ভবন<br>৫৫, লেনিন সরণি<br>কলকাতা-৭০০ ০১৩<br>☎২২৪৯-৩৬৫৩ | বিশদ জানতে যোগাযোগ:<br>অসম পর্যটন<br>৮, রাসেল স্ট্রিট<br>কলকাতা-৭০০ ০৭১<br>☎২২২৯-৫০৯৪ | বিশদ জানতে যোগাযোগ:<br>ঝাড়খণ্ড ট্যুরিজম<br>উষা কিরণ বিল্ডিং<br>১২, এ ক্যামাক স্ট্রিট, ফ্ল্যাট নম্বর-৮ বি<br>কলকাতা-৭০০ ০১৭<br>☎২২৮২-০৬০১ |

| | নামচি | হেনরি আইল্যান্ড | ধনৌলটি |
|---|---|---|---|
| কেন যাবেন | ৪,৪০০ ফুট উচ্চতায় নামচি থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা সহ অন্যান্য তুষারশৃঙ্গের সুন্দর দৃশ্য দেখা যায়। শহরের কেন্দ্রে রয়েছে ফুল দিয়ে সাজানো এক চত্বর, বিরাট অ্যাকোয়ারিয়াম, ফোয়ারা। শহর থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে সামদ্রুপচে। এখানে রয়েছে ১৩৫ ফুট উঁচু গুরু পদ্মসম্ভবের মূর্তি। ঘুরে দেখে নিতে পারেন আলেগুম্ফা, হেলিপ্যাড গ্রাউন্ড ও তারেভির। অবশ্যই দেখবেন নামচি থেকে ১৮ কিলোমিটার দূরে টেমি টি গার্ডেন। এছাড়া নামচি থেকে গাড়িতে ডামথাং এসে সেখান থেকে ৯ কিলোমিটার হাঁটাপথে চলে আসতে পারেন টেনডং পর্বতচূড়ায়। এখান থেকে চারধারের দৃশ্য অসাধারণ। | নির্জনতার সন্ধানে চলে আসতে পারেন স্বল্পপরিচিত উইক এন্ড স্পট হেনরি আইল্যান্ড। বকখালি থেকে দূরত্ব মাত্র ৩ কিলোমিটার। ভ্যান ধরে চলে আসতে পারেন। এখানেই রয়েছে নির্জন কিরণ বিচ। বেলাভূমিতে ঘুরে বেড়ায় হাজার হাজার লাল কাঁকড়া। বহুদূরে দেখা যায় সুন্দরবনের কিছু দ্বীপ। এখানে রয়েছে সুন্দরী, হেতাল, গরান, গেঁও, বান প্রভৃতি নানা ধরণের ম্যানগ্রোভ প্রজাতির গাছ। প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের জন্য রয়েছে একটি টাওয়ার। ওপর থেকে সমগ্র চরাচর অপূর্ব লাগে। | হিমালয়ের অপূর্ব নিসর্গের মাঝে ছোট্ট পাহাড়ি গঞ্জ ধনৌলটি। এখান থেকে দেখা যায় দিগন্তব্যাপী তুষারশৃঙ্গমালা। ওক, পাইন, ফার, দেওদার ও রডোডেনড্রনে ছাওয়া অপূর্ব এক পরিবেশ। গ্রাম্যপথে, পাহাড়ি উপত্যকায় সবুজের মাঝে হেঁটে ঘুরে বেড়াতে দারুণ লাগবে। এখান থেকে ৯ কিলোমিটার দূরে রয়েছে সুরখন্ডা দেবীর মন্দির। নিরালা এই পাহাড়ি প্রকৃতিকে আরও ভালো ভাবে উপভোগ করতে হলে এখানে দুটো রাত থাকুন। |
| কীভাবে যাবেন | নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে নামচির দূরত্ব ১০০ কিলোমিটার। গাড়িতে সময় লাগবে ৩ ঘণ্টা। এছাড়া শিলিগুড়ি এস এন টি বাসস্ট্যান্ড থেকে শেয়ার জিপেও চলে আসতে পারেন নামচি। গ্যাংটক থেকে নামচি ৭৮ কিলোমিটার। গাড়িতে সময় লাগবে ২ থেকে আড়াইঘণ্টা। আবার রাবংলা থেকে গাড়িভাড়া করে চলে আসতে পারেন ২৬ কিলোমিটার দূরে নামচি। | কলকাতার এসপ্ল্যানেড থেকে সকালের দিকে ভূতল পরিবহণ নিগমের বাস সরাসরি নামখানা হয়ে হাতানিয়া-দোয়ানিয়া নদী অতিক্রম করে বকখালি আসে। নিজস্ব গাড়ি থাকলে সরাসরি চলে আসতে পারেন হেনরি আইল্যান্ড। আবার শিয়ালদা থেকে ট্রেনে নামখানা নেমে ভ্যানে আসুন নদীর ঘাটে। নদী অতিক্রম করে এসে বাস পাবেন বকখালি পৌঁছনোর। | হাওড়া থেকে সরাসরি দেরাদুন যায় ১৩০০৯ দুন এক্সপ্রেস এবং ১২৩২৭ উপাসনা এক্সপ্রেস (মঙ্গল, শুক্র)। দেরাদুন রেলস্টেশনের বাইরেই রয়েছে মুসৌরি যাওয়ার বাসস্ট্যান্ড। দূরত্ব ৪০ কিলোমিটার। এপথে প্রাইভেট গাড়িও ভাড়া পাবেন। মুসৌরি থেকে গাড়িভাড়া করে চলে আসুন মাত্র ২৫ কিলোমিটার দূরের ধনৌলটি। |
| কোথায় থাকবেন | সেভেন হিলস ভিলেজ রিসর্ট (এইচ বি রাই (☎৮৩৪৮১৭১৬৭২) দ্বিশয্যার কটেজের ভাড়া ৩,৫০০ টাকা, স্যুইটের ভাড়া ৩,৯০০ (সঙ্গে দুজনের ব্রেকফাস্টের খরচ ধরা আছে)।<br>সামদ্রুপচে (☎৯৮৩৬৪৬৪৬৩২) ভাড়া ১,২০০-১,৫০০ টাকা। হোটেল মায়াল (অর্জুন ছেত্রী ☎৯৮৩২৪২৭৫৫৭) ভাড়া ১,০০০-২,০০০ টাকা। | এখানে রয়েছে স্টেট ফিশারিজ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের দুটি রিসর্ট। সুন্দরী রিসর্টে সাধারণ দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৮০০ টাকা। ম্যানগ্রোভ রিসর্টে ২টি এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৯৯৯ টাকা। ১টি এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৮০০ টাকা। ৩ টি সাধারণ দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া প্রতিটি ২০০ টাকা করে। এবং অপর ৩টি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া প্রতিটি ৫০০ টাকা করে। | গাড়োয়াল মণ্ডল বিকাশ নিগমের হোটেল ধনৌলটি হাইটস (☎২২৬২২৩, ২২৬২৬৬), ইকনমি ঘরের ভাড়া ১,৬৫০ টাকা, ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ২,৩১০ টাকা এবং সুপার ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ২,৪২০ টাকা।<br>প্রাইভেট হোটেল: হিমালয় গেস্টহাউস (☎২২৬২২০), ভাড়া ৮০০-৯০০ টাকা। ক্রাউন প্লাজা (☎২২৬২৩০), ভাড়া ২,০০০ টাকা। ড্রাইভ ইন (☎২২৬২২৫), ভাড়া ৩,৫০০-৬,০০০ টাকা। |
| জরুরি ঠিকানা | বিশদ জানতে যোগাযোগ:<br>সিকিম পর্যটন<br>সিকিম কমার্স হাউস,<br>৪/১, মিডলটন স্ট্রিট<br>কলকাতা-৭০০ ০৭১<br>☎২২৮১-৭৯০৫/৫৩২৮ | বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ:<br>স্টেট ফিশারিজ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন<br>নর্থ ব্লক, বিকাশ ভবন, সল্টলেক<br>☎২৩৫৮-৩১২৩ | বিশদ জানতে যোগাযোগ:<br>গাড়োয়াল মণ্ডল বিকাশ নিগম লিমিটেড<br>মার্শাল হাউস, রুম নম্বর-২২৪<br>সেকেন্ড ফ্লোর, ৩৩/১, এন এস রোড<br>কলকাতা-৭০০ ০০১<br>☎২২৩১-৫৫৫৪<br>ধনৌলটির এস টি ডি কোড: ০১৩৭৬। |

# ভ্রমণবার্তা

## প্যাকেজ ট্যুর

### Itinerary Planner

Hotel and Family Package booking For Gangtok, Ravangla, Pelling, Rinchenpong, Kaluk, Juluk, Okhrey, Versey, North Sikkim Package. ⋆Darjeeling, Kalimpong, Lava, Lolegaon, Rishyap, Dooars. ⋆Bhutan, Orissa, Himachal, Uttarakhand, Rajasthan and Kerala. Contact: 98303 06159/(033)2486 0583. www.itineraryplanner.net

### হাই লাইন

আমাদের পুজোর বিশেষ প্যাকেজ— ১) কিন্নর (লাহুল-স্পিতি সহ) ১৭ দিন ১৪/০৯ ২) কাশ্মীর (পাটনিটপ, গুলমার্গ, সোনামার্গ, উলার, পহেলগাঁও, বৈষ্ণোদেবী সহ) ১৫ দিন ১৯/১০ ৩) লাদাখ (জাঁসকার ভ্যালি, পাদুম, মুলবেক, লামায়ুরু, দ্য, লে, প্যাংগং, নুব্রা, সো-মোরিরি সহ) ২২ দিন ১০/০৯। যোগাযোগ: ৯৮৩০০-৭৯৯৭৫/ ৯৪৩২০-১২১৩১, (০৩৩) ২৪১৭-৪৫০১।

### নৈনিতালের একমাত্র বাঙালি ট্রাভেল এজেন্সি

**SUNITI TOUR & TRAVELS**

সমগ্র কুমায়ুনে হোটেল/ গাড়ি/ বাস ও Carbett সাফারি বুকিং করা হয়। এছাড়া কুমায়ুন প্যাকেজ Nainital (2N) Jaggeswar (1N) Patal Bhubaneswar/ Chaukari (1N) Munsiary (2N) Kausani (1N) Covering Almora, Ranikhet, Baijnath. পুজা প্যাকেজ: 11/10, 19/10, ও 23/12/2013. যোগাযোগ: H. O. The Mall, Nainital, 05942-220402, (M): 098972-09933, 094519-45541. কলিকাতা বুকিং: AD 287, Rabindra Pally, Kestopur, Kol-101, (M): 98301-10177, 98745-26617, 94330-72131. Web: www.sunitiravels.com, Email: little_sparrow88@yahoo.com

### শান্তিনিকেতন ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস

গ্যাংটক, পেলিং, রাবংলা, রিনচেনপং, দার্জিলিং, লাভা, লোলেগাঁও, রিশপ, চারখোল, পেডং, বিন্দু, ঝালং, মূর্তি, লাটাগুড়ি সহ ডুয়ার্স। প্রত্যহ ইয়ুমথাং, গুরুলেংমার প্যাকেজ 1,500/- – 4,500/-. 98305-29628/99030-64928.

### NORTH EAST TRAVELS

নিজস্ব হোটেল: জলদাপাড়া, রিশপ, লাভা, লোলেগাঁও, চারখোল, কোলাখাম, ওখরে, শিলং, গ্যাংটক, পেলিং, উত্তরে, কালুক, বার্মিওক, জয়পুর। সেপ্টেম্বর মাসে ভুটান প্যাকেজ ট্যুর। সিকিমের যে-কোনও জায়গায় গাড়ি ও হোটেল বুকিং। সিঙ্গরুটে গাড়ি/ হোটেল বুকিং। এয়ার ও রেল ই-টিকিটিং করা হয়। সারা ভারতের হোটেল, অ্যাডভেঞ্চার রুটের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান। ১১ই, ডোভার লেন, কলকাতা-২৯, 94745-94446, 033-4004-5082.

### Excursion 2 India

মধ্যপ্রদেশ স্টেট ট্যুরিজম-র অন্তর্গত সমস্ত হোটেল সহ সারা ভারতের যে-কোনও জায়গার হোটেল এবং গাড়ি অথবা সমগ্র প্যাকেজ বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ করুন: 091635-80464, 094393-65707, E-mail: sales@excursion2india.com website: www.excursion2india.com

### গ্রিন ভ্যালি

কৈলাশ মানস গাড়িতে ১৩ দিন কাঠমান্ডু থেকে @99,999/- পুজোয় সান্দাকফু ট্রেকিং, চারধাম যাত্রা ও আন্দামান। 94330-95271, 98369-54365. gvttkk@yahoo.co.in

## প্যাকেজ ট্যুর

### দেবভূমির নিজস্ব প্যাকেজ

কেদার বদ্রী 27/9 লাদাখ 8/8, 6/9 লাহুল স্পিতি 20/9,4/10 কাশ্মীর 20/9, 10/10, 19/10 কেরালা 10/10, 22/11, 13/12, 20/12, 3/1/2014 কিন্নর কাজা 1/10, 19/10 কিন্নর মানালি 27/9, 11/10, 20/10 রাজস্থান 1/10, 11/10, 2/12, 3/1/2014 আন্দামান 1/10, 15/10, 14/2/2014 নেপাল 20/2 হরিদ্বার মুসৌরি 8/11 কুমায়ুন 10/10. DEB BHUMI Tour & Travels, 28, B. B. Ganguly Street, Kolkata-12 (W.B.), 98743-73380, (033) 4066-0235, 099035-22455 Himachal: 098164-04793, 094183-42999.

### পশ্চিমবঙ্গের আরাকু ভ্যালি বিহারীনাথ

পাহাড় শ্রেণি, ঘনজঙ্গল, লেক, দামোদর নদ, বিখ্যাত শিবমন্দির, কাছেই গড় পঞ্চকোট, বড়স্থি, শুশুনিয়া, একমাত্র থাকার জায়গা বিহারীনাথ ট্যুরিস্ট পয়েন্ট। 033-6954-7111/ 80172-02499/ 97328-61020. bublu.bnr@gmail.com

### কনকাঞ্জলি ট্যুরিজম

মধ্যপ্রদেশ, নৈনিতাল, হরিদ্বার, দিল্লি, আগ্রা, বেনারস, হিমাচল, কাশ্মীর, গ্যাংটক, ডুয়ার্স, পুরী, দিঘা, মন্দারমণি, চাঁদিপুর, বকখালি, গোপালপুরের সঙ্গে অন্ধ্রপ্রদেশ, রাজস্থান, আন্দামান ও অরুণাচল হোটেল ও প্যাকেজ। 98304-32868. www.kanakanjalitourism.com, 7, B. B. Ganguly St.

### আন্দামান চলুন সোনালির সঙ্গে

পোর্টব্লেয়ার থেকে পোর্টব্লেয়ার— এসি/ নন-এসি প্যাকেজ কমপক্ষে ৪ জন— বাজেট ও ডিলাক্স প্যাকেজ— সোনালি ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলস, ৩ ম্যাঙ্গো লেন, কলকাতা-১। Ph: 033-2262-1849/2820, 98308-50105

### ডুয়ার্সে চলুন আমাদের সাথে

গরুমারা, চাপড়ামারি, বিন্দু, ঝালং, মূর্তি, সামসিং, সুনতালেখোলা— প্যাকেজ কমপক্ষে ৬ জন- ৬,৫০০ (নন-এসি) ১০,৫০০ (এসি) প্রতিজনা— যে-কোনও দিন। Ph: 033-2262-1849/2820, 99033-11361, 98308-52068.

কেরালা, গোয়া, রাজস্থান, কাশ্মীর, সিমলা-মানালি, নৈনিতাল, সিকিম, পুরী, দিঘা, মন্দারমণি, দার্জিলিং, ডুয়ার্স-এ আপনার পছন্দের হোটেল ও প্যাকেজ। Spl. গ্রুপ ট্যুর- কেরালা ১৪/১০, ২৩/১২। 99030-55345, (033) 2554-4926.

### সোনালী ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলস

কাশ্মীর (১৪ দিন), নৈনিতাল (১২ দিন), ডুয়ার্স (৫ দিন), লাভা-লোলেগাঁও (৭ দিন) ও আন্দামান চলুন পুজোয়। ৩, ম্যাঙ্গো লেন, কলকাতা-১। Ph: 033-2262-1849/2820, 98308-50105/98308-52068.

Tailor made tour-এ যে-কোনও দিন চলুন মেঘালয়, শিলং, বরাপানি, চেরাপুঞ্জি, জোয়াই, সিজু বালপাকরম। Ph: 90070-09061, 90070-06794, 98310-78347. email: wildtoursindia@yahoo.com, website: www.wandervogeladventures.com

### ডুয়ার্সের রানি 'জয়ন্তী' নদী ও পাহাড়ের কোলে

**ROVERS' INN JAYANTI**

Call: 94340-14233, 94347-54349, 97349-03177, 97341-72815, 035642-03163. Mail: Parthasr69@gmail.com, WEB: roversinnjayanti.com

## প্যাকেজ ট্যুর

Tailor made tour-এ যে-কোনও দিন চলুন রাজস্থান, জয়পুর, উদয়পুর, যোধপুর, মাউন্ট আবু, জয়সলমির, বিকানির, রণথম্ভোর, ভরতপুর। Ph: 90070-06794, 90070-09061, 98310-78347. 1/2C, Ballygunge Place east, Kolkata-19.

Tailor made tour-এ যে-কোনও দিন চলুন কেরালা, কোচিন, মুন্নার, পেরিয়ার, আলেপ্পে, কুমারাকম, কোভালাম, ওয়েনাদ, পোনমুড়ি। Ph: 90070-06794, 90070-09061, 98310-78347. website: www.wandervogeladventures.com

Tailor made tour-এ যে-কোনও দিন চলুন সিকিম, গ্যাংটক, Yumtham, গুরুদোংমার, পেলিং, কালুক, রাবংলা, নামচি, বোরং, টোম টি গার্ডেন, আরিতার, জুলুক, প্যাংগোলাথা, সিঙ্গরুট। Ph: 90070-09061, 90070-06794, 98310-78347. 1/2C, Ballygunge Place east, Kolkata-19.

Tailor made tour-এ যে-কোনও দিন চলুন উত্তরবঙ্গে, দার্জিলিং, সান্দাকফু, কালিম্পং, লাভা, রিশপ, লোলেগাঁও, গরুমারা, জলদাপাড়া, বক্সা, জয়ন্তী, সুনতালেখোলা, ঝালং, বিন্দু। Ph:90070-09061, 98310-78347, 90070-06794. website: www.wandervogeladventures.com

Tailor made tour-এ যে-কোনও দিন চলুন উত্তরাঞ্চল, নৈনিতাল, করবেট, মুন্সিয়ারি, বিনসর, চৌকরি, কেদার, বদ্রী, যমুনোত্রী, Valley of Flowers. Ph: 90070-09061, 90070-06794, 98310-78347. website: www.wandervogeladventures.com

Tailor made tour-এ যে-কোনও দিন চলুন কর্নাটক, হাম্পি, বেলুর, মাদিকেরি, নাগারহোল, বন্দিপুর, কে গুড়ি, ডান্ডেলি, আগুম্বে, কেম্বানগুড্ডি, কারোয়ার, গোকর্ন, মুরুদেশ্বর, মহীশূর। Ph: 98310-78347, 90070-06794, 90070-09061. email: wildtoursindia@yahoo.com

Tailor made tour-এ যে-কোনও দিন চলুন অসম, কাজিরাঙা, মানস, নামেরি, ওরাং, ডিব্রুগড়, মার্গারিটা, ডিব্রুসাইখোয়া, তেজপুর, জোরহাট, মাজুলি, শিবসাগর, টি ট্যুরিজম। Ph: 98310-78347, 90070-06794, 90070-09061. email: wildtoursindia@yahoo.com

### BUXA INN

জঙ্গল ও পাহাড়ের কোলে কোর এরিয়ার মাঝে জঙ্গলকে উপভোগ করতে হোটেল বক্সা ইন (খাওয়া-থাকার সুব্যবস্থা আছে)। Contact: Ratul Majumder, +919434229040/ +919775946511. Website: www.buxainn.com email id: ratulapd@gmail.com

# ভ্রমণবার্তা

## প্যাকেজ ট্যুর

Wandervogel adventures

Tailor made tour-এ যে-কোনও দিন চলুন গুজরাট, কচ্ছের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ রণ, জামনগর, গির, ভেলাভেদার, দ্বারকা, সোমনাথ, দিউ, সাপুতারা। Ph: 98310-78347, 90070-06794, 90070-09061. website: www.wandervogel adventures.com

Wandervogel adventures

Tailor made tour-এ যে-কোনও দিন চলুন লাদাখ, Leh, Pangong, Tsomoriri, Alchi, Lamayuru, Uletokpo, Kargil. Ph: 98310-78347, 90070-09061, 90070-06794. email: wildtoursindia@yahoo.com, website: www.wandervogeladventures.com

Wandervogel adventures

Tailor made tour-এ যে-কোনও দিন চলুন অরুণাচল, পশ্চিমে ভালুকপং, দিরাং, তাওয়াং, বমডিলা। মধ্যে ইটানগর জিরো, দাপোরিজো, পাসিঘাট, পূর্বে বোয়িং, মিশমি, তেজু, নামদাফা। Ph: 90070-09061, 98310-78347, 90070-06794. email: wildtoursindia@yahoo.com

Wandervogel adventures

Tailor made tour-এ যে-কোনও দিন চলুন কাশ্মীর, পাটনিটপ, পহেলগাঁও, গুলমার্গ, সোনামার্গ, শ্রীনগর, বৈষ্ণোদেবী, আরু, উলার লেক। Ph: 90070-06794, 90070-09061, 98310-78347. website: www.wandervogeladventures.com

Wandervogel adventures

Tailor made tour-এ যে-কোনও দিন চলুন মধ্যপ্রদেশ, কানহা, বান্ধবগড়, পেঞ্চ, অমরকণ্টক, খাজুরাহো, জব্বলপুর, পাঁচমারি, ভোপাল, গোয়ালিয়র, মান্ডু, ওমকারেশ্বর। Ph: 98310-78347, 90070-09061, 90070-06794. website: www.wandervogel adventures.com

Wandervogel adventures

Tailor made tour-এ যে-কোনও দিন চলুন হিমাচল, কুলু, মানালি, সাংলা, সারাহান, কল্পা, টাবো, নাকো, কাজা, সিমলা, ডালহৌসি, ধরমশালা, চাম্বা। Ph: 98310-78347, 90070-09061, 90070-06794. 1/2C, Ballygunge Place east, Kolkata-19.

Wandervogel adventures

Tailor made tour-এ যে-কোনও দিন চলুন আন্দামান, গোয়া, লাক্ষাদ্বীপ। উপভোগ করুন স্কুবা ডাইভিং, Snorkeling, Sea Kayaking. Ph: 98310-78347, 90070-09061, 90070-06794. website: www.wandervogeladventures.com

### চৌধুরী ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলস

শ্রীনগরে প্যাকেজ— জন্ম-জম্মু @6,500/- (আহারাদি বাদে) @10,500/- (আহারাদি সহ)। সিকিম প্যাকেজ— গ্যাংটক, পেলিং, ইয়ুমথাং @9,500/- নিজস্ব ব্যবস্থাপনায়— শ্রীনগর, দার্জিলিং, গ্যাংটক, পেলিং, পুরী হোটেল বুকিং। এছাড়া ভাইজ্যাগ, আরাকু, সিমলা, মানালি, ডালহৌসি, হরিদ্বার, নৈনিতাল সহ সারা ভারত হোটেল বুকিং। 9, শ্যামবাজার স্ট্রিট, (শ্যামবাজার A. V School-এর কাছে)। কলি-5. 93397-30148, 98365-49069, 98303-84279, 98838-96170.

## প্যাকেজ ট্যুর

### মা দুর্গা ট্রাভেলস (থার্ড জেনারেশন)

অল্প খরচে সবার সেরা, সঠিক দামে ও মানে এক এবং অদ্বিতীয়। পুজোয় বুকিং শুরু: একেবারে সৈকতে সুইমিং পুল, ড্যান্সফ্লোর। বার সহ বিচ রিসর্টে বাঙালি রসনায় তৃপ্ত হয়ে নিজস্ব বাসে গোয়া ঘুরে দেখুন ৪ রাত ৫ দিন 4,999/- হাওড়া থেকে ৮ দিন 6,250/-. প্রতিদিন। কাশ্মীর 10, 11, 12, 15, 17, 19 অক্টোঃ। গোয়া, মুম্বই, অজন্তা, ইলোরা, সিরডি, লোলাভেলা খান্ডালা, পঞ্চগণি, মহাবালেশ্বর 10, 12, 14, 16 অক্টোঃ 28 ডিসেঃ। গোয়া কোচিন মুন্নার পেরিয়ার আলেপ্পি কোল্লাম ভারকালা কোভালাম 10, 14, 15, 16 অক্টোঃ 28 ডিসেঃ। সিমলা সারাহান সাংলা ছিটকুল রেকংপিও কল্পা রামপুর জালোরি মানালি রোটাং মণিকুল, 10, 12, 15, 17, 19 অক্টোঃ, মধ্যপ্রদেশ 10/10, 1/11, 7, 21/12. গুজরাট 10/10, 1/11. রাজস্থান 10, 19/10, 21/12. সারা ভারত, নেপাল ও ভুটানে হোটেল/ গাড়ি বুকিং। ৩, ব্যারেটো লেন (দ্বিতল), কলি-৬৯। 2213-1247/94320-12899.

### ইউনিক নেচার (তেঘরিয়া)
### 7278031350/9674131349

চেনা অথচ অজানা সোনার বাংলা— ভালকিমাচান, গড়পঞ্চকোট, দেউলপার্ক, মাইথন, জলদাপাড়া, চিলাপাতা, গরুমারা, বড়ন্তি ও আরও অনেক। এছাড়া আসানবনি, ঋষিখোলা সহ সমগ্র সিকিম প্যাকেজ: দুইতা এপার্টমেন্ট, রুম নম্বর ৪, তেঘরিয়া মেন রোড, কলকাতা-157.

### শান্তি ট্রাভেলস

ভাইজ্যাক আরাকু 10/10, 22/12 উত্তর ভারত 25/9, 20/10 সিমলা মানালি 19/10 কাশ্মীর 20/10 বম্বে গোয়া 8/12 দঃ ভারত 20/10 কেরল 22/12 গ্যাংটক পেলিং প্রতি শুক্রবার। সারা ভারতের হোটেল গাড়ি বুকিং। 2236-7745/98300-69941.

### মঠ পরিচালিত তীর্থভ্রমণ
### 25701028/9874450426
### পুজোর বুকিং শুরু

অমরনাথ ঘোড়া হেলিকপ্টার 16, 28/7 কেদারবদ্রী 21/10 গুজরাট 19/10 মায়াবতী কুমায়ুন 20/10 লে 9/8 তপভূমি নর্মদা 28/9, 21/10 ভ্যালি অব ফ্লাওয়ার 19/8, 6/9 রথে পুরী 8/7. জন্মাষ্টমী মথুরা বৃন্দাবন 26/8.

### হিন্দুস্থান ট্রাভেলস (এজেন্ট মহারাষ্ট্র ট্যুরিজম)

Costal Konkan— গণপতিপুলে, তারকার্লি, কারোয়ার, গোয়া, মুম্বই-গোয়া, কানহা, পেঞ্চ, টাডোবা, মহারাষ্ট্র পিলগ্রিম, কেরালা, নেপাল, রাজস্থান। সারা ভারতের হোটেল বুকিং: 2212-7226/ 3316-0593. info@hindusthan travels.com

### বশিষ্ঠ ট্রাভেলস (হরিদ্বার)

হরিদ্বারে বাঙালি প্রতিষ্ঠান। এখানে তাপস সরকারের পরিচালনায় বিভিন্ন বাজেটের হোটেল ও ধর্মশালা বুকিং পাবেন। গাড়োয়ালের বিভিন্ন স্থানে যেতে ছোট-বড় সবরকমের গাড়ির বন্দোবস্ত আছে। 096392-45542 (হরিদ্বার), 9903525040/9830308705. 033-2212-9788.

### Ranar ট্রাভেলস

পুজোর প্যাকেজ: কাশ্মীর 20/9, 10, 11, 12, 13, 14/10 নৈনিতাল-কৌশানি 10, 14, 21/10 উঃ ভারত 20/9, 11, 14/10 কেরালা 10, 14, 28, 25/10 সিমলা-মানালি 10, 15, 22/10 ভুটান-নেপাল 10, 12, 22/10. Mob: 98310-18293/92306-12302.

## হোটেল রিসর্ট

### T. T. M. I. GROUP OF HOTELS

● পুরীর স্বর্গদ্বারে সর্বশ্রেষ্ঠ— সিগাল AC, N-AC ● গোপালপুর— সিপার্ল AC, N-AC (সমুদ্রে প্রায় ভাসমান) ● মন্দারমণি— সানা বিচ রিসর্ট ● RK/ ঋষিকোন্ডা— হোটেল সুপ্রিম, জাবেলি ও সাইপ্রিয়া বিচ ও আরাকু জগদ্দলপুর ● Pvt. & Govt. Hotels— ● Online Over 40,000 Hotels Worldwide বুকিং ● সমগ্র ভারত, নেপাল, ভুটান— কোথায় থাকবেন, কী দেখবেন, কীভাবে যাবেন বিস্তারিত জানতে www.ttmi2.com ● T.T.M.I. (পঃ বঃ ট্যুরিজম দ্বারা অনুমোদিত) 033-2284-5062, 2249-2716, 3295-3360, 93319-11437.

### SUNDERBAN TIGER SAFARI

নিজস্ব বিলাসবহুল রিসর্টে, বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে ১ রাত ও ২ রাতের প্যাকেজ। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা কাটান। যে-কোনও দিন ন্যূনতম ৮ জনে। 83A, Satish Mukherjee Rd, Kol-26. 98744-59647/98744-59648. www.sundarban tigersafari.com,

### হাই লাইন

লাদাখ থেকে কন্যাকুমারী ও নেপাল— যে-কোনও দিন গ্রুপ অথবা ফ্যামিলি ট্যুরের হোটেল, গাড়ি ও ট্রেন টিকিট অথবা বিমান টিকিটের ব্যবস্থা এবং পুরো ট্যুরের যাত্রা বিবরণ প্রদান করা হয়। যোগাযোগ: 98300-79975/ 94320-12131, (033) 2417-4501.

### পাইন ব্লুক গেস্টহাউস-শিলং

সমস্ত রুম অ্যাটাচড, গিজার, এল সি ডি, ডাইনিং/কনফারেন্স হল, রুম সার্ভিস, রেস্টুরেন্ট। প্রবাসে বাঙালিয়ানা বিনোদনের শ্রেষ্ঠ ঠিকানা। স্কুল-কলেজ-অফিস-কনফারেন্স প্রভৃতির জন্য ট্যুরিভেল এজেন্টরা যোগাযোগ করুন: 98310-89453 (কলি), 094369-85858 (শিলং)।

### দেবভূমি-র নিজস্ব হোটেল

সারাহান: হোটেল সাগরিকা, কেলং: হোটেল ডেকিট, সাংলা: দেবী রিজেন্সি, হোটেল রবি, সিডার অ্যান্ড রো ভিউ, মেহাক রিসর্ট, কল্পা: হোটেল শিবালিক, হোটেল পার্বতী, মোনাল রেসিডেন্সি, চিনি বাংলো, হোটেল হোয়াইট নেস্ট, নিউ শিবালিক রিসর্ট, টাবো: হোটেল টাইগার ডেন, হোটেল সিদ্ধার্থ, কাজা: পিতি সরাই, ডেলেক হাউস। DEB BHUMI Tour & Travels, Head Off.: 28, B. B. Ganguly Street, Kolkata-12 (W.B.), 98743-73380, (033) 4066-0235, 099035-22455 Himachal: 098164-04793, 094183-42999.

### Hotel Chandan (Puri)

পুরী হোটেলের পিছনে, হোটেল কামাখ্যার বিপরীতে হোটেল চন্দন। লাক্সারি রুম, AC, Non-AC, বাগান, রেস্টুরেন্ট সহ। রুম ভাড়া ৮০০, ১,২০০, ১,৮০০। বিশদ জানতে যোগাযোগ করুন: ব্যানার্জীদা 98310-39240, মানব 98043-29990, বেলুড় 94328-50338. explorerglobe@gmail.com

### হোটেল/গেস্ট হাউস

পুরী ও দিঘাতে থাকা + খাওয়া (AC Room-এ 600/- Non-AC 450/-) মন্দারমণি থাকা + খাওয়া AC 900/-, Non-AC 750/-). দার্জিলিং গ্যাংটক পেলিং রাবংলা রিনচেনপং থাকা + খাওয়া 650/- লাভা লোলেগাঁও রিশপ থাকা + খাওয়া 650/-. 98313-80562 (বেলঘরিয়া), 80131-59604 (শিয়ালদহ)।

### HOTEL ZODIAC, DARJEELING

5, minutes distance from Mall, Well decorated View Room Dlx-Carpet, Geyser, TV with Restaurant. Booking 2262-1849/2820, 98310-37788, 99033-11361.

# ভ্রমণবার্তা

## হোটেল রিসর্ট

### Deep Resorts

পুরীর সমুদ্রসৈকতে আপনার নিজস্ব ঠিকানা: এ সি ডিলাক্স সি-ফেসিং ঘর, রেস্টুরেন্ট, তৎসহ গোপালপুর হোটেল বুকিং: 2262-2820/1849, 98308-52068, 99033-11361.

### Marina Beach Guest House

ভাইজ্যাগে কৈলাসগিরি বিচের ওপর অত্যাধুনিক সজ্জায় সজ্জিত। 10টি দ্বিশয্যাবিশিষ্ট রুম। Non-AC 900/- ভাড়া, AC 1,300/- ভাড়া। AC রেস্টুরেন্ট। আরাকু, ঋষিকোন্ডা বিচ সহ ভাইজ্যাগের অন্যান্য জায়গায় ঘোরার ব্যবস্থা করা হয়। চৌধুরী ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলস— 93397-30148, 095050-45959.

### Hotel Blue Sea (Puri)

Standard Double Bed@ 1,100/- @1,300/-. Standard Double Bed View Room@ 1,500/- Special Discount for Group Booking 10% Service Charge applicable on Room Tariff. 90070-67441, (033) 3262-5588.

### ডিলাইট ট্যুরস অ্যান্ড ট্র্যাভেলস

গ্রুপ অব হোটেলস— নিউ দিঘায় 'সি বার্ড', ওল্ড দিঘায় 'বেলানিবাস', শঙ্করপুরে 'বেলানিবাস', তাজপুরে 'লেকভিউ', মন্দারমণিতে 'হোটেল মেঘা', গালুডিতে 'গালুডি রিসর্ট' ও সারা ভারতের হোটেল বুকিং 98305-23588/(033) 2231-1504, ধর্মতলা মার্কেট (Room No. 13) Kol-69.

### Hotel Palace Inn– New Digha

Standard Double Bed Gr. Floor @800/-, Deluxe Double 4 bed, 6 bed @1,000/- @3,500/- AC, Non-AC rooms are there. Special Discount for group booking. Cont.: 90070-67441, (033) 3262-5588.

### গোবিন্দ রিসর্ট (পুরী)

পুরীর সমুদ্র থেকে ১ মিনিট দূরে, মার্বেলে মোড়া, বাঙালি খাবার, সঙ্গে কর্মীদের আতিথেয়তা। ডবল বেড 800/- থেকে 1,000/-, A. C. 1,500/-, Colour T.V, Balcony, ব্যানার্জিদা: 98310-39240, মানব: 98043-29990, বেলুড় 94328-50338. explorerglobe@gmail.com

### Citi Safari Tours Pvt. Ltd.

International>Eurail Tickets & Passes, Domestic & International:- Hotel Booking, Adventure & Wildlife Safari, Cruise & Tailor made packages. 167-N, R. B. Ave. Gariahat Jn. Kol-19, 2460-6101, (M): 90381-11199. citisafari.ho@ gmail.com

### হোটেল শারজা ও ভিপ্লোম্যাট-শ্রীনগর

ডাললেকের কাছে সম্পূর্ণ বাঙালি পরিচালিত থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা সহ প্রত্যেক রুমে কার্পেট, L C D, Colour TV, গিজার এবং 24 ঘণ্টা গরম জল ও ইলেক্ট্রিকের সুব্যবস্থা। বাপ্পা অধিকারী 98303-84279, সন্তু চৌধুরী 93397-30148.

### হোটেল কবীর (ডাললেক, শ্রীনগর)

কাশ্মীরের ডাল লেকের সন্নিকটে ৪৫ রুমের হোটেল। বাঙালি পরিচালিত বাঙালি খাবার। গুলমার্গ, শোনমার্গ যেতে হোটেল ম্যানেজার সাব্বির ন্যায্য মূল্যে সবরকম ব্যবস্থা করে দেন। বিমানে যাতায়াতকারীদের আনার ব্যবস্থা আছে। 98311-25446, 98303-08705. www.kashmirspecial.com

### Ranar ট্রাভেলস

ডালজিন, তৎসহ পহেলগাঁও, কাটরা, গুলমার্গ, শোনমার্গ, জম্মু, পাটনিটপ। এছাড়া অমৃতসর সহ প্যাকেজ, হোটেল, গাড়ি বুকিং। Mob: 98310-18293/92306-12302.

## হোটেল রিসর্ট

### হাই লাইন

হোটেল/ গাড়ি/ ট্রেন ও বিমান পরিষেবা— হিমাচল, কিন্নর, কুমায়ুন, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, কেরল, ওড়িশা, কাশ্মীর, লাদাখ, দক্ষিণ ভারত, উত্তরাঞ্চল, গাড়োয়াল, মেঘালয়, অসম, অন্ধ্রপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশ। যোগাযোগ: ৯৮৩০০-৭৯৯৭৫/ ৯৪৩২০-১২১৩১, (০৩৩) ২৪১৭-৪৫০১।

### Ranar ট্রাভেলস

হোটেল বুকিং: পুরী, দিঘা, ভাইজ্যাগ, গোপালপুর, তাজপুর, মন্দারমণি, গোয়া, লাভা, লোলেগাঁও, রিশপ, দার্জিলিং, গ্যাংটক, পেলিংয়ে নিজস্ব হোটেল/ গাড়ি, সিমলা-মানালি। Mob: 98310-18293/92306-12302.

### HOTEL MUKTANGAN চাঁদিপুর

চাঁদিপুরে সি-বিচের ওপর হোটেল মুক্তাঙ্গন। অ্যাটাচড বাথ, জেনারেটর, কালার টিভি, রেস্টুরেন্ট সহ। Non-AC ও AC Room. Dormitory-র ব্যবস্থা আছে। চাঁদিপুর: (06782) 270027, (M) 098617-81083. কলকাতা- (033) 6533-0194/95, 99034-30911.

### Naik Palace

পুরীর সমুদ্র থেকে সামান্য দূরত্বে, মার্বেলে মোড়া, বাঙালি খাবার, সঙ্গে কর্মীদের আতিথেয়তা। ডবল বেড 800/- – 1,200/-. A C 1,500/-, Colour TV, Balcony. ব্যানার্জিদা: 98310-39240, মানব: 98043-29990, বেলুড় 94328-50338. explorerglobe@gmail.com

### হোটেল কাঞ্চনজঙ্ঘা-পেলিং

আপার পেলিং-এ বাঙালি পরিচালিত হোটেল কাঞ্চনজঙ্ঘা। ঘরে বসে কাঞ্চনজঙ্ঘাকে অনুভব করুন। উপভোগ করুন বাঙালি আতিথেয়তা ও বাঙালি খাবার। রুম ভাড়া ৭০০-১,২০০ টাকা। পেলিং থেকে অন্য জায়গায় থাকা ও sight seeing করা হয়। চৌধুরী ট্রাভেলস: 93397-30148.

### ট্যুরিস্ট কর্নার

গ্যাংটক, পেলিং, রাবংলা, ইউমথাং, দার্জিলিং, মিরিক, কালিম্পং, রিশপ, রিনচেনপং, সমগ্র ডুয়ার্স, কুমায়ুন, কিন্নরসহ হিমাচল, অমৃতসর, দিল্লি, হরিদ্বার, বেনারস, গোয়া, মুম্বই, তারাপীঠ, দিঘা, মন্দারমণি, শান্তিনিকেতন, চাঁদিপুর, পুরী। Ph: (033) 3293-5255, 98302-58931.

### ভিক্টোরিয়া প্যালেস (ডাললেক, শ্রীনগর)

ডাল লেকের কাছে কাশ্মীরি ঘরানার বাগানসমেত ১৫ রুমবিশিষ্ট বাঙালি পরিচালিত হোটেল। রুমে টি ভি, গিজার কার্পেট সঙ্গে বাঙালি খাবার। কাশ্মীরের অন্যান্য স্থানে হোটেল ও গাড়ি বুকিং। 98311-25446, 98303-08705. বিশদ জানতে www.kashmirspecial.com

### হাবিব গেস্টহাউস, শ্রীনগর | নেহরু পার্ক

তমাল পোদ্দার পরিচালিত ডাল লেক থেকে হাঁটাপথে ৩ মিনিট দূরত্বে বাঙালি পরিচালিত হোটেল। বাঙালি খাবার। আহারাদি সহ জম্মু— জম্মু প্যাকেজ ১০,৫০০, 9N/10D, আহার ছাড়া জম্মু-প্যাকেজ, 7,500/-, 9N/10D. তমাল পোদ্দার (M): 98313-60282.

### Kolkata Guest House (ভাইজ্যাক)

ভাইজ্যাগের রামকৃষ্ণ বিচের থেকে হাঁটাপথে মাত্র ১ মিনিটের পথ। হোটেলে খাওয়াদাওয়াতে পুরোপুরি বাঙালিয়ানা। রুমভাড়া ৭০০-১,০০০ টাকা। আরাকু, ঋষিকোন্ডা বিচ সহ ভাইজ্যাগের অন্যান্য জায়গায় ঘোরার জন্য আপনি গাড়িও পাবেন এখানে। 98311-25446, 98303-08705।

### লাভা লোলেগাঁও রিশপ কালিম্পং

দার্জিলিং, গ্যাংটক, পেলিং, রাবংলা, উত্তরে, রিনচেনপং, আরিতার, হোটেল ও প্যাকেজ। Ph: 2262-1849/ 2820, 98308-50105, 99033-11361.

## হোটেল রিসর্ট

### Wandervogel adventures

সরকারি ট্যুরিস্ট লজের বুকিং: WBTDC, WBFDL,Orrissa Tourism, Gujarat Tourism, JKDTC, Jungle Lodges & Resorts -এর বুকিংয়ে স্পট ডিসকাউন্ট। Ph: 90070-09061, 90070-06794, 98310-78347. website: www.wandervogeladventures.com

### আপনি কি কাশ্মীর যাচ্ছেন?

বাঙালি পরিচালিত নিজস্ব হোটেল জম্মু-প্রেস, কাটরা-কাশী বিশ্বনাথ, হলিসাইন, ওম শ্রী, শ্রীনগর-হোটেল শারজা, ডিপ্লোম্যাট, চিনার, পহেলগাঁও-লিডার প্যালেস, হিমল। নিজস্ব জম্মু-জম্মু প্যাকেজ 5,500/-, 9,500/- (9N/10D) 98303-84279, 93397-30148.

### Shilavilla Resort Pvt Ltd

কলকাতা থেকে ১ ঘণ্টায় সবুজে ঘেরা মনোরম পরিবেশে বিলাসবহুল রিসর্টে ছোট্ট ছুটি কাটাতে সপরিবারে আসুন। সুবিধা-এ সি/নন-এ সি, সুইমিং পুল, ইন্ডোর গেম, গার্ডেন। কনফারেন্স রুম ও Fishing-এর সুবিধা। www.shilavilla resort.com, 98301-63896/98362-29187.

### SYLVAN TOURS & TRAVELS

গ্রীষ্মে প্রতিদিন সিকিম (NJP থেকে কমপক্ষে 6 জন) পুজোয় চলুন কাশ্মীর/সিমলা-মানালি/কিন্নর/ নেপাল/ রাজস্থান/ অরুণাচল/ দঃ ভারত/ নৈনিতাল। 98301-56212/94334-09706. 7, C. R. Avenue, Laha Paint House, Kol-72. www.sylvantravels.com

### SYLVAN TOURS & TRAVELS

অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষে সমস্ত গ্রাহককে পুজো প্যাকেজ (ফ্যামিলি/ গ্রুপ) বুকিংয়ে বিশেষ ছাড়। 20/5/13. Call Sujit> 98301-56212/94334-09706. 7, C. R. Avenue, Kol-72. www.sylvantravels.com

### সোনালী ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলস

দার্জিলিং, গ্যাংটক, পেলিং, সিমলা, মানালি, ডালহৌসি, খাজিয়ার, কল্পা, সাংলা, কালিম্পং সহ সারা ভারতের হোটেল বুকিং: 2262/1849, 2262-2820, 99033-11361, 98308-50105. www.sonalitourntravels.net

### DELIGHT HOTELS PVT. LTD.

নিজস্ব হোটেল— পুরী, গ্যাংটক ও লাচুং। পরিচ্ছন্ন পরিষেবা ও আতিথেয়তার জন্য যোগাযোগ: 033 6541-1612/ 85999-99083, 92334-00399/ 92301-30886. Kolkata Office: 'Shree Krishna Chambers', 78, Bentinck Street, Kolkata-700 001 (W. B.).

### কাশ্মীরের শ্রীনগরে ডালগেটে

অভিজাত নিজস্ব বাঙালি 'হোটেল কাশ্মীর' ও 'হোটেল রয়াল ইন'-এর 62 ঘরের এবং পহেলগাঁও, জম্মু, কাটরা, ইয়ুসমার্গ, অমরনাথ, লে সহ সর্বভারতীয় প্যাকেজ/ হোটেল/ গাড়ি বুকিং-তিরুপতি স্পেশাল, ১বি গোকুল বড়াল স্ট্রিট, কল-১২, ওয়েলিংটন। 2236-0675/094691-13847.

## বিদেশ ট্যুর

### Sylvan Tours & Travels

সিঙ্গাপুর-মালয়েশিয়া @Rs. 35,500/- 6 দিন 14/10, ব্যাংকক-পাটায়া ফুকেট @ Rs. 30,990/- 7 দিন 9/10, শ্রীলঙ্কা @ Rs. 32,990/- 8 দিন 10/10. Air fare ও Visa আলাদা। পাসপোর্ট সহ ফোন করুন : 98301-56212/94334-09706. ই-মেল: info@sylvantravels.com

বেড়িয়ে এসে

## আরবসাগরের বুকে লাক্ষাদ্বীপ

প্রথমেই 'ভ্রমণ'-কে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। 'ভ্রমণ' ডিসেম্বর, ২০১১ সংখ্যায় লাক্ষাদ্বীপ সম্বন্ধে একটা অসাধারণ তথ্য সম্বলিত লেখা লিখেছিলেন জয়দীপ সরকার। তাঁকেও আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা আর ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ওই লেখাটা সঙ্গে নিয়েই আমি একলা লাক্ষাদ্বীপ পাড়ি দিয়েছিলাম। আমি যেদিন আই টি ডি সি অফিসে ট্যুর বুক করতে যাই সেদিন আরও কয়েকজনের হাতে ওই সংখ্যার 'ভ্রমণ' দেখেছি।

২০১২ সালের ৩০ ডিসেম্বর রওনা হয়ে ১-১-১৩ তারিখ সকাল সওয়া নটা নাগাদ এর্নাকুলাম জংশন স্টেশন। স্টেশন থেকে বেরিয়ে কাছাকাছি একটা হোটেলে উঠে ফ্রেশ হয়ে বেরিয়ে পড়েছি 'ভ্রমণ' নির্দেশিত বোটঘাটের উদ্দেশে। কেরালা ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের ট্যুরিস্ট অফিস হয়ে বোটঘাট। লঞ্চে উইলিংডন দ্বীপ, সেখান থেকে হেঁটে স্পোর্টসের অফিস। অফিসের ভদ্রলোক আমাকে দেখে বললেন, আপনিই সুপ্রীতি সেন? খুব অবাক লাগল, উনি আমাকে কীভাবে চিনলেন? পরে জানলাম আমিই কেবল একলা যাত্রী, সেইজন্যই নামটা দেখে চিনেছেন। ট্যুরের ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়ে ৩ তারিখ সকাল দশটায় আসতে হবে জেনে ফিরে এলাম। রাস্তার ধারে সুন্দর সাজানো বাগান, তারপর ভেম্বানাদ লেকের জল।

২ তারিখ কেরালা ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের ক্যানাল ট্যুর করেছি। শান্ত, শব্দহীন ছায়া সুনিবিড় অগভীর জলের ওপর ভেসে চলা। সেখান থেকে ফিরে লঞ্চে দুপুরের খাওয়া সেরে পৌনে তিনটে নাগাদ ভেম্বানাদ লেকে ভেসে চলা শুরু। দুপাশে ঘন নারকেল গাছ। লেকের মাঝে মাঝে নারকেল গাছে ঘেরা ছোট ছোট দ্বীপ, মাঝে একটা দ্বীপে কিছুক্ষণের যাত্রাবিরতি। বোটেই চা-পর্ব সেরে পাঁচটা নাগাদ ঘাটে ফেরা।

৩ তারিখ সকালে অটো নিয়ে প্রথমে স্পোর্টসের অফিস। কাগজপত্র, টুপি, আই কার্ড ইত্যাদি সংগ্রহ করে জাহাজের রিপোর্টিং সেন্টার। মালপত্র চেকিং হয়ে চলে গেল। আমরাও চেকিংয়ের পর ভেতরে ঢুকে নির্দিষ্ট বাসে করে কোচি পোর্টে পৌঁছলাম। সামনে দাঁড়িয়ে ৮০০ যাত্রীবহনকারী জাহাজ, কাভারত্তি। যাত্রীদের বিশাল লাইন। ট্যুরিস্টদের জন্য আলাদা সিঁড়ি। জাহাজে উঠে নির্দিষ্ট ঘরে পৌঁছে দেখি লাগেজ হাজির। সুন্দর সাজানো গোছানো ঘর, দুজনের থাকার ব্যবস্থা। এরপর কিছুক্ষণ জাহাজের আনাচকানাচ ঘুরে বেড়ানো। দুপুরে লাঞ্চের ঘোষণা শুনে কাফেটেরিয়াতে পৌঁছে দেখি খাওয়ার এলাহি ব্যবস্থা। যার যা খুশি যত খুশি খেতে পারে। লাইন দিয়ে পছন্দমতো খাবার নিতে হবে। এখানে কেবল ১৬৩ জন ট্যুরিস্ট এবং জাহাজকর্মীদের খাওয়ার ব্যবস্থা। সাধারণ যাত্রীদের ক্যান্টিন নীচের তলায়। তিনটে নাগাদ একটু অন্য ধরণের একটা জাহাজ এসে মোটা দড়ি দিয়ে বেঁধে কাভারত্তির মুখটা ঘুরিয়ে দিতে, জাহাজ চলতে শুরু করল। আস্তে আস্তে কোচি পোর্ট, দুপাশের বিশাল বাড়িঘর, তেলের ডিপো, চাইনিজ ফিশিং নেট সব দূরে সরে যেতে থাকল। কূল ছেড়ে এসে পিছনের পানে তাকিয়ে দেখি কূল-কিনারাহীন সাগরে আমরা ভাসছি। আকাশ রাঙিয়ে সমুদ্রকে রঙের খেলায় মাতিয়ে সূর্যদেব ধীরে ধীরে অদৃশ্য হলেন। ধীরে ধীরে বিশ্বচরাচর আঁধারে গ্রাস করল।

সকালে দ্বীপ থেকে অনেক দূরে জাহাজ থেমেছে। সাড়ে সাতটার মধ্যে ব্রেকফাস্ট সেরে নামার লক্ষ্যে জাহাজের গেটে অপেক্ষা করছি। নামার অগ্রাধিকার সাধারণ যাত্রীদের। একেক করে মোটরবোট এসে জাহাজের গায়ে লাগছে। যাত্রীদের দ্বীপে পৌঁছে দেওয়াই এদের কাজ। আমরাও বোটে করে মিনিকয় দ্বীপে পৌঁছলাম। জেটি থেকে ম্যাটাডোরে বিচে পৌঁছলাম। ডাবের জল দিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা জানানো হল। ধপধপে সাদা মিহি বালির সৈকত। স্ফটিক-স্বচ্ছ জল। জলের নীচে মাঝে মাঝে শ্যাওলা জাতীয় কিছু দেখা যাচ্ছে। হালকা বাতাস জলের ওপর আলপনা এঁকে যাচ্ছে। বিচের কাছ থেকে যতদূর চোখ যায় জলের রং প্রথমে সাদা পরে হালকা তুঁতে, আস্তে আস্তে আরও গাঢ় রং। অনেক দূরে কোরাল রিফের গায়ে ঢেউ ভাঙছে। ঢেউয়ের ফেনায় সেটাকে একটা সাদা লাইন মনে হচ্ছে। আকাশ মেঘলা হলে জলের রংবদলও বর্ণনাতীত। জলে নেমে যতদূর খুশি যাওয়া যায়।

পরের গন্তব্য লাইট হাউস। একবারে পঁচিশ-ত্রিশ জন পর্যটক ওপরে উঠতে পারে। ওপরে উঠে দেখা যায় চারদিকের সৌন্দর্য। ঘন নারকেল গাছে ছাওয়া দ্বীপ। তার মাঝে একটা বেশ বড় জলাশয়। কিছুটা দূরে সমুদ্রের হালকা তুঁতে-রঙা জলের বাহার। পিছনদিকটায় ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে। লাইট হাউস থেকে ফিরে বহু সময় সমুদ্রে কাটিয়েছি। নোনা জল থেকে উঠে স্নান সেরে দুপুরের আহার। বুফে সিস্টেম। টুনামাছ, মাংস, নিরামিষ সব আছে, যার যেটা ইচ্ছে। বিচে বসার জায়গাগুলো খুব সুন্দর। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর স্থানীয় লোকনৃত্য দেখানো হল। এরপর ম্যাটাডোরে গ্রাম দেখতে যাওয়া। গ্রামসভার বাড়িতে চা, পুরভরা সিঙাড়া আর কলাপাতা মোড়া পাটিসাপ্টা দিয়ে অভ্যর্থনা জানানো হল। এখানেই দেখলাম জাহাদানি নৌকা— বেশ সরু রংদার অনেক দাঁড়বিশিষ্ট নৌকা। প্রতি বছর ৮-৯টা গ্রাম এই নৌকা নিয়ে প্রতিযোগিতায় নামে। দিনের শেষে মোটরবোটে জাহাজে ফেরা। উথাল-পাথাল ঢেউয়ের ঝাপটায় বোট মোচার খোলার মতো ভেসে চলেছে। জলের ঝাপটায় আমরাও ভিজছি। রাতের সমুদ্রে জাহাজ এগিয়ে চলেছে কালপেনির দিকে।

৫ তারিখ সকালে জাহাজ থেকে নেমে বোটে কালপেনি জেটি। এরপর ম্যাটাডোরে ট্যুরিস্ট রিসেপশন সেন্টার— একেবারে সমুদ্রের ধারে। নারকেল গাছে ছাওয়া দ্বীপ। আশপাশে সমুদ্রের মাঝেই কয়েকটা সবুজ গাছে ঢাকা দ্বীপ দেখা যাচ্ছে। কাছের একটা দ্বীপে মনে হচ্ছে হেঁটেই জল পেরিয়ে যাওয়া যাবে। দূরে, সমুদ্রের ঢেউ লেগুনে বাধা পেয়ে ভেঙে যাচ্ছে। ১২ কিলোমিটার দীর্ঘ এই দ্বীপ। এখান থেকে স্নানের ঘাটের দূরত্ব ৬ কিলোমিটার। যাওয়ার পথে কিছুদূর গিয়ে দুপাশেই সমুদ্র দেখা যাচ্ছে। দুপাশ থেকে সমুদ্র যেখানে মিশেছে সেখানেই স্নানের ঘাট। পাথুরে জায়গা। তারপর গোলাপি আভার বালি। জলের নীচে সাদা বালি আর হালকা ঢেউ জলের ওপর আশ্চর্য সুন্দর আলপনা এঁকে চলেছে। জলচশমা আর মাস্কের কাড়াকাড়ি চলছে। যাহোক করে একটা পাওয়া গেল। ট্যুরিস্টদের তুলনায় গাইড খুব কম। জলে ভেসে কোরাল রাজ্য দেখে, কায়াকিং করে বেশ কিছুটা সময় কাটল। ফিরে এসে লাঞ্চ সেরে লোকনৃত্য দেখা। এরপর গেঞ্জি কারখানা, নারকেল তেল তৈরির কারখানা দেখানো হল। সমুদ্রের ধার দিয়ে রাস্তা। এদিকটায় বেশ ঢেউ আছে। পাথরে বাঁধানো পাড়ে এসে ঢেউ ভাঙছে। লাইফ জ্যাকেট পরে মোটরবোটে জাহাজে ফেরা। রাতে জাহাজ ছেড়ে কাদমাটের দিকে চলেছে। দ্বীপের আলো মিলিয়ে গিয়েছে। বিশ্বচরাচর আঁধারে ঢাকা। আকাশে দু-চারটে তারা মিটমিট করছে। জলের ওপর সাদা ফেনার আলপনা এঁকে জাহাজ এগিয়ে চলেছে।

৬ তারিখ সকালে একইভাবে বোটে করে কাদমাট দ্বীপ। পৌঁছতে প্রায় ৫০ মিনিট লাগল। গভীর সমুদ্র ছাড়িয়ে জলের রং হালকা সবুজ। সমুদ্রের তলদেশ দেখা যাচ্ছে। বিচটি খুব সুন্দর। শান্ত নিরালা বিচ। বিচের বালির রং হালকা গোলাপী। বিচ থেকে একটু এগিয়ে স্থলভাগ থেকে অপর দিকের সমুদ্র দেখা যাচ্ছে। গ্লাসবটম বোটে প্রবাল-সাম্রাজ্য দেখতে গেলাম। ছোট-বড় অজস্র ধরণের রংবেরঙের প্রবাল, তার মধ্যে খেলা করছে অজস্র ছোট-বড় মাছ। আশ্চর্যসুন্দর জগৎ। ফিরে এসে সমুদ্র-স্নান, কায়াকিং তারপর দুপুরের আহার। জেটি থেকে সমুদ্রের ধার দিয়ে নারকেল গাছে ছাওয়া বাঁধানো রাস্তা। বালুকাবেলায় ছোট ছোট ঢেউয়ের আনাগোনা, অসাধারণ দৃশ্য। নারকেল তেল তৈরির কারখানা দেখিয়ে আমাদের ফেরার জন্য অন্য একটা জেটিতে আনা হল। এখানেই প্রথম ছোট হোটেল, দোকান দেখা গেল। জেটির কাছে অনেক মানুষজনও রয়েছে। বোটে ফেরার পথে এক অনবদ্য সূর্যাস্ত দেখলাম। রাতে জাহাজ চলতে শুরু করেছে। আমরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের ১৬৩ জন মানুষের দল, ফিরে চলেছি নিজেদের জায়গায়। পথের আলাপ পথেই শেষ। ৭ তারিখ দুপুরে জাহাজ জেটিতে ভিড়েছে। সবার ফেরার তাড়া। আমি বিকেলে ফোর্ট কোচি ঘুরে দেখলাম। ফোর্ট কোচিই পুরনো কোচিন শহর। আবারও 'ভ্রমণ'-কে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি।

***সুপ্রীতি সেন***
*মদনপুর, পূর্বপাড়া, নদিয়া*

# রেলপথে খাজুরাহো

'ভ্রমণ' জুলাই, ২০১১ (পুজোর ভ্রমণ গাইড) সংখ্যায় একটা বহু আকাঙ্ক্ষিত সুখবর পাওয়া গেল: 'খাজুরাহোতে বর্তমানে রেলস্টেশন তৈরি হয়েছে'। অর্থাৎ এখন থেকে মন্দিরনগরীর জগদ্বিখ্যাত মন্দিররাজি দর্শন করতে খাজুরাহো যাওয়া যাবে সরাসরি ট্রেনে চেপে! এই ইচ্ছে আমার মনের কোণে লালিত হচ্ছিল অনেকদিন ধরেই। বিভিন্ন সময়ে 'ভ্রমণ'-এ প্রকাশিত খাজুরাহো সম্পর্কিত লেখাগুলি পাঠ করে এটুকু জানা ছিল যে, খাজুরাহো পর্যন্ত সরাসরি রেল সংযোগ নেই; সাতনা পর্যন্ত দীর্ঘ ট্রেনযাত্রার পর সেখান থেকে আরও ১২০ কিলোমিটার দূরের খাজুরাহো পৌঁছতে বাসে ঘণ্টাচারেক সময় লাগে। সরাসরি বাসের অমিলে ছত্তরপুরগামী বাসে বামিঠা অবধি গিয়ে বাকি ১১ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে ভরসা শেয়ার জিপ। আর্থিক-সামর্থ্য থাকলে অবশ্য সাতনা থেকেই ১০০০-১২০০ টাকায় ভাড়াগাড়িতে খাজুরাহো পৌঁছনো সম্ভব। কিন্তু এত ঝক্কি সয়ে অত দীর্ঘ পথ গাড়ির ভেতর পা-গুটিয়ে বসে আমার কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না। সস্তা, নির্ঝঞ্ঝাট, খোলামেলা আর বৈচিত্রে-ভরা বলে আমার কাছে রেলপথে ভ্রমণের আনন্দই আলাদা। তাই খুব আশায় ছিলাম, কোনওদিন নিশ্চয়ই রেলপথ খাজুরাহোর মাটি ছোঁবে। অবশেষে সেই সুযোগ এল। তবে আর দেরি কীসের?

সমস্যা দাঁড়াল অন্য জায়গায়। ভারতীয় রেল প্রকাশিত জুলাই, ২০১১-র 'ট্রেন অ্যাট এ গ্ল্যান্স' থেকে জানা গেল, বর্তমানে কেবল বেনারস, দিল্লি আর উদয়পুর থেকে খাজুরাহো পর্যন্ত এক্সপ্রেস ট্রেন চলে। ভেবে দেখলাম, বেনারস থেকে ট্রেনে চাপাই যুক্তিযুক্ত হবে। যেহেতু বছরকয়েক আগেই আমার বেনারস-দর্শন সম্পন্ন হয়েছিল, এবারে তাই বেনারস পৌঁছে রামনগরের দুর্গ-প্রাসাদ আর বুদ্ধদেবের স্মৃতিবিজড়িত সারনাথ দেখে এগিয়ে যাব খাজুরাহোর উদ্দেশে। ফেরার পথে নেমে যাব এলাহাবাদে। সেখানকার দর্শনীয় যা-কিছু দেখে ফেরার পথ ধরব। সেইমতো ট্রেনের টিকিট বুক করে নিলাম।

শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি, ২ আগস্ট সন্ধ্যায় আমাদের তিনবন্ধুর ছোট্ট দলটির যাত্রা শুরু হল। পরদিন সকালে ট্রেনে বেনারস পৌঁছে হোটেলে স্নান-খাওয়া সেরে একটা অটো ভাড়া করে রামনগরের দুর্গ-প্রাসাদ আর সারনাথের মন্দির, স্তূপ, বৌদ্ধবিহারের ধ্বংসাবশেষ আর সংগ্রহালয় দেখে ফিরে এলাম বিকেলবেলা। খাজুরাহোর ট্রেন ছাড়ল সন্ধ্যা ৬টা ৫ মিনিটে। পথে আমাদের সঙ্গী হল নাছোড়বান্দা বৃষ্টি। পরদিন ভোর পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠে দেখি, তুমুল ধারাবর্ষণের মধ্যেই ট্রেন ছুটছে সবুজ অরণ্যের বুক চিরে গড়ে-ওঠা রেলপথ ধরে। রেলপথের দুধারে যতদূর চোখ যায়, শুধুই অফুরন্ত সবুজের সমারোহ। একটু পরে ট্রেন থামল খাজুরাহো স্টেশনে। নতুন তৈরি এই স্টেশন-ভবনটির গঠন-সৌকর্য দৃষ্টি আকর্ষণকারী। খাজুরাহোর মন্দির এবং মন্দির ঘিরে গড়ে ওঠা হোটেল, দোকান-পাট স্টেশন থেকে ৯ কিলোমিটার দূরে। প্ল্যাটফর্মের মাঝামাঝি জায়গায় মধ্যপ্রদেশ রাজ্য পর্যটন উন্নয়ন নিগমের কাচঘেরা অফিস। দায়িত্বপ্রাপ্ত পর্যটন আধিকারিক অত সকালেও উপস্থিত। স্পটবুকিংও পাওয়া গেল পর্যটন উন্নয়ন নিগমের হোটেল পায়েলে। বর্ষাকাল এখানে অফ সিজন, তাই সরকারি হোটেলগুলোর ভাড়ায় ব্যাপক ছাড় মেলে এই সময়। স্টেশন থেকে হোটেলে চললাম অটোয় চেপে। হোটেলে ঢুকেই চটপট তৈরি হয়ে নিয়ে গাড়িভাড়া করে ঝমঝমে বৃষ্টির মধ্যেই চললাম খাজুরাহোর ১৯ কিলোমিটার উত্তরে রানে জলপ্রপাত দেখতে।

খাজুরাহোর চারদিক ঘিরে প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে আছে বিন্ধ্যাচল পর্বত। সেই পর্বতের গভীর খাদ বরাবর পাথরের বড় বড় খণ্ডের মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে কর্ণাবতী নদী। সংক্ষেপে 'কেননদী'। খাড়া পাথরের ঢাল বেয়ে নামতে গিয়ে কেননদী কোথাও কোথাও রূপ নিয়েছে নয়নাভিরাম জলপ্রপাতের। যেমন এই রানে জলপ্রপাত। বর্ষাকাল বলেই এর রূপ এত ভয়ঙ্কর, আকার এত স্ফীত। বিন্ধ্যপর্বতের ঢাল বেয়ে প্রবল উচ্ছ্বাসে কেননদী ঝাঁপিয়ে পড়ছে গভীর পাহাড়ি খাদে। সেই খাদ বরাবর বিপুল বেগে পাক খেয়ে খেয়ে বয়ে চলেছে অনন্ত ফেনিল জলরাশি। প্রপাতের কাছেই কেননদীতে কুমির স্যাংচুয়ারি আছে। কিন্তু ১৫ জুন থেকে ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত দর্শকদের সেখানে যাওয়ার অনুমতি নেই। অগত্যা তুমুল বৃষ্টিপাতের মধ্যেই ছাতা মাথায় রানে প্রপাতের আর কেননদীর ছবি তুললাম। বাতাসে জলকণার কুয়াশা ক্যামেরার লেন্সের ওপর সাদা আস্তরণ ফেলে ফেলে ছবি তোলায় বিঘ্ন ঘটাচ্ছিল বারবার।

রানে প্রপাত থেকে ফিরে এসে আমরা খাজুরাহো গেলাম। খাজুরাহোর পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ অংশ জুড়ে মন্দিরগুলো ছড়িয়ে আছে। এর মধ্যে পশ্চিমাংশের মন্দিরগুলি ইউনেস্কোর বিশ্ব-ঐতিহ্যের তালিকাভুক্ত। চান্দেলা রাজাদের শিল্পকীর্তি খাজুরাহোর ৮৫টি মন্দিরের মধ্যে সব মিলিয়ে ২২টি মন্দির কালের প্রকোপ সামলে বর্তমানে টিকে আছে। হলুদ বেলে-পাথরে তৈরি মন্দিরগুলোর অনবদ্য পাথুরে-অলঙ্করণ, নিখুঁত ভাস্কর্য আর অনন্য স্থাপত্যশৈলী মুগ্ধ হয়ে দেখতে হয়। মন্দিরগুলির শিল্পনৈপুণ্য দর্শকদের বাকরুদ্ধ করে দেয়। এখানে মন্দিরগুলির বিস্তারিত বর্ণনা সাধ্যাতীত; শুধু নামগুলি জানাচ্ছি: পশ্চিমাংশের মন্দির— (১) লক্ষ্মী (২) বরাহ (৩) লক্ষ্মণ (৪) কান্ডারীয় মহাদেব (৫) মহাদেব (৬) জগদম্বী (৭) চিত্রগুপ্ত (৮) পার্বতী (৯) বিশ্বনাথ (১০) নন্দী (১১) মাতঙ্গেশ্বর (১২) চৌষট্টি যোগিনী এবং (১৩) লালকুঁয়া মহাদেব।পূর্বাংশের মন্দির— (১৪) ঘণ্টাই (১৫) আদিনাথ (১৬) পার্শ্বনাথ (১৭) শান্তিনাথ (১৮) জবারি (১৯) বামন এবং (২০) ব্রহ্মা আর দক্ষিণাংশের মন্দির— (২১) দুলাদেও এবং (২২) চতুর্ভুজ। প্রচুর সময় নিয়ে দেখতে হয় প্রতিটি মন্দিরের কারুকাজ। খাজুরাহোর পুরাতত্ত্ব সংগ্রহালয়টি দেখবার মতো— অসংখ্য প্রত্নসামগ্রীতে ঠাসা। সময় হাতে করে ঘুরে ঘুরে দেখতে হয় সেসব। আর শান্তিনাথ মন্দির চত্বরের জৈনভাস্কর্য-সমৃদ্ধ মিউজিয়ামটি ছোট হলেও সুন্দর।

পরদিন সকালে ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যেই চললাম কেননদী-সৃষ্ট আরেকটি জলপ্রপাত দেখতে। নাম তার পাণ্ডব প্রপাত। খাজুরাহো থেকে ৩২ কিলোমিটার দূরের পান্না অভয়ারণ্য যাওয়ার পথেই পড়ে নয়ন-বিমোহন এই পাণ্ডব প্রপাত। অরণ্যের বুক চিরে মসৃণ পিচরাস্তা। রাস্তার দুপাশে উঁচু উঁচু গাছ আর বিন্ধ্যপর্বতের এবড়ো-খেবড়ো ঢাল দেখতে দেখতে পৌঁছে গেলাম পাণ্ডব প্রপাতের দোরগোড়ায়। গাছে ঘেরা বিন্ধ্যপর্বতের ঢাল বেয়ে নৃত্যের ছন্দে নেমে আসছে কর্ণাবতী নদী। বর্ষার জল পেয়ে নদী এখন বাঁধনছাড়া। চওড়া ধারায় ঝরনা হয়ে ঝরে পড়ছে অনেক নীচের একটি কুণ্ডে। পাহাড়ের গা-কেটে বানানো সিঁড়ি বেয়ে ধাপে ধাপে নেমে পৌঁছে যাওয়া যায় সেই কুণ্ডের কাছে। কুণ্ডের অপর পারে পাহাড়ের ঢালে ছোট্ট একটি গুহার অবস্থান। জনশ্রুতি, অজ্ঞাতবাসকালে দ্রৌপদী সহ পঞ্চপাণ্ডবগণ এই গুহাপথেই বিন্ধ্যাচল পর্বত অতিক্রম করেছিলেন। কেননদীর এই প্রপাতের নাম তাই পাণ্ডব প্রপাত। পাশের ওই কুণ্ডটির নাম দ্রৌপদী কুণ্ড। পাহাড়ের ওপর একটি বিশেষ জায়গা থেকে কুণ্ডটিকে দেখলে সেটিকে পানপাতার মতো দেখায়। কুণ্ড থেকে কিছুটা দূরে পাথরের স্ল্যাব ফেলে ওপারে গুহায় যাওয়ার পথ তৈরি হয়েছে। কেননদীর জল কুণ্ড ছাপিয়ে পাথরের স্ল্যাবের ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে পাহাড়ের খাদবরাবর, অরণ্যের আরও গহীনে। ওখানে উপস্থিত অন্যান্য ভ্রমণার্থীর সঙ্গে পাথরের স্ল্যাবের ওপর দিয়ে জল পেরিয়ে আমরাও কুণ্ডের ওপারে গিয়েছি গুহা দেখতে। গুহার ভেতর রাখা আছে ছোট ছোট পাথরের মূর্তি। এখান থেকে পাণ্ডব প্রপাতের শোভা আরও মনোমুগ্ধকর। তন্ময় হয়ে সমানে ছবি তুলছি। সম্বিৎ ফিরল গাইড-ছেলেটির ডাকে। সে আমাদের সতর্ক করল, কেননদীতে জল বাড়ছে, আরও দেরি করলে সমস্যা হতে পারে। সবাই তখন পড়ি-কি-মরি করে জল ডিঙিয়ে ফিরতে লাগল। ওপারে পৌঁছতে না পৌঁছতেই জল হাঁটু আর কোমরের মাঝবরাবর উঠে আসায় সকলের পোশাক ভিজে একসা হল। এরপর পাথরের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এলাম। পাহাড়ের সমতল চাতালের একধারে শ্রী চন্দ্রশেখর আজাদের একটি আবক্ষ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। মূর্তির বেদির গায়ের পাথরে খোদাই করা বিবরণ পড়ে জানা গেল, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় ৪ সেপ্টেম্বর, ১৯২৯-এ গুহা সন্নিহিত এই স্থানে বিপ্লবী চন্দ্রশেখর আজাদের সভাপতিত্বে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের এক গোপন বৈঠক সম্পন্ন হয়েছিল। সেই দিনটিকে স্মরণ করে, ২০১০-এর প্রজাতন্ত্র দিবসে সরকারি উদ্যোগে এখানে এই মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। হোটেলে ফেরার পথে আমাদের হোটেলের পাশেই অবস্থিত আদিবাসী শিল্পকলা সংগ্রহালয়টিও দেখে নিলাম। খাজুরাহোর অন্য আকর্ষণ বোধহয় নগর জুড়ে ছড়িয়ে থাকা বেশ কয়েকটি লেক, চলতি কথায় যাদের নাম— খর্জুসাগর, শিবসাগর, প্রেমসাগর, বেণীসাগর ইত্যাদি। শহরে ঘুরতে-ফিরতে দেখাও হয়ে যায় তার কয়েকটা।

আজ রাতের ট্রেনেই আমাদের ফিরে যেতে হবে।

তবু এক অনির্বচনীয় আনন্দে মন আজ পরিপূর্ণ। দুদিন ধরে অপরূপা খাজুরাহো আর কর্ণাবতী নদীর দুই জলপ্রপাতের রূপ-লাবণ্য দেখে চক্ষুও পরিতৃপ্ত। তবে মন বলছে, আবার আসতে হবে এখানে।

***অসিত বসাক***

*২০৭, রাজা রামমোহন রায় রোড, সুকান্ত নগর রবীন্দ্র সরণি, শিলিগুড়ি-৭৩৪ ০০৬*

বেড়িয়ে এসে

## কিন্নর ভ্রমণ

'ভ্রমণ' এপ্রিল, ১৯৯৮ সংখ্যায় প্রকাশিত 'পূর্ব হিমাচল' ও মে, ২০১১ সংখ্যায় 'হিমাচলের কিন্নর' লেখা পড়ে কিন্নর দর্শনের ভ্রমণসূচি তৈরি করি। ২৩ মার্চ, ২০১৩ তারিখ ৭ দিনের জন্য স্ত্রী-কন্যাকে নিয়ে রাজধানী এক্সপ্রেসে দিল্লি রওনা হই। ২৪ তারিখ দিল্লি পৌঁছে পূর্ব নির্দিষ্ট গাড়িতে সিমলা যাত্রা করি। গাড়ি-ভাড়া পড়ে ৪,৩০০ টাকা। চন্ডিগড় থেকে বাইপাস ধরে সন্ধ্যায় সিমলা পৌঁছে হোটেল মেরিডিয়ানে উঠি।

২৫ তারিখ সকালে প্রতিদিন ১,৮০০ টাকার চুক্তিতে হোটেল থেকে গাড়ি নিয়ে ২৪০ কিলোমিটার দূরে সাংলাভ্যালি রওনা হই। সবুজ অরণ্যে ঘেরা আঁকাবাঁকা পাহাড়ি পথ ধরে নারকাণ্ডা পার হয়ে রামপুর পৌঁছই। রামপুর থেকে সবুজ পাহাড়ের জায়গায় ধূসর-ন্যাড়া পাহাড় দৃশ্যমান হয়। লর্ড ডালহৌসি পরিকল্পিত হিন্দুস্তান-টিবেট রোড, বর্তমানে ২২ নম্বর জাতীয় সড়ক, ক্রমশ ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। জিওরি পৌঁছে প্রবেশদ্বারে হিন্দিতে লেখা 'কিন্নর আপকা হার্দিক সোয়াগত করতা হ্যায়' চোখে পড়ে। দুর্গম পাহাড়ের বুকে শতদ্রুনদীর ওপর সাটলেজ হাইড্রো-পাওয়ার ও বাসপা নদীর ওপর বাসপা হাইড্রো-পাওয়ার প্ল্যান্টের কর্মশালা পার হয়ে কারছাম পৌঁছে ১৮ কিলোমিটার দূরের বাসপা বা সাংলাভ্যালির পথ ধরি। হাড়হিম করা ঠান্ডার মধ্যে উর্ধ্বমুখী পথ ধরে বেশ কয়েকটি বন্ধ হোটেল পেরিয়ে অবশেষে হোটেল প্রকাশ-এ দুদিনের জন্য ঘর ভাড়া নিই। গাড়িতে রাখা তাপমাপক যন্ত্রে তাপমাত্রা তখন শূন্য ডিগ্রি। সাংলার সৌন্দর্য আমাদের মুগ্ধ করে দেয়। কিন্নর কৈলাস পর্বতমালায় ঘেরা নীল বাসপা নদীর তীরে শস্যখেত, আপেলবাগান, ফার, দেওদার, ঝাউয়ে ঘেরা সবুজ অরণ্য, তিব্বতি স্থাপত্যে তৈরি রঙিন বাড়ি, সর্বোপরি সমস্ত উপত্যকা জুড়ে ঢেকে-থাকা সাদা বরফের চাদর— যেন ক্যানভাসে আঁকা ছবি।

২৬ তারিখ গাড়িতে করে যতটা সম্ভব বরফাচ্ছাদিত ছিটকুলের পথে এগোই। যতদূর চোখ যায় শুধু বরফ আর বরফ। কামরুফোর্ট, গুম্ফা, বেরীনাগের মন্দির দেখে হোটেলে ফিরে আসি।

২৭ তারিখ সকালে ৫১ কিলোমিটার দূরে কল্পা রওনা হই। পথে গাড়ি থেকে নেমে নিষ্পাপ পাহাড়ি শিশুদের সঙ্গে রং খেলা কিন্নর ভ্রমণের এক মিষ্টি অভিজ্ঞতা। দুর্গম পথ অতিক্রম করে রেকংপিও পৌঁছে জানতে পারি অতিরিক্ত বরফপাতের জন্য কল্পার রাস্তা বন্ধ। অগত্যা কল্পা না যেতে পারার দুঃখ মনে নিয়ে রেকংপিওর হোটেল শিবলিং ভিউ-তে উঠি। সারাদিন অলসভাবে ফলের বাগান, মন্দির, গুম্ফা, কিন্নর-কৈলাস ও তার পাশে গ্রানাইট পাথরে তৈরি বানাসুরের শিবলিঙ্গ, যার ওপরে সূর্যের আলো পড়ে তার বিভিন্ন রং পরিবর্তন, বেশ দর্শনীয়। দোলপূর্ণিমার রাতে কিন্নরের সবথেকে বড় আকর্ষণ জ্যোৎস্নার আলোয় চারদিক প্লাবিত-করা চন্দ্রোদয় দেখা— যা জীবনের এক স্মরণীয় ঘটনা।

২৮ তারিখ ফিরতি পথে কিন্নরের আরেক অপূর্ব সৃষ্টি সারাহান রওনা হই। দূরত্ব ১০৭ কিলোমিটার। জিওরি থেকে ২১ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে সারাহান পৌঁছে ৩০ শতাংশ ছাড়ে ট্যুরিজমের হোটেল শ্রীখণ্ডতে উঠি। ইন্দো-তিব্বতি স্থাপত্যশৈলীতে তৈরি পাহাড়ের ওপর প্রায় ঝুলে থাকা হোটেলটির নির্মাণ ও অবস্থান প্রশংসনীয়। হোটেলের একদিকে ভীমকালীর মন্দির এবং অন্যদিকে নিস্তব্ধ উপত্যকাজুড়ে বরফে মোড়া শ্রীখণ্ড মহাদেব পর্বতমালা। সন্ধ্যায় ভীমকালী মন্দিরে পুজো দিয়ে এবং আরতি দেখে হোটেলে ফিরে আসি। হোটেলে বসে পুনরায় কিন্নরের চন্দ্রোদয় দেখি ও জ্যোৎস্নার আলোয় শ্রীখণ্ড মহাদেবকে উপভোগ করি।

২৯ তারিখ সকালে দেখতে পাই মোনাল পাখি। এরপর হেলিপ্যাড ও ভিউপয়েন্ট থেকে বাইনোকুলারে শেষবারের মতো কিন্নর-কৈলাস দর্শন সারি। ফিরতিপথে রামপুরে পাহাড়ের কোলে বুশাহার রাজাদের পদম প্যালেস দেখে সিমলা ফিরে আসি। হোটেলে বিশ্রাম নিয়ে রাত নটায় অগ্রিম বুক করা ট্যুরিজমের বাসে দিল্লি যাত্রা করি। দিল্লি পৌঁছে বিকেলে কলকাতা রাজধানী এক্সপ্রেসে কলকাতা রওনা হই।

***বিশ্বজিৎ দত্ত***

*১/৪৮, পোদ্দারনগর, যোধপুর পার্ক*

বেড়িয়ে এসে

## সিকিমের রাবংলা, নামচি

২০১৩-র ৫ এপ্রিল শিয়ালদা থেকে যাত্রা করে, পরদিন ৬ এপ্রিল সকাল সাতটায় নিউ জলপাইগুড়ি পৌঁছে, ওখান থেকে আবার শেয়ার জিপ ধরে জোড়থাং পৌঁছই। সেখান থেকে আর দেরি না করে, দ্বিপ্রাহরিক আহার না করেই শেয়ার জিপ ধরে সোজা নামচি। বিকেলে হোটেলে উঠি।

নামচির উচ্চতা প্রায় ৭,০০০ ফুট। নামচির প্রধান চত্বর সেন্ট্রাল প্লাজায় অবস্থিত হোটেল ডেনজং-এ উঠলাম। সঙ্গে সচিত্র পরিচয়পত্র না থাকায় কিঞ্চিত হয়রানি। তবে সন্ধে সাড়ে সাতটার মধ্যে প্রায় সমস্ত দোকানপাট বন্ধ হয়ে যেতে থাকলে খুবই অবাক হয়ে যাই। কারণ নামচি মোটেই জনমানবহীন ছোট্ট কোনও অখ্যাত গ্রাম নয়। রীতিমতো ঘিঞ্জি শহর— ছয়-সাততলা বাড়ির ছড়াছড়ি।

যাই হোক, খুঁজে পেতে একটা হোটেলে, রাত্রির খাওয়া সেরে, হোটেল ডেনজংয়ে ফিরে এলাম। কলকাতার গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা, আর নামচিতে হালকা সোয়েটার পরে ভালোই লাগছিল। রাতে গায়ে কম্বল দেওয়া আবশ্যক। ধুলো, ধোঁয়া, মশা, পোকামাকড়-বর্জিত নামচি, প্রথম দর্শনেই আমাদের মোহিত করল। পরদিন ৭ এপ্রিল সকালে, নামচি ট্যাক্সিস্ট্যান্ড থেকে একটা ট্যাক্সি পুরো রিজার্ভ করে (১,৭০০ টাকা) চললাম নামচি ঘুরে দেখতে। এর সঙ্গে জুড়লাম রাবংলা। কারণ রাবংয়ে অবস্থিত এক বিশালাকায় বুদ্ধমূর্তির কথা কাগজে পড়েছিলাম। সেই সুন্দর বুদ্ধমূর্তির উদ্বোধনে স্বয়ং দলাই লামা এসেছিলেন দিন পনেরো আগে। রাবংলা তাই পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে সুপরিচিত হচ্ছে।

গাড়ি তেল ভরল, আমাদের কাছ থেকে অগ্রিম টাকা নিয়ে। তারপর সোজা সোলোকোক নামে এক অঞ্চলে গেল নামচির নবতম সংযোজন চারধাম দর্শনে। বিশাল এক এলাকা জুড়ে, পাহাড়ের গা কেটে তৈরি করা হয়েছে এক মন্দির কমপ্লেক্স। ভারতের যে চারটি ধাম আছে, তারই অনুকরণে তৈরি হয়েছে রামেশ্বর, পুরী, বদ্রীনাথ ও দ্বারকার মন্দিরগুলি! এছাড়াও এক বিশালকায় শিবের মূর্তিও রয়েছে। ঝাঁ-চকচকে পরিবেশে, বেশ কয়েক ঘণ্টা ঘুরে বেড়ানো যায় এই মনোরম স্থানে। এখানকার দর্শন সাঙ্গ করে আবার গাড়িতে উঠে বসি। এবার চললাম রাবংলা। পাহাড়ের পাকদণ্ডী পথে ঘুরতে ঘুরতে শেষে পৌঁছলাম বুদ্ধপার্কে। গাড়ি পার্ক করার জায়গা থেকেই দেখা গেল অভিনব বুদ্ধমূর্তিকে। গুরুগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে অ্যামপ্লিফায়ারে বুদ্ধের স্তব বাজছে। বিরাট কারুকার্যমণ্ডিত তোরণ পেরিয়ে, নামধাম লিখে তবেই প্রবেশ। ভেতরে সিঁড়ি দিয়ে নেমে, সাজানোগোছানো পথ দিয়ে অগ্রসর হয়ে, আবার গোটা ত্রিশ সিঁড়ি ভেঙে গিয়ে বিরাট বিশাল ধ্যানস্থ বুদ্ধের পাদদেশে পৌঁছনো হল। অপূর্ব কারুকার্যমণ্ডিত, হলুদ, কমলা, লাল ও নীল রং-এ চিত্রিত এক বেদি, তার ওপর বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠিত। তার চারপাশে বিশাল বিশাল কারুকার্যমণ্ডিত পাত্র সাজানো। পরিবেশ নয়নাভিরাম। হালকা ঠান্ডা ভাব, নিস্তব্ধ পরিবেশ, সত্যিই দর্শনীয়। কখনও-সখনও পাখির ডাক আর বুদ্ধ-স্তবের ধ্বনি। বুদ্ধমূর্তির বাঁদিকে, নীচে এক বিশাল প্রার্থনাকক্ষ। মূর্তির পিছনে গিয়ে দেখি, সার দিয়ে হলুদবর্ণের প্রার্থনা চক্র। আর তার সামনে সারিবদ্ধভাবে পাতা বেঞ্চ। চারদিকে সাজানো আছে ছোট ছোট টবে রংবেরংয়ের বাহারি মরশুমি ফুল।

এইসব দেখা সাঙ্গ করে ফিরে এসে আবার জিপের সওয়ারি হয়ে পৌঁছে যাই 'সামদ্রুপ' নামক স্থানে। স্থানটি নামচির অন্তর্গত। সেখানে আরেক বিশাল বুদ্ধমূর্তি রয়েছে পাহাড়ের মাথায়। তবে এই বুদ্ধমূর্তির মুখে, চিরাচরিত শান্ত সমাহিত ভাব অনুপস্থিত। মনে হল যেন তিনি ভ্রূ কুঞ্চিত করে আছেন। এখানকার উচ্চতা ৭,০০২ ফুট। মূর্তিতে সোনালি, লাল ও কালোরঙের আধিক্য। চারপাশের বাগান বিমোহিত করবে। মাত্র ৪-৫ জন ট্যুরিস্ট উপস্থিত ছিল। তখন প্রায় পাঁচটা বাজে। আকাশ ছিল মেঘলা। তাই কোনও শ্বেতশুভ্র পর্বত আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি। তবে আকাশ পরিষ্কার থাকলে বুদ্ধমূর্তির পিছনে কাঞ্চনজঙ্ঘার রূপ নাকি অতুলনীয়। এখানে কিছুটা সময় কাটিয়ে, ছবি তুলে আমরা নামচি রক গার্ডেন দেখতে গেলাম। ড্রাগন আঁকা তোরণদ্বার পেরিয়ে, ঘুরপথে প্রচুর সিঁড়ি বেয়ে সন্তর্পণে নেমে, প্রায় সন্ধের সময় পৌঁছলাম রক গার্ডেন দেখতে। দেখি পাথরের মধ্যেই পরিকল্পিতভাবে ফুলের মেলা। এসব দেখে সোজা নামচি প্রত্যাবর্তন। পরদিন সকালে নামচি দেখা সাঙ্গ করে, জোড়থাং হয়ে পেলিংয়ের দিকে এগোলাম।

***অপর্ণা ঘোষ***

*বি এ-৮০, সেক্টর-১, সল্টলেক সিটি*
*কলকাতা-৬৪*

# সিকিমের রেশমপথে

লেখা ও ছবি: মধুপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়

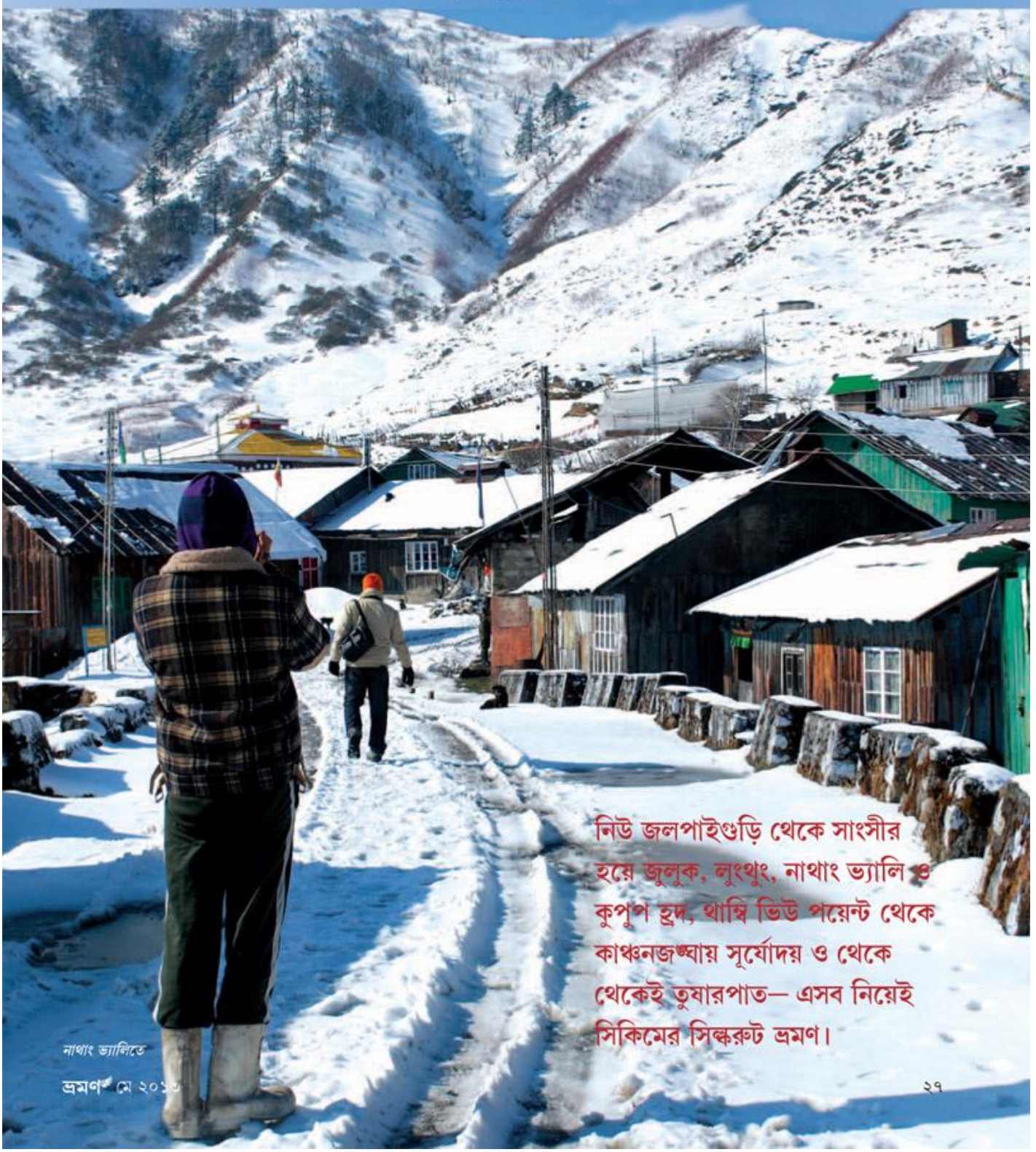

নিউ জলপাইগুড়ি থেকে সাংসীর হয়ে জুলুক, লুংথুং, নাথাং ভ্যালি ও কুপুপ হ্রদ, থাম্বি ভিউ পয়েন্ট থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘায় সূর্যোদয় ও থেকে থেকেই তুষারপাত— এসব নিয়েই সিকিমের সিল্করুট ভ্রমণ।

*নাথাং ভ্যালিতে*

একদিকে গ্যাংটক থেকে, আরেকদিকে কালিম্পং থেকে পাহাড়ি রাস্তা চলে গেছে জেলেপ লা, নাথু লা হয়ে লাসা—তিব্বতের রাজধানী। সিকিমের বর্ডার পেরিয়ে তিব্বতে যাওয়ার যত প্রাচীন রাস্তা আছে তার মধ্যে সব থেকে কম দৈর্ঘ্য নাথু লা বা জেলেপ লা হয়ে লাসা যাওয়ার রাস্তা, মাত্র ৫২০ কিলোমিটার। এই পথেই ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যান্ড তাঁর দলবল নিয়ে ১৯০৪ সালে তিব্বতে ঢোকেন। ১৯৫০ সাল থেকে তিব্বত চিনের অধীন হওয়ার পর ধীরে ধীরে কমতে থাকে এ পথে দুই দেশের ব্যবসায়ীদের আনাগোনা আর ১৯৬২-র চিন-ভারত যুদ্ধের পর পাকাপাকি ভাবে বন্ধ হয়ে যায় এই রাস্তা। ২০০৬ সালে আবার নতুন করে নাথু লা খুললেও জেলেপ লা এখনও বন্ধ।

এবছর মার্চের শেষ দিন আমরা ৭ জন কলকাতা থেকে রওনা হলাম নিউ জলপাইগুড়ির পথে। আমাদের প্রথম গন্তব্য সাংসীর। কালিম্পং, গ্যাংটকের পথে অজস্রবার গেছি কিন্তু সাংসীরের নাম আগে কখনও শুনিনি। তিস্তাবাজার পেরিয়ে রংপোর রাস্তায় খানিকটা যাওয়ার পর তারখোলা থেকে গাড়িটা ডানদিকে ঢুকে পড়ল সেগুন গাছের জঙ্গলপথে। পথের ধারে মাইলস্টোনে লেখা সাংসে ফটক ১৩.৫ কিলোমিটার। একটু পরেই জঙ্গল ছাড়িয়ে নিরালা পাহাড়ি রাস্তা বেয়ে ওপরে ওঠা। শেষ বিকেলের আলোয় মাঝে মাঝে ছোট ছোট বসতিগুলো নিয়ে একটার পর একটা ছবির ফ্রেম পার করে পৌঁছে গেলাম ১০ কিলোমিটার রাস্তা পেরিয়ে সাংসীর। উচ্চতা ৫৫০০ ফুট। নির্জন পাহাড়ের কোলে একা একটা বাংলো, সম্ভবত ব্রিটিশদের তৈরি। বাংলোর পিছনে পাহাড়-চূড়া উঠে গেছে ভিউ পয়েন্ট-এ, আরেক পাশে পাহাড়ের ঢাল নেমে গেছে সেই তিস্তার পাড়ে। যদিও আমরা দেখিনি তবে শুনলাম, মেঘ-রোদের আলো-আঁধারির ওপারে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায় এখান থেকে। বাংলোর হাতায় অজস্র মরশুমি ফুলের কেয়ারি, এক দিকে অন্যান্য গাছের মাঝে একটা রডোডেনড্রন গাছ জানান দিচ্ছে দেরি হয়ে গেছে একটু। এখানে সিংকোনা চাষ হয়। বিকেলে ছুটির ঘণ্টায় কর্মীদের ঘরে ফেরার পালা। আমরা কজন প্রমোদের সঙ্গে হাঁটা লাগালাম সিংকোনার জঙ্গল বেয়ে ভিউ পয়েন্ট এর পথে। এখানকার বাংলো যে ছেলেটি রক্ষণাবেক্ষণ করে সে অমর, প্রমোদ তার ভাইপো। পেডং-এর স্কুলে পড়ে, ইলেভেনে। কাকার কাছে ছুটি কাটাতে এসেছে। বাংলোর এক পাশে দারুণ আকর্ষক একটা বসার জায়গা আছে। হিমেল হাওয়ায় বসে তিস্তা-পারের হাইডেল প্রোজেক্টের আলো দেখতে দেখতে ডিনার সারা। পরদিন সকালে খানিকটা এলোমেলো হাঁটার পর তৈরি হয়ে আমাদের সিক্ক রুটের যাত্রা শুরু।

সাড়ে এগারোটা নাগাদ ভবানী সিংজি আর অমৃতের গাড়ি করে রওনা হলাম। আমাদের আজকের গন্তব্য জুলুক। অনেকটা রাস্তা, কিন্তু বেরোতে একটু দেরি হল গাড়ির টায়ার পাংচার হওয়ার জন্য। আলগড়া, পেডং, রিশি, রেনক হয়ে রংলি খোলা পেরিয়ে আমরা পৌঁছলাম রংলি। এখান থেকেই আরও সামনে যাওয়ার অনুমতিপত্র মেলে। রংলিতে আমাদের প্রায় ২ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হল পারমিটের জন্য।

রংলি থেকে জুলুক ৩৩ কিলোমিটার। লিংথামে প্রথম পারমিট চেকিং, তারপর ক্রমাগত ওপরে ওঠা। অসাধারণ সুন্দর রাস্তা। পদমচেন পৌঁছনোর একটু আগে ডান দিকে দূর

ওইটুকু পথ পেরোতে গিয়ে বুঝলাম এই মন ভোলানো বরফ কত ভয়ঙ্কর হতে পারে। একটু দূর যাওয়ার পরেই গাড়ির চাকা পিছলানো শুরু হল, আর এগনো তো দূরের কথা, গাড়ির পিছন দিক প্রায় খাদের কিনারে। স্টিয়ারিং কোনও কাজ করছে না।

পাহাড়ের মাথায় ছোট্ট একটি গ্রাম। ড্রাইভার ভবানীজি বললেন ওই গ্রামের নাম 'প্রেমলাখা', সিকিমের শেষ গ্রাম, তারপরই ভুটান শুরু। আড়াই ঘণ্টার চড়াই ভেঙ্গে পৌঁছতে হয় ওই গ্রামে, গাড়ি যাওয়ার কোনও রাস্তা নেই! আমাদের পথ এখন মেঘের আড়ালে আবছায়া, একটু পরেই শুরু হল বৃষ্টি। বৃষ্টি-ভেজা মেঘ-মাখা পথ পেরিয়ে বিকেল নাগাদ আমরা জুলুক পৌঁছলাম। চারদিকে পাহাড়-ঘেরা ছোট্ট নির্জন বসতি জুলুক, উচ্চতা ৯৫০০ ফুট। 'দিলমায়া রিট্রিট' এ ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হল ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি। এত বৃষ্টিতে আর সানসেট পয়েন্টে যাওয়া হল না। গরম গরম পকোড়া আর চা সহযোগে বৃষ্টি-ভেজা সন্ধে কাটল। ঠান্ডা এখানে বেশ। রাতের খাওয়ার পরে আরও বেশি যেন বেড়ে গেল ঠান্ডা। বৃষ্টি আর হাওয়ার দাপটে পুরো জুলুক অন্ধকার। শুনলাম ওপরে তুষারপাত আর নীচে বৃষ্টির জন্য গত দুদিন ধরে ইলেক্ট্রিসিটি নেই। পরদিন ভোর চারটেয় আমাদের ১৮ কিলোমিটার দূরে লুংথুং সানরাইজ পয়েন্টে যাওয়ার কথা কিন্তু আকাশের ভার মুখ দেখে খানিকটা দুশ্চিন্তা নিয়েই শুয়ে পড়লাম।

পরদিন ঠিক চারটেয় রওনা হলাম। ৫-৬ কিলোমিটার যাওয়ার পরেই রাস্তার দু-ধারে বরফ। ভুলভুলাইয়া পাকদন্ডী বেয়ে চারদিকের নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে ধীরে ধীরে ওপরে উঠছে আমাদের গাড়ি। দূরের কিছু ভালো করে ঠাহর হয় না। থাম্বি ভিউ পয়েন্ট পেরিয়ে হেড লাইটের আলোয় হঠাৎ দেখি কালভার্টের ওপর বসে এক মোনাল! কী অবিশ্বাস্য রূপ তার! গাড়ি থামিয়ে ছবি তোলার চেষ্টা করতে না করতেই সে উড়ে চলে গেল নীচের জঙ্গলে। কিন্তু যেটুকু দেখলাম তাতে মনে হল এই ভোররাতে সার্থক হল এ পথে আসা। শুনেছিলাম এদিককার জঙ্গলে রংবেরঙের পাখির সঙ্গে মোনাল সহ বিভিন্ন ফেজ্যান্ট আর দুষ্প্রাপ্য রেড পান্ডার বাস, কিন্তু প্রথমেই পথের ধারে এভাবে মোনাল দেখা আশাতীত ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম ভিউ পয়েন্টে। ১২,৫০০ ফুট উচ্চতার এই পাহাড়-চূড়ায় আমরা ছাড়া আর কেউ নেই। মাথার ওপর আকাশ যদিও পরিষ্কার, কাঞ্চনজঙ্ঘা কিন্তু মেঘের আড়ালে। প্রথম সূর্যের সোনালি আলোর প্রতিফলন তখন চারদিকের বরফে। কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা না গেলেও চারপাশের অদ্ভুত সুন্দর দৃশ্য তখন ভরে উঠছে নাম না জানা পাখির ডাকের মূর্ছনায়।

ফেরার পথে থাম্বি ভিউ পয়েন্ট থেকে দেখলাম ওই নীচে জুলুক, আর পাহাড়ের গায়ে ছড়িয়ে থাকা ভুলভুলাইয়া পাকদন্ডী। এখান থেকে এক লহমায় সবটা দেখা যায়। শুনেছি যখন কিছুতেই জুলুক থেকে রাস্তাটা ভাবা যাচ্ছিল না তখন এক সেনা অফিসার থাম্বি এই ভুলভুলাইয়ার প্ল্যানটা করেন আর সেই মতো রাস্তা তৈরি হয়। তাই তাঁর নামে থাম্বি ভিউ পয়েন্ট। ফেরার পথে ড্রাইভার আমাদের মোনালের ডাক চেনালেন কিন্তু তার দেখা আর পেলাম না। ভবানীজি বলছিলেন এই লুংথুং গ্রামে কয়েক বছর আগে এক বুড়িমা যখন সকালবেলায় দানা ছড়াতেন পাখিদের জন্য, তখন মুরগির ঝাঁকের সঙ্গে মোনালও আসত অনেক। কিন্তু ইদানীং জংলি কুকুরদের উৎপাতে সেভাবে আর মোনাল দেখা যায় না। জুলুকে পৌঁছলাম যখন, তখন সকালের আলোয় চারদিকে পরিষ্কার, আমাদের আস্তানার আঙ্গিনায় নাম না জানা পাখ-পাখালির আনাগোনা।

বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ বেরিয়ে পড়লাম নাথাং ভ্যালির উদ্দেশে। যাত্রাপথ লুংথুং হয়েই।

সানরাইজ ভিউ পয়েন্ট থেকে একটু এগোলেই বাঁদিকে বেশ বড়সড় মিলিটারি ব্যারাক চোখে পড়বে। এখান থেকে সব ক্যাম্পে রেশন সরবরাহ করা হয়। লুংথুং থেকে আরও ২ কিলোমিটার দূরে লক্ষ্মণ চক। সেখান থেকে বাঁদিকের রাস্তা চলে গেছে ২ কিলোমিটার দূরে নাথাং ভ্যালি আর ডান দিকে ১৫ কিলোমিটার দূরে কুপুপ। এ পথে কুপুপের পর ছাঙ্গু লেক হয়ে গ্যাংটক যাওয়া যায় তবে তার জন্য আলাদা পারমিট লাগে। যেহেতু পুরো রাস্তাটাই গাড়িতে যাওয়ার, অনেকেই এ পথে জুলুক থেকে একই দিনে নাথাং, কুপুপ ঘুরে জুলুকেই ফিরে এসে রাত্রিবাস করেন। আমাদের কোনও তাড়া ছিল না, কারণ আমরা থাকব নাথাং-এ। তাই যেখানে ইচ্ছে গাড়ি থামিয়ে ইয়াকের দল বা পাখির ছবি তোলা। এরই মধ্যে মেঘ ঘনিয়ে এল আর শুরু হল তুষারপাত। হালকা তুষারপাতের মধ্য দিয়ে নাথাং পৌঁছলাম। লক্ষ্মণ চক থেকে নাথাং-এর রাস্তার দুপাশে অসংখ্য জুনিপারের ঝোপ চোখে পড়ল। আর একটা কথা এখানে বলি, পদমচেনের পর থেকে লুংথুং অবধি অজস্র রডোডেনড্রন গাছ দেখেছি রাস্তার দুধারে কিন্তু এই এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহেও তারা ফুল ফোটার অপেক্ষায়। ভবানীজি বললেন এই অঞ্চলে নাকি ৩২ রকমের রডোডেনড্রন মেলে। এবার স্নো-ফল দেরিতে শুরু হওয়ায় এখনও ফোটেনি ফুল।

নাথাং-এ আমাদের থাকার জায়গা 'দফতর বাংলো', ১৯২০ সালে ব্রিটিশদের তৈরি এই বাংলো হালে সিকিম সরকারের সহায়তায় সারিয়ে বাসযোগ্য করা হয়েছে। করমা শেরপা আর তাঁর পরিবার দেখাশোনা করেন এই বাংলো। নাথাং-এ থাকার জায়গা বলতে এই দফতর বাংলো আর পিনাশা লজ। দুটোই করমা শেরপার অধীনে। নাথাং-এ পৌঁছে শীতে কাঁপতে কাঁপতে অসময়ের চায়ের কাপে চুমুক দিতে না দিতেই প্রবল তুষারপাত শুরু হল। করমা শেরপার স্ত্রী আর মেয়ে নিমা আমাদের সবাইকে গাম বুট এনে দিলেন বরফে চলার জন্য। কিন্তু একটুখানি হেঁটেই ফিরতে হল তুষারপাতের জন্য। তারপর ঘরে বসে সারাটা দুপুর জানলা দিয়ে দেখা— কেমন করে ছোট্ট ভ্যালিটা আর গ্রামের ঘরবাড়ির ছাদ ঢেকে যাচ্ছে বরফে। এত অবিরাম তুষারপাত আগে কখনও দেখিনি। এখানেও কদিন হল ইলেক্ট্রিসিটি নেই। সন্ধের মুখে করমা শেরপা জেনারেটর চালিয়ে আলো দিলেন। ঘরের মধ্যে নিমা এসে ফায়ার প্লেসে কাঠের আগুন জ্বেলে দিল। বাইরে তখন তাপমাত্রা মাইনাস ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, ফায়ার প্লেসের পাশে বসে করমা শেরপার গল্পের মধ্য দিয়ে এক অচেনা জীবনযাত্রার ছবির পর ছবি। শেরপা মিলিটারিদের সঙ্গে রাস্তা বানানোর কাজ করেন আর যখন নাথু লা খোলে তখন তিব্বত থেকে নানা সামগ্রী এনে বিক্রি করেন গ্রামবাসীদের। মূলত চাইনিজ ব্ল্যাঙ্কেটই বেশি আনেন। ওল্ড সিল্ক রুট চাক্ষুষ করতে এসে এমন একজন মানুষের মুখে গল্প শোনা, যিনি সেই ইতিহাসের প্রতিভূ, আজকের দিনে যথার্থ আনাগোনা করেন সিকিম-চিন সিল্ক রুটে। রাতের খাওয়া অসাধারণ। একটা কথা বলতেই হবে, আমাদের এই যাত্রাপথে যেখানেই আমরা থেকেছি, নিঃসন্দেহে মূল্য দিয়ে, কিন্তু তার সঙ্গে অনাবিল আতিথেয়তা ফ্রি। বিশেষ করে বলতে হয় নাথাং-এর করমা শেরপার পরিবার আর লুংথুং-এর সেই মহিলার কথা, যাঁর বাড়িতে ফেরার পথে আমরা রাত কাটিয়েছিলাম।

নাথাং-এর উচ্চতা ১২,৭০০ ফুট। উচ্চতার কারণে আমরা কেউ অসুস্থ হইনি ঠিকই, কিন্তু রাতের ঘুম ছিল ছেঁড়া ছেঁড়া। পরদিন সকালে উঠে দেখি আকাশ পরিষ্কার, তুষারপাতও বন্ধ। বরফে মোড়া পুরো নাথাং ভ্যালি আর তার একমাত্র গ্রামটা সূর্যের আলোয় তখন রুপো। বেরিয়ে পড়লাম গ্রামের রাস্তায়, নিমা আমাদের গাইড। নিমা— করমা শেরপার আদরের ছোট মেয়ে নিম্মো, মাধ্যমিক দিয়ে ছুটি কাটাতে বাড়ি এসেছে গ্যাংটক থেকে। গ্রামের একমাত্র গুম্ফা, ওয়ার মেমোরিয়াল হেঁটে হেঁটে দেখা, বরফ ভেঙে। ফেরার পথে দুই ড্রাইভারের সঙ্গে দেখা। অমৃতের বাড়ি এই গ্রামেই। আজ আমাদের কুপুপ হয়ে লুংথুং-এ রাত কাটানো। জিজ্ঞেস করলাম কখন বেরোব, উত্তর পেলাম এখনও রাস্তা পরিষ্কার হয়নি, অপেক্ষা করতে হবে আরও।

বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ শেরপার পরিবারকে বিদায় জানিয়ে আমরা রওনা হলাম। এই মায়াময় গ্রামটাকে ছেড়ে যেতে কেন জানি না মন বিষন্নতায় ভরে যাচ্ছিল। জুলাই আগস্টে যখন ফুলে ফুলে ভরে যায় এই ভ্যালি, তখন আবার আসার প্রতিশ্রুতি রইল মনে মনে। নাথাং থেকে লক্ষ্মণ চক ২ কিলোমিটার। কিন্তু ওইটুকু পথ পেরোতে গিয়ে বুঝলাম এই মন ভোলানো বরফ কত ভয়ঙ্কর হতে পারে। একটু দূর যাওয়ার পরেই গাড়ির চাকা পিছলানো শুরু হল, আর এগনো তো দূরের কথা, গাড়ির পিছন দিক প্রায় খাদের কিনারে। স্টিয়ারিং কোনও কাজ করছে না। আমাদের দুটো গাড়ির পিছনে এই গ্রামেরই কয়েকজন ছেলে আরেকটা গাড়িতে আসছিল আমাদেরই সাহায্য করতে। অমৃতের বন্ধু ওরা। ওরা এসে পাথর দিয়ে গাড়ির চাকা আটকাল, তারপর অক্লান্ত পরিশ্রম করে বেলচা দিয়ে সামনের চাকার বরফ সরিয়ে গাড়ি যাওয়ার রাস্তা পরিষ্কার করল। এইটুকু রাস্তায় তিনবার এভাবে বেলচা দিয়ে বরফ সরিয়ে আমরা অবশেষে লক্ষ্মণ চক পৌঁছলাম একঘণ্টারও বেশি সময় নিয়ে। আকাশ মোটামুটি পরিষ্কার থাকা সত্ত্বেও পথের বরফের জন্য আমাদের কুপুপ যাওয়া হল না।

আমরা ফিরলাম ৪ কিলোমিটার দূরে লুংথুং-এ, যেন একটা অভিযানের শেষ। লুংথুং-এ তখন আবার তুষারপাত শুরু। আমরা আমাদের আস্তানায় পৌঁছে হাঁপ ছাড়লাম। কিন্তু নিস্তব্ধ দুপুরে হঠাৎ মোনালের ডাক আবার আমাদের ঘরছাড়া করল। অমৃত আর ভবানীর সঙ্গে হেঁটে হেঁটে আমরা তাকে খুঁজতে বেরোলাম। আবার মেঘ ঘনিয়ে এল। মোনালের দেখা তো পেলাম না কিন্তু দেখা মিলল এক দুষ্প্রাপ্য হরিণের।

## প্রয়োজনীয় তথ্য

### কীভাবে যাবেন

শিয়ালদা বা হাওড়া থেকে নিউ জলপাইগুড়ি যায় ১৫৬৫৭ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস, ১৩১৪১ তিস্তা-তোর্সা এক্সপ্রেস, ১২৩৪৫ সরাইঘাট এক্সপ্রেস, ১৫৯৫৯ কামরূপ এক্সপ্রেস, ১৩১৪৭ উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস, ১৩১৪৯ কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস, ১২৩৪৩ দার্জিলিং মেল, ১২৩৭৭ পদাতিক এক্সপ্রেস ছাড়াও নানা ট্রেন। এছাড়া ধর্মতলা থেকে বাসেও নিউ জলপাইগুড়ি বা শিলিগুড়ি চলে আসতে পারেন। গাড়ির জন্য যোগাযোগ করতে পারেন নিমা তামাং (☎৭৬০২৩-৪৮০০৭)। ভবানীপ্রসাদ মুখিয়া (☎৯৫৬৪৮-৪৮১০৩, ৮০১৬৮-৯৯৮৫৪) গাড়ির জন্য দৈনিক ভিত্তিতে খরচ পড়বে ৩,০০০ টাকা (তেল ও ড্রাইভার খরচ সমেত)। তবে তেলের দাম বাড়লে এবং পর্যটক সমাগম বুঝে গাড়ির খরচও ওঠা-নামা করে। সানরাইজ পয়েন্ট যেতে চাইলে অতিরিক্ত টাকা দিতে হবে।

### কোথায় থাকবেন

জুলুক-এ থাকার জন্য রয়েছে **দিলমায়া রিট্রিট** (গোপাল প্রধান ☎৯৬০৯৮-৬০২৬৬, ৭৮৭২৮-৮৩২৬৪) কলকাতা বুকিং: ☎৯৮৩০১-৪৭৭১৮। এখানে ১১টি ঘর আছে। মাথাপিছু দৈনিক থাকা-খাওয়ার খরচ ৯০০ টাকা।

**পালজোর হোম স্টে** (পাশাং শেরপা ☎৯৭৩৪১-৫০৫৪৬) এখানে ৩টি তিনশয্যার ঘর, একটি দ্বিশয্যার ঘর ও একটি চারশয্যার ঘর রয়েছে। এখানে থাকা-খাওয়া নিয়ে মাথাপিছু দৈনিক খরচ পড়বে ৮০০ টাকা।

লুংথুং-এ থাকার জন্য রয়েছে **লুংথুং ইকো রিট্রিট** (☎৯৮৩০১-৪৭৭১৮)। এখানে ৪টি ঘর আছে। থাকা-খাওয়া নিয়ে মাথাপিছু দৈনিক খরচ পড়বে ৯৫০ টাকা।

নাথাং-এ থাকার জন্য রয়েছে **দফতর বাংলো** (☎৯৮৩০১-৪৭৭১৮)। এখানে ৩টি ঘর আছে। থাকা-খাওয়া নিয়ে মাথাপিছু দৈনিক খরচ ৯৫০ টাকা।

এছাড়া রয়েছে **পিনাশা লজ** (করমা শেরপা ☎৯৪৭৪১-৪৫৯৫৮, ৯৪৭৪৬-৪৮৭৬৭)। এখানে থাকা-খাওয়া নিয়ে মাথাপিছু দৈনিক খরচ ৮০০ টাকা।

আবার তুষারপাত শুরু, আমাদের হোম স্টে-র ওপর দিয়ে উড়ে গেল এক ঝাঁক স্নো-ফেজ্যান্ট। আমাদের ছেড়ে অমৃত ফিরে গেল নাথাং, ওর গ্রামে, আর ভবানী জুলুকে। নাথাং-এর রাস্তার কথা ভেবে আমরা অমৃতকে অনেকবার যেতে বারণ করলাম, কিন্তু ও শুনল না। দুপুরের খাওয়ার পর আবার ঘরবন্দি আমরা, অ্যাসবেস্টাসের চালে তখন ঝমঝমিয়ে বরফ পড়ছে। সন্ধেবেলা চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার কিন্তু একটু ওপরে মিলিটারি ব্যারাকে হ্যালোজেন আলোর ছটা। বিকেল থেকেই বরফ পড়া বন্ধ। এই ১২,৫০০ ফুট উচ্চতায় সেরাতে সবার ভালোই ঘুম হয়েছিল।

পরদিন ভোরে আমি, মিঠি আর বিহানকে নিয়ে আবার বেরোলাম মোনালের খোঁজে। মোনালের দেখা তো মিলল না, তবে থাম্বি ভিউ পয়েন্ট থেকে আজ প্রথম দেখা মিলল এক ঝলক কাঞ্চনজঙ্ঘা। এবার আমাদের ফেরার পালা। সকাল নটায় অমৃত আর ভবানী আসবে গাড়ি নিয়ে। আকাশ পরিষ্কার দেখে আমরা সিদ্ধান্ত

সাংসীর বাংলো

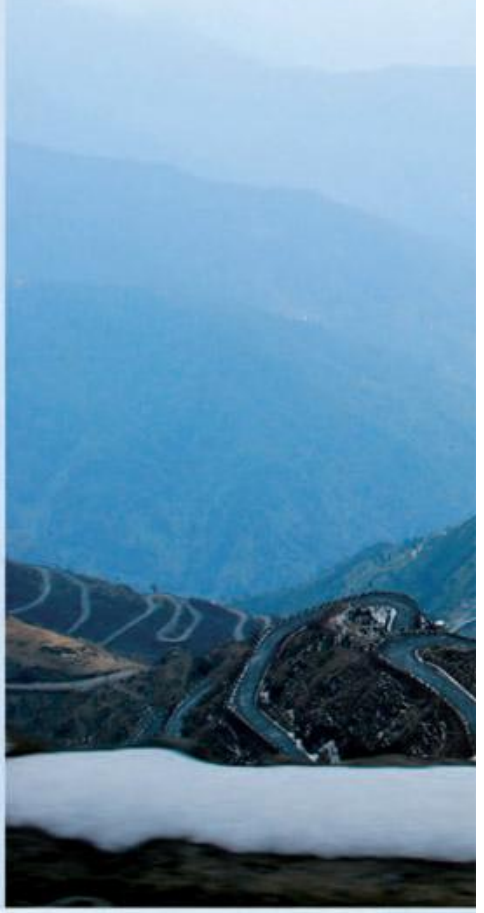

থাম্বি ভিউ পয়েন্ট



নিলাম ফেরার আগে একবার কুপুপ যাওয়ার চেষ্টা করব। নীচের পাকদন্ডী বেয়ে উঠে এল ভবানীর গাড়ি। অমৃত তখনও পৌঁছয়নি। আমরা দেরি না করে ভবানীর গাড়িতেই রওনা হলাম। অমৃতকে হয়তো পথেই পেয়ে যাব। ভেবেছিলাম বরফ হয়তো একটু কম হবে, কিন্তু দেখা গেল তার উল্টোটাই। রাস্তায় বরফের পরিমাণ অনেক বেড়ে গেছে। লক্ষ্মণ চকের এক কিলোমিটার আগে গাড়ি থেমে গেল। সারি দিয়ে বড় বড় মিলিটারি ট্রাক দাঁড়িয়ে। জুলুক থেকে আসা কয়েকটি গাড়িও এসে পৌঁছল, কিন্তু সামনে যাওয়ার কোনও উপায় নেই, ছোট গাড়ি আর যাবে না। জওয়ানরা ড্রাইভার আর যাত্রীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সব কটা গাড়ি ব্যাক করালেন। ইতিমধ্যে দূরে অমৃতের গাড়ি দেখা গেল, সঙ্গে সেই গ্রামের ছেলেরা। আজ রাস্তার অবস্থা বেশি খারাপ বলে অমৃতের বাবাও এসেছেন। প্রায় দুঘণ্টা ধরে সব গাড়ি ব্যাক করিয়ে ফেরার পথে রওনা করে উনি ফিরে গেলেন ওঁর রূপকথার গ্রামে। অমৃতের দুই বন্ধু থেকে গেল আমাদের সঙ্গে। লম্বা রাস্তা পাড়ি দিতে হবে সিলারিগাঁওয়ের পথে। উত্তেজনা, ভয়, ভালোলাগা, সবকিছু ছাপিয়ে মন তখন ভারাক্রান্ত, ফেরার বেদনায়।

দফতর বাংলো

# ভ্রমণজিজ্ঞাসা

## এবছর হেমিস ফেস্টিভ্যাল অনুষ্ঠিত হবে ১৮-১৯ জুন।

**□ তিন বন্ধু সপ্তাহান্তে দিনদুয়েকের জন্য গাদিয়াড়া যেতে চাই। কীভাবে যাব, কোথায় থাকব জানালে উপকৃত হব।**

□□ কলকাতা থেকে প্রায় ৮০ কিলোমিটার দূরের গাদিয়াড়া যেতে হলে হাওড়া থেকে ট্রেনে বাগনান পৌঁছে, সেখান থেকে শ্যামপুর হয়ে গাদিয়াড়া চলে আসতে পারেন। এপথে অটো বা শেয়ার ট্যাক্সিও পেয়ে যাবেন। ধর্মতলা বা হাওড়া থেকে প্রচুর বাসও আসছে গাদিয়াড়া। আবার বাসে নূরপুর গিয়ে সেখান থেকে লঞ্চেও চলে আসা যায় গাদিয়াড়া।

এখানে থাকার জন্য রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন উন্নয়ন নিগমের **রূপনারায়ণ ট্যুরিস্ট লজ** (☎২৬৩১২৫), নন-এ সি ঘরের ভাড়া ৬৩০ টাকা, এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৯০০ টাকা। প্রাইভেট হোটেল: **গাদিয়াড়া লজ অ্যান্ড রিসর্ট** (☎২৬৩১০৬), নন-এ সি ঘরের ভাড়া ৪০০, ৫০০ এবং ৬০০ টাকা, এ সি ঘরের ভাড়া ১,২০০ টাকা।

**গাদিয়াড়ার এস টি ডি কোড: ০৩২১৪।**

**□ এবছরের হেমিস ফেস্টিভ্যাল কবে অনুষ্ঠিত হবে?**

□□ এবছর হেমিস ফেস্টিভ্যাল অনুষ্ঠিত হবে ১৮-১৯ জুন।

**□ মাদুরাই থেকে রামেশ্বরম যাওয়ার কী কী ট্রেন আছে?**

□□ মাদুরাই থেকে ২২৬২২ কন্যাকুমারী-রামেশ্বরম এক্সপ্রেস (সোম, বুধ, শনি), ১৬৭৭৯ তিরুপতি-রামেশ্বরম এক্সপ্রেস (সোম, বুধ, শনি) এবং ১৬৭৩৪ রামেশ্বরম এক্সপ্রেসে (বৃহস্পতি) রামেশ্বরম চলে আসতে পারেন।

**□ সপরিবারে মুন্নার ভ্রমণে যাচ্ছি। ওখান থেকে পেরিয়ার অরণ্যও ঘুরে আসতে চাই। এখানে থাকার জন্য কেরালা ট্যুরিজমের কীরকম ব্যবস্থা আছে?**

□□ পেরিয়ারে থাকার জন্য রয়েছে কেরালা পর্যটন উন্নয়ন নিগমের হোটেল **পেরিয়ার হাউস** (☎২২২০২৬, ২২২৪৪৭), অ্যাভেনিউ রুমের ভাড়া ১,৮৬৯ টাকা, ডিলাক্স দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ২,৭০৪ টাকা, সুপিরিয়র ঘরের ভাড়া ৩,০৪৫ টাকা, স্যুইটের ভাড়া ৩,৭১৭ টাকা (সঙ্গে দুজনের ব্রেকফাস্ট এবং লাঞ্চ অথবা ডিনারের খরচ ধরা আছে)। **অরণ্যনিবাস** (☎২২২০২৩, ৩২১৯৩০), ডিলাক্স দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৩,৭০০ টাকা, প্রিমিয়াম ঘরের ভাড়া ৪,২০০ টাকা, এ সি স্যুইটরুমের ভাড়া ৪,৭০০ টাকা (সঙ্গে দুজনের ব্রেকফাস্ট এবং লাঞ্চ অথবা ডিনারের খরচ ধরা আছে)।

**লেক প্যালেস** (☎২২৩৮৮৭, ২২৩৮৮৮), ভাড়া ১০,০০০-১৫,০০০ টাকা (সঙ্গে দুজনের ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ এবং ডিনারের খরচ ধরা আছে)। সবক্ষেত্রেই ট্যাক্স অতিরিক্ত।

**পেরিয়ারের এস টি ডি কোড: ০৪৮৬৯।**

**□ জুন মাসের শেষে স্ত্রী ও কন্যাকে নিয়ে ভুটান যেতে চাই। বিমানে যেতে পারব না। ট্রেনে কীভাবে গেলে সুবিধা হবে? কলকাতার ভুটান কনস্যুলেটের অফিসের ঠিকানা ও ফোন নম্বর জানালে উপকৃত হব।**

□□ কলকাতা থেকে ট্রেনে বা বাসে নিউ জলপাইগুড়ি বা শিলিগুড়ি পৌঁছে শিলিগুড়ি থেকে বাসে ভারত সীমান্তের জয়গাঁও পৌঁছতে হবে। শিলিগুড়ি থেকে জয়গাঁও ১৬০ কিলোমিটার। এপথে ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাস যাচ্ছে। সবচেয়ে ভালো হয় শিয়ালদা থেকে ১৩১৪৯ কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস ট্রেনটি ধরলে। ট্রেনটি শিয়ালদা থেকে রাত ৮টা ৩০ মিনিটে ছেড়ে পরদিন সকাল ১০টা ২৫ মিনিটে হাসিমারা পৌঁছয়। সেখান থেকে মাত্র ১৮ কিলোমিটার দূরে জয়গাঁও যেতে বাস বা গাড়ি পেয়ে যাবেন। জয়গাঁওতেই রয়েছে ভুটানের প্রবেশদ্বার ভুটান গেট। এই তোরণদ্বার পেরলেই ভুটানের ফুন্টশোলিং। সেখান থেকে পারো যাওয়ারও বাস পাবেন।

কলকাতার ভুটান কনস্যুলেটের অফিসের ঠিকানা: ৬, ম্যল রোড, কলকাতা-৭০০ ০৮০ ☎২৫৬০-০৭৫৬

এখান থেকে পারমিট পেতে হলে ভুটান যাত্রার দু-তিন সপ্তাহ আগে যোগাযোগ করবেন। সঙ্গে অবশ্যই ছবি ও ভোটার আইডেন্টিটি কার্ড রাখবেন।

**□ ত্রিপুরা ভ্রমণে গিয়ে উত্তর ত্রিপুরার রোয়া ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি যেতে চাই। ধর্মনগর থেকে এর দূরত্ব কত? ধর্মনগরে রাত্রিবাসের কি কোনও সরকারি ব্যবস্থা আছে?**

□□ ধর্মনগর থেকে রোয়া অভয়ারণ্যের দূরত্ব ২০ কিলোমিটার। ধর্মনগরে রাত্রিবাস করার জন্য রয়েছে পর্যটন উন্নয়ন নিগমের **জুরি ট্যুরিস্ট লজ** (☎২২৮২-৫৭০৩)। এখানে নন-এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৫০০ টাকা, নন-এ সি তিনশয্যাঘরের ভাড়া ৬০০ টাকা, এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৭০০ টাকা, এ সি ডিলাক্স দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৮৫০ টাকা।

**□ একটি পারিবারিক অনুষ্ঠানে দিন-পাঁচেকের জন্য বেঙ্গালুরু যাব। হাতে সময় কম থাকায় বেঙ্গালুরু থেকে কর্নাটক ট্যুরিজমের একদিনের ট্যুরে বেলুর-হ্যালেবিদ-শ্রবণবেলগোলা ঘুরে নিতে চাই। এই ট্যুরে খরচ কত?**

□□ কর্নাটক ট্যুরিজম বেঙ্গালুরু থেকে বেলুর-হ্যালেবিদ-শ্রবণবেলগোলা— একদিনের ট্যুর করিয়ে থাকে। ডিলাক্স বাসে খরচ ৯১০ টাকা, এ সি ডিলাক্স বাসে খরচ ৯৭০ টাকা এবং ভলভো বাসে খরচ ১,০৩০ টাকা।

**□ মুম্বইয়ের এলিফ্যান্টা গুহা সপ্তাহের কোনদিন বন্ধ থাকে? এলিফ্যান্টা দ্বীপে কি রাতে থাকার কোনও ব্যবস্থা আছে?**

□□ এলিফ্যান্টা গুহা সোমবার বন্ধ থাকে। অন্যদিন গুহা খোলার সময় সকাল নটা থেকে বিকেল সাড়ে পাঁচটা। এলিফ্যান্টা কেভস যাওয়ার লঞ্চ ছাড়ে মুম্বইয়ের গেটওয়ে অব ইন্ডিয়া থেকে। সকাল নটা থেকে বেলা তিনটে পর্যন্ত লঞ্চ চলাচল করে। এলিফ্যান্টা থেকে ফেরার লঞ্চ পাবেন বেলা বারোটা থেকে বিকেল সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত। এলিফ্যান্টা কেভস পর্যন্ত ফেরি সার্ভিস বর্ষাকালে আবহাওয়ার ওপর নির্ভরশীল। তখন লঞ্চ সার্ভিস অনিয়মিত হয়ে পড়ে। এলিফ্যান্টা দ্বীপে মহারাষ্ট্র ট্যুরিজমের বার ও রেস্টুরেন্টের সুবিধাযুক্ত হোটেল 'এলিফ্যান্টা' সকাল নটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত খোলা থাকে। এখানে রাতে থাকতে দেওয়া হয় না।

যোগাযোগ: ☎০৯৮২০৫৯-১৫৪৩১

**□ বৃদ্ধা মা ও কাকিমাকে নিয়ে এবার অমরনাথ যাত্রায় যাব। কীভাবে গেলে সুবিধা হবে? এপথে কুলি, পনি বা ডান্ডি নিলে খরচ কীরকম হবে? পথে বালতাল এবং পঞ্চতরণিতে রাত্রিবাসের কী ব্যবস্থা আছে?**

□□ এবছর অমরনাথ যাত্রা শুরু হবে ২৮ জুন এবং শেষ হবে ২১ আগস্ট। প্রত্যেক যাত্রীকে মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দাখিল করতে হবে। অমরনাথ যাত্রার প্রচলিত দুটি পথ রয়েছে। একটি হল জম্মু থেকে পহেলগাঁও হয়ে

অমরনাথ। অপরটি হল শ্রীনগর থেকে সোনামার্গ-বালতাল হয়ে অমরনাথ। প্রথম রুটে যেতে হলে ১৩১৫১ জম্মু তাওয়াই এক্সপ্রেস অথবা ১২৩৩১ হিমগিরি এক্সপ্রেস (মঙ্গল, শুক্র, শনি) ধরে জম্মু-তাওয়াই চলে আসুন। সেই রাতটা সেখানে থেকে পরদিন বাসে বা গাড়িতে পহেলগাঁও চলে আসুন। জম্মু থেকে পহেলগাঁও ২৯৪ কিলোমিটার। পহেলগাঁও থেকে চন্দনবাড়ি ১৪ কিলোমিটার। এখান থেকে শেষনাগ ১২ কিলোমিটার। শেষনাগ থেকে মহাগুনাস পাস প্রায় ৫ কিলোমিটার। সেখান থেকে পৌশপাথরি আরও ৩ কিলোমিটার। আবার এখান থেকে আরও ৮ কিলোমিটার দূরে পঞ্চতরণি। পঞ্চতরণি থেকে অমরনাথ ৬ কিলোমিটার। দ্বিতীয় রুটে যেতে হলে জম্মু থেকে উধমপুর, পাটনিটপ, বানিহাল, অনন্তনাগ, শ্রীনগর, সোনামার্গ হয়ে বালতাল পৌঁছতে পারেন। দূরত্ব ৪০০ কিলোমিটার। বালতাল থেকে অমরনাথ গুহা ১৪ কিলোমিটার। কুলি, পনি, ডান্ডি পাবেন এপথে। আবার কলকাতা থেকে বিমানে দিল্লি হয়ে শ্রীনগর আসতে পারেন। সেখান থেকে সোনামার্গ হয়ে বালতাল চলে আসতে পারেন। এক্ষেত্রে দূরত্ব এবং সময় দুয়েরই সাশ্রয় হবে। বালতাল থেকে অমরনাথ গুহা পর্যন্ত যাওয়া এবং ফেরত আসতে কুলির খরচ পড়বে ১,৬৫০ টাকা। পনির খরচ ২,৮০০ টাকা এবং ডান্ডিতে খরচ পড়বে ৮,৫০০ টাকা। বালতালে তাঁবুতে থাকতে রাতপ্রতি মাথাপিছু খরচ পড়বে ২০০-২৫০ টাকা। পঞ্চতরণিতে তাঁবুতে থাকতে রাতপ্রতি মাথাপিছু খরচ পড়বে ৩৫০-৫০০ টাকা।

খুঁটিনাটি জানতে দেখতে পারেন এই ওয়েবসাইটটি:
www.shriamarnathjishrine.com

**□ এবার পুজোর ছুটিতে রাজস্থান বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছি। ১০-১৫ দিনের একটি ভ্রমণসূচি তৈরি করে দিলে উপকৃত হব।**

□□ একযাত্রায় সম্পূর্ণ রাজস্থান বেড়াতে ১৮-২০ দিন সময় লাগে। আপনি ১০-১৫ দিনের রাজস্থান ভ্রমণ শুরু করতে পারেন বিকানির থেকে। হাওড়া থেকে ১২৩০৭ যোধপুর এক্সপ্রেস, ১২৩৭১ জয়সলমির এক্সপ্রেস (সোম), এবং কলকাতা টার্মিনাল থেকে ১২৪৯৬ প্রতাপ এক্সপ্রেস (শুক্র) ট্রেনগুলি সরাসরি বিকানির আসছে। এই শহরের মুখ্য আকর্ষণ জুনাগর দুর্গ। এছাড়া অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখে হাতে সময় থাকলে ঘুরে আসতে পারেন শহর থেকে ৩২ কিলোমিটার দূরে করণিমাতার মন্দির। একদিন বা দুদিন বিকানিরে থেকে বাস বা ট্রেন ধরে চলে আসুন জয়সলমির। জয়সলমির ভালো করে ঘোরার জন্য হাতে দুদিন সময় রাখুন। এখানে দেখুন সোনার কেল্লা, সেলিম সিং হাভেলি, পাটোয়া হাভেলি, নাথমল হাভেলি। অবশ্যই দেখুন থর মরুভূমিতে সূর্যাস্ত। পারলে ঘুরে আসবেন ৫০ কিলোমিটার দূরে ছবির মতো সুন্দর মরুগ্রাম খুরি। জয়সলমির থেকে বাসে বা ট্রেনে চলুন যোধপুর। যোধপুরে একদিন থেকে মেহরানগড় দুর্গ, যশোবন্ত থাডা, উমেদভবন প্রাসাদ, মিউজিয়াম প্রভৃতি দেখে চলে আসুন প্রাসাদ আর হ্রদের শহর উদয়পুর। উদয়পুরকে ভালোভাবে ঘুরে দেখার জন্য দুদিন বরাদ্দ করতে হবে। উদয়পুরে রয়েছে সিটি প্যালেস, পিছোলা হ্রদ, প্রতাপ মেমোরিয়াল, শিল্পগ্রাম, জৈনমন্দির প্রভৃতি। উদয়পুর থেকে ৮৪ কিলোমিটার দূরের কুম্ভলগড় দুর্গ রাজস্থানের সেরা দুর্গগুলির অন্যতম। এখানেই জন্ম হয় রানাপ্রতাপের। সারাদিনের ট্যুরে গাড়ি ভাড়া করে দেখে নিতে পারেন। উদয়পুর থেকে চলুন ইতিহাসের স্মৃতিবিজড়িত চিতোরগড়। উদয়পুর থেকে ১১২ কিলোমিটার দূরের চিতোরগড় যেতে হরদম বাস পাবেন। চিতোরে একদিন থেকে আজমিরের পথ ধরুন। চিতোরগড় থেকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাস আসছে আজমিরে। আজমিরে একদিন থেকে ঘুরে দেখে নিন খাজা মৈনুদ্দিন চিস্তির দরগা এবং ১১ কিলোমিটার দূরের পুষ্কর। আজমির থেকে পুষ্করের মধ্যে বাস, অটো, শেয়ার গাড়ি যাচ্ছে হরদম। এবার চলুন রাজস্থানের রাজধানী পিঙ্ক সিটি জয়পুর। আজমির থেকে জয়পুর ১৩২ কিলোমিটার। রাজস্থানের প্রায় সব বড় শহর থেকেই বাস যোগাযোগ রয়েছে জয়পুরের। শহরে যাতায়াতের জন্য প্রচুর অটো রয়েছে। জয়পুরের ভুবনবিখ্যাত হাওয়ামহল, সিটি প্যালেস, যন্তরমন্তর, অম্বর দুর্গ প্রভৃতি দেখতে দুদিন তো লাগবেই। এবার জয়পুর থেকে ফিরে চলুন কলকাতা। এই ভ্রমণসূচি আপনি যোধপুর থেকে শুরু করে জয়সলমির, বিকানির, মাউন্ট আবু, উদয়পুর বেড়িয়ে আজমির-পুষ্কর, জয়পুর হয়ে শেষ করতে পারেন। আবার জয়পুর থেকে শুরু করে যোধপুরেও শেষ করতে পারেন।

**□ আমরা দুই বন্ধু পাখি দেখতে পূর্বস্থলি (চুপি-কাষ্ঠশালি) যেতে চাই। কীভাবে যাব? কলকাতা থেকে দূরত্ব কত? ওখানে থাকার কি কোনও ব্যবস্থা আছে?**

□□ কলকাতা থেকে পূর্বস্থলি প্রায় ১২০ কিলোমিটার। হাওড়া বা শিয়ালদা থেকে কাটোয়া লোকালে পূর্বস্থলি। স্টেশন থেকে ভ্যানরিকশা চেপে চুপি-কাষ্ঠশালি পৌঁছে যান। সড়কপথেও আসা যায়। ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে কৃষ্ণনগর পৌঁছে চলে আসুন নবদ্বীপ। সেখান থেকে পারুলিয়া মোড় হয়ে পূর্বস্থলি পৌঁছতে পারেন। এছাড়া দিল্লি রোড বা জি টি রোড ধরে মগরা পৌঁছে, সেখান থেকে অসম লিঙ্ক রোড ধরে জিরাট, কালনা, নবদ্বীপ পেরিয়ে পারুলিয়া মোড় হয়েও পূর্বস্থলি পৌঁছতে পারেন। বহিরাগত পর্যটকদের সাহায্য করার জন্য কাষ্ঠশালি বনবীথি নামে একটি সংগঠন আছে। যোগাযোগ করতে পারেন সংগঠনের সভাপতি নবি বক্স শেখ (☎৯৭৩২১-৪২৩৬২)-এর সঙ্গে। এখানে থাকা-খাওয়া-বোটিং সবকিছুর ব্যবস্থাই এঁরা করে দেবেন। এখানে থাকার জন্য রয়েছে পরিযায়ী আবাস। দুটি দ্বিশয্যাঘর আছে। ঘরপ্রতি ভাড়া ৩৫০ টাকা। সিজনে ঘর বুকিংয়ের জন্য দিন পনেরো আগে যোগাযোগ করতে হবে। থাকা-খাওয়ার জন্য বুকিং করতে যোগাযোগ করুন: পুলক সিংহ (☎৮০০১৫-৫৪৫৩১)।

**□ মুম্বই থেকে দিনদুয়েকের জন্য গণপতিপুলে যেতে চাই। কীভাবে গেলে সুবিধা হবে? এখানে মহারাষ্ট্র ট্যুরিজমের থাকার কী ব্যবস্থা আছে?**

□□ মুম্বই থেকে কোঙ্কনকন্যা, মাডগাঁও এক্সপ্রেস, কুরলা নেত্রবতী, ম্যাঙ্গালোর কুরলা বা অন্য ট্রেনে রত্নগিরি স্টেশনে নামতে হবে। কোঙ্কন রেলওয়ের এই যাত্রাপথটিও অত্যন্ত সুন্দর। রত্নগিরি স্টেশন থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে গণপতিপুলে। এখান থেকে অটো বা ট্যাক্সি পাবেন। সড়কপথে মুম্বই-গোয়া হাইওয়ে (হাইওয়ে নম্বর ১৭) দিয়ে রত্নগিরি হয়ে যেতে পারেন। মুম্বই থেকে কিছু বাস সার্ভিস আছে, যেগুলি রত্নগিরি হয়ে যায়। সেগুলিতে রত্নগিরি এসে ট্যাক্সি, অটো বা বাস ধরে চলে আসতে পারেন গণপতিপুলে। তবে এখানে আসার শ্রেষ্ঠ উপায় হল কোঙ্কন রেলওয়ে। এখানে রয়েছে মহারাষ্ট্র পর্যটনের **হলিডে রিসর্ট** (☎০২৩৫৭-২৩৫২৪৮/০৬১), এ সি ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ১,৯০০ টাকা। এ সি সুপার ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ২,১০০ টাকা। নন-এ সি ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ১,৬০০ টাকা। এ সি সি-ভিউ কটেজের ভাড়া ৩,২০০ টাকা। এ সি সি-ভিউ ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ২,১০০ টাকা। এ সি সি-ভিউ সুপার ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ২,২০০ টাকা। নন-এ সি কোঙ্কনি হাউসের ভাড়া ১,৬০০ টাকা। এ সি কোঙ্কনি হাউসের ভাড়া ১,৯০০ টাকা।

**□ নাগাল্যান্ড যেতে হলে ইনারলাইন পারমিটের জন্য কোথায় যোগাযোগ করব?**

□□ নাগাল্যান্ড যাত্রার আগে ইনারলাইন পারমিটের জন্য আবেদন করতে হবে এই ঠিকানায়:

**ডেপুটি রেসিডেন্ট কমিশনার**
নাগাল্যান্ড হাউস, ১১, শেক্সপিয়র সরণি
কলকাতা-৭০০ ০৭১ ☎২২৮২-১৯৬৭

# লেকের মাঝে ছোট্ট দ্বীপ
# লিন্ডাও

লেখা : স্বপ্না দত্ত ছবি : টম গ্যালভিন

আল্পসের দক্ষিণে কনস্ট্যান্স হ্রদ ছুঁয়ে রয়েছে সুইজারল্যান্ড, অস্ট্রিয়া ও জার্মানির সীমান্ত। হ্রদের পূর্ব অংশে ছোট্ট দ্বীপ লিন্ডাও।

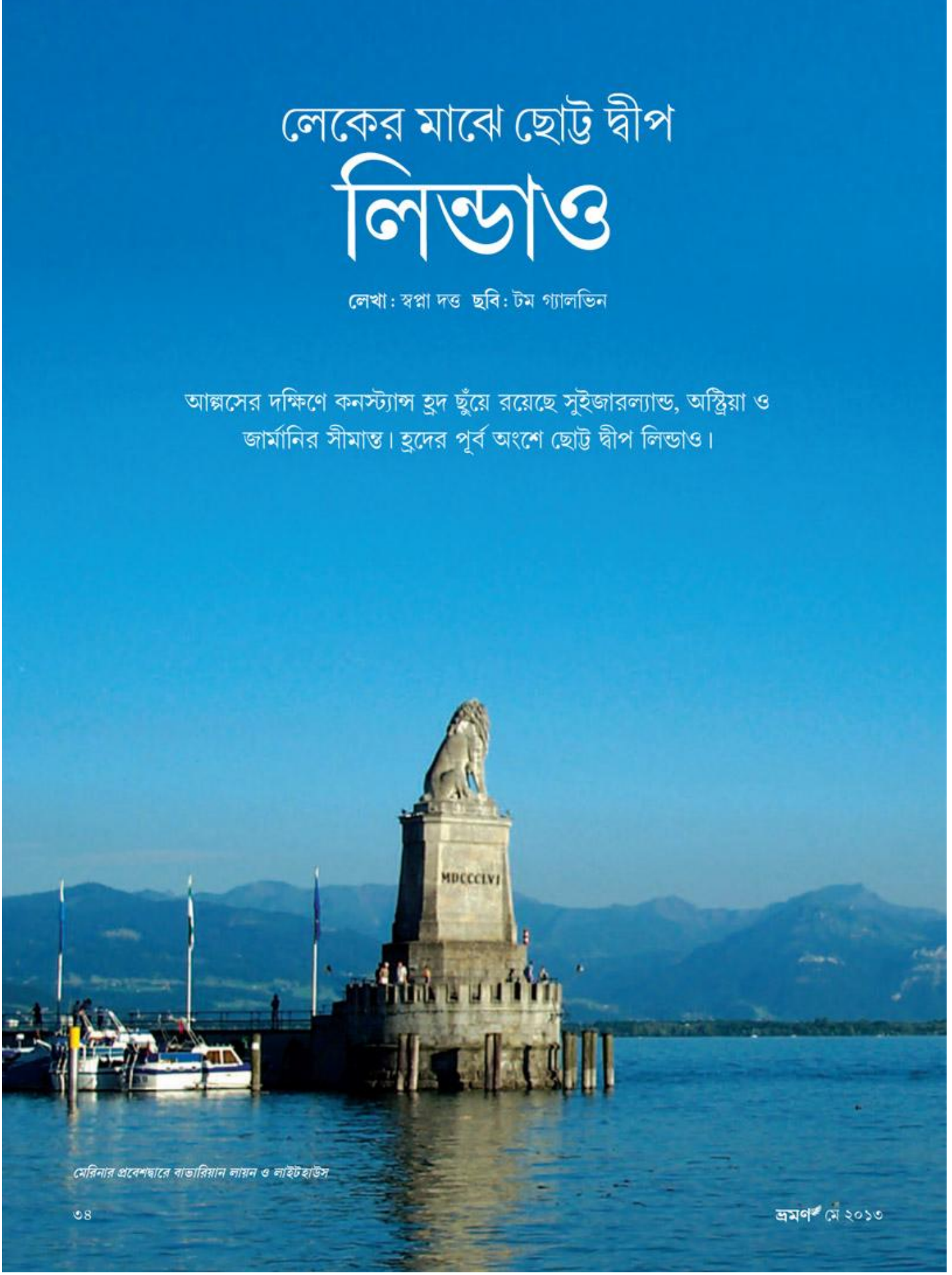


*মেরিনার প্রবেশদ্বারে বাভারিয়ান লায়ন ও লাইটহাউস*

লাইটহাউস থেকে দেখা লিন্ডাও মেরিনা

বিশাল কনস্ট্যান্স লেকের মাঝখানে ছোট দ্বীপ লিন্ডাও। লেকের একদিকে আল্পস পাহাড়। বাকি তিনদিক ছুঁয়ে আছে অস্ট্রিয়া, জার্মানি আর সুইজারল্যান্ড। জার্মান ভাষায় এই লেককে বলে বোডেনসি। লেকের ওপর তিনটি দেশের দাবি থাকলেও লিন্ডাও জার্মানির অংশ, তার কারণ— এই দ্বীপ জার্মানির বাভারিয়া প্রদেশের সঙ্গেই দুটি ব্রিজ দিয়ে যুক্ত। তার একটি দিয়ে আমাদের ট্রেন ঢিমেতালে এগিয়ে চলছিল লিন্ডাওয়ের উদ্দেশে। শুনলাম এই ব্রিজটি ১৮৫৩ তে তৈরি হয়েছিল। জানলা দিয়ে চেয়ে দেখলাম বাইরে মেঘের ঘনঘটা। সেই অন্ধকারের সঙ্গে মিশে লেকের জল আরও কালো আর গভীর মনে হচ্ছিল। অতল বলতে যা বোঝায়।

একটু পরেই আমাদের ট্রেন লিন্ডাও স্টেশনে এসে ঢুকল। মনে হল ঠিক যেন কারও সাজানো-গোছানো ড্রইং রুমে এসে ঢুকলাম। সামনেই হ্যালোউইন উৎসব, যা ছোটরা খুব আনন্দ আর উৎসাহের সঙ্গে পালন করে। মস্ত বড় কুমড়োর খোলে চোখমুখ কেটে তার মধ্যে মোমবাতি জ্বেলে এক ভৌতিক পরিবেশ তৈরি করা এই উৎসবের অঙ্গ। এখনও ক'দিন দেরি। কিন্তু চারদিকে হ্যালোইনের কুমড়ো সাজানো। বসার বেঞ্চগুলো সোফার মতো দেখতে। আর চারদিকে টবে সাজানো ফুলের বাহার। কে বলবে যে এটি একটি স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম!

শুনেছিলাম আমাদের হোটেল স্টেশনের কাছেই। আমরা তাই সুটকেস সহ হেঁটেই রওনা হলাম রোমান যুগের পাথরে তৈরি রাস্তা দিয়ে। একটু আগেই বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে, তাই সরু পথ তখনও জলে ভেজা। পথের দুধারে বাগানওয়ালা বাড়ি, চার্চ, মিউজিয়াম আর পার্ক। সেখানে নানা

রঙের ফুলের মেলা। হোটেলে পৌঁছে জিনিসপত্র রেখেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম। হালকা বৃষ্টি সত্ত্বেও আমরা চলে এলাম লেকের ধারে। একেবারে জলের কোল ঘেঁষে বহু খাওয়ার জায়গা। মস্ত বড় সাদা ছাতার নীচে ছোট ছোট টেবিল পাতা। তারই একটা দখল করে আমরা চা-স্যান্ডউইচ আর কেকের অর্ডার দিলাম। জার্মানির কেকও সুইস কেকের মতো সুস্বাদু আর ক্রিমে মোড়া। দাম একটু বেশি হলেও রীতিমতো লোভনীয়।

এবারে এই ছোট দ্বীপ ঘুরে দেখার পালা। প্রতিটি দ্বীপেরই তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আর সৌন্দর্য থাকে। এত বড় লেকের মাঝে দ্বীপ এত কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য এর আগে কখনও হয়নি। লিন্ডাওয়ের বন্দর এখানকার প্রধান দ্রষ্টব্য। লেকের তীরকে সবাই মেরিনা বলে। তার একদিকে বিরাট একটি সিংহের স্ট্যাচু নীরব প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে। অন্যদিকে বন্দরের গেট ঘেঁষে একটি লাইটহাউস, যার উচ্চতা ৩৩ মিটার। শুনলাম জার্মানির বাভারিয়া অঞ্চলে এটাই নাকি একমাত্র লাইটহাউস। আর এই সিংহ হল বাভারিয়ার অন্যতম প্রতীক। বিখ্যাত ভাস্কর য়োহ্যান ভন হ্যালবিগের এটি অন্যতম সৃষ্টি। টিকিট কিনে লাইটহাউসের ওপরে ওঠা যায় আর ওপর থেকে সারা লিন্ডাওয়ের দৃশ্য নাকি অপূর্ব। কিন্তু ততক্ষণে সন্ধ্যার ছায়া নেমে এসেছে।

লেকের পথ ধরে চলতে চলতেই মেঘ সরে গিয়ে আকাশ পরিষ্কার হয়ে এল। ইউরোপে এলে ক্ষণেক্ষণে মেঘ-রোদের এই খেলা বিশেষ করে ভালো লাগে। আবহাওয়া কখন কী রূপ নেবে আগে থাকতে বোঝার উপায় নেই।

আকাশেও গাঢ় মেঘ। আমরা ঠিক করলাম, পরদিন সকালে এসে ওপরে ওঠা যাবে। এই বন্দরকে সবাই 'নিউ হার্বার' বললেও এটিও তৈরি হয়েছিল ১৮৫৩ সালে, রেলওয়ে ব্রিজটির সঙ্গেই। লেকের পাশে পাশে সুন্দর চলার পথ।

বহু যুগ আগে আইস এজ-এ রাইন গ্লেসিয়ার থেকে এই লেকের জন্ম। ৬৩ কিলোমিটার লম্বা আর ১৪ কিলোমিটার চওড়া এই লেক কন্সটানজ দক্ষিণ জার্মানির অনেক শহরে জল সরবরাহ করে। স্থানীয় লোকেরা এই লেককে বলে সোয়াবিয়েনসি। এর তিনটি ভাগের তিনটি আলাদা নাম। ওপরের ভাগকে বলে ওবেরসি বা আপার লেক, আর নীচের দিকটা হল উন্টেরসি বা লোয়ার লেক। এই দুটিকে জুড়ে দিয়েছে রাইন নদী, যার নাম হল সিয়ারহিন। অনেকটা আমাদের নৈনিতালের তল্লিতাল আর মল্লিতালের মতো।

লিন্ডাওয়ের ইতিহাস রীতিমতো চিত্তাকর্ষক। সেন্ট গ্যালেনের এক পাদ্রি ৮৮২ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম লিন্ডাওয়ের কথা উল্লেখ করেন তার একটি লেখায়। এই দ্বীপের সবচেয়ে পুরনো চার্চ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১১৮০ সালে। সেই চার্চ পরে মোনাস্ট্রি বা মঠে পরিণত হয়। সম্রাট রুডল্ফ ১ লিন্ডাওকে তাঁর রাজত্বকালে ইম্পিরিয়াল ফ্রি সিটি বলে ঘোষণা করেন। তার অনেক পরে, বহু উত্থানপতনের আর ক্ষমতার হাতবদলের পর অবশেষে লিন্ডাও জার্মানির বাভারিয়া প্রদেশের


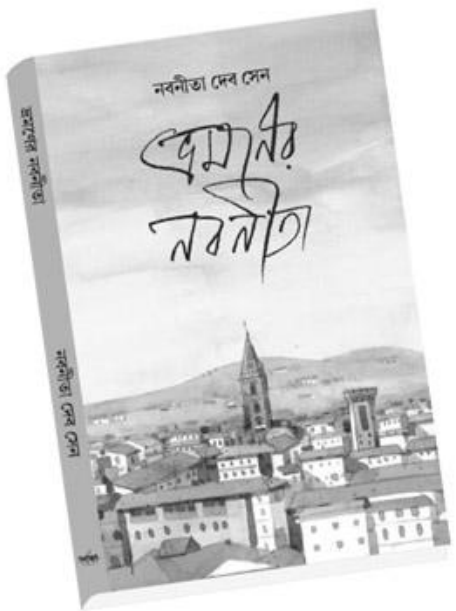


নবনীতা দেব সেনের
ভ্রমণকথা
ভ্রমণের নবনীতা
নানা মহাদেশের মাটির জলস্পর্শ আছে এ বইয়ে।
দ্বিতীয় সংস্করণ। ₹৯০

দেবুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩,
বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট), স্টার মার্ক-এর সব দোকান ও
অন্যান্য বইয়ের দোকানে আমাদের সব বই পাবেন।

অনলাইনে পেতে www.swarnakshar.in লগ অন করুন

স্বর্ণাক্ষর
স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড
২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন: ২২৮৩-২৩২০ ফ্যাক্স: ২২৮৭-৬৪৪৮ ই-মেল: info@swarnakshar.in

অংশে পরিণত হল।

লেকের পথ ধরে চলতে চলতেই মেঘ সরে গিয়ে আকাশ পরিষ্কার হয়ে এল। ইউরোপে এলে ক্ষণেক্ষণে মেঘ-রোদের এই খেলা বিশেষ করে ভালো লাগে। আবহাওয়া কখন কী রূপ নেবে আগে থাকতে বোঝার উপায় নেই। এবার একে একে হার্বারের আলো জ্বলে উঠল। চারদিক আলোয় আলো। গাছ, ফুল, জল আর আকাশ সব উৎসবে মাতোয়ারা। আলোর ছোঁয়া লাগছে সযত্নে নতুন-করা প্রাচীন ইমারতের দেওয়ালে। বেশ কয়েক শতাব্দী পিছিয়ে গিয়ে পুরো পরিবেশটাই যেন পাল্টে গিয়েছে। আলো জ্বলছে দূরে লেকের ফেরিনৌকোয়। মনে হল তারাও যেন বিগত দিনের যাত্রী। শুনেছিলাম উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এখানে নাইট ওয়াচম্যান থাকত। অন্ধকার রাতে তারাই সুরক্ষা আর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করত। এখনও একজন সে-যুগের নাইটওয়াচম্যান সেজে লাঠি আর শিঙে নিয়ে লণ্ঠন হাতে ট্যুরিস্টদের রাতে সারা লিন্ডাও ঘুরিয়ে আনে। ৯০ মিনিটের কন্ডাকটেড ট্যুর আর কী! কিছুটা পরিশ্রান্ত বলে আমরা আর তাদের দলে যোগ দিলাম না। খানিকক্ষণ লেকের ধারে বসে থেকে হোটেলে ফিরে গেলাম।

পরদিন সকালে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে, ব্রেকফাস্ট সেরে বেরিয়ে পড়লাম দিনের আলোয় লিন্ডাও ঘুরে দেখতে। প্রথমেই হার্বার আর লাইটহাউস। তার ওপর থেকে দেখা লেক আর চারদিকের দৃশ্য, এক কথায় তুলনাহীন। এমনিতে আমি সচরাচর মাথা ঘোরার ভয়ে বেশি ওপরে ওঠা এড়িয়ে চলি। কিন্তু এবারে মনে হল যে এখানে না উঠলে একটা বিশেষ উপলব্ধি থেকে বঞ্চিত হতাম।

এবারে আমরা চললাম পুরনো সিটি সেন্টার দেখতে। প্রাচীন কালের সরু সরু রাস্তা, রোমান যুগে তৈরি লম্বা ধাঁচের ইঁট দিয়ে বাঁধানো। পথের দুধারে নানা ঐতিহাসিক ইমারত, যার বেশিরভাগই সযত্নে সংরক্ষিত। এরই মধ্যে রয়েছে পুলভার্টার্ম আর ডিয়েবস্টার্ম, যা প্রাচীন লিন্ডাওয়ের নগর-প্রাচীরের অংশ ছিল। এবার আমরা এসে পড়লাম মার্কেট স্কোয়ারে। অতীত থেকে বর্তমানে। আজ শনিবার, হাটের দিন এখানে। দূরের গ্রাম আর শহরতলি থেকে বহু লোক ভিড় করেছে। নিজের নিজের পসরা সাজিয়ে বসেছে সবাই। তাজা ফল আর সবজি-বাগান থেকে সদ্য তোলা। ডিম, মাখন, চিজ আরও কত কী। অন্যদিকে হাতে বোনা স্কার্ফ, সোয়েটার, টুপি আর রকমারি জামা কাপড়। দ্রুত লয়ে বেচাকেনা চলছে, আর তার সঙ্গে চলছে দরাদরি। বেশিরভাগই গ্রাম্য জার্মান ভাষায়। ইংরিজি বলার বা বোঝার লোক নেই বললেই হয়। অনেক কষ্টে ইশারা ইঙ্গিতের সাহায্যে কয়েকটি সুন্দর স্কার্ফ কিনে ফেললাম। দরাদরি না করতে পারলেও এগুলোর দাম যে দোকানে অনেক বেশি হবে, তা বুঝতে পেরেছিলাম।

এবারে লিন্ডাও মিউজিয়াম দেখার পালা। শুনলাম এটি আগে কারও বাসগৃহ ছিল। পরে মিউজিয়ামে পরিণত করা হয়। এখানে বহু রকমের ফার্নিচার আর আসবাবপত্র দেখতে পেলাম— গথিক থেকে শুরু করে বারোক স্টাইল অবধির। এছাড়াও রয়েছে রকমারি জিনিস— রুপো, ব্রোঞ্জ, তামা, পিতল আর টিনের তৈরি। কাচ আর সেরামিকের নানা শৌখিন জিনিসের সম্ভার। রকমারি পুরনো দিনের খেলনা। অপূর্ব সব পেন্টিং আর মূর্তি।

এত সব দেখতে দেখতে অনেক বেলা হয়ে গিয়েছিল। লাঞ্চের জন্য আমরা খুঁজে খুঁজে ম্যাকডোনাল্ডে গিয়ে পৌঁছলাম। ইউরোপে নানা রকমের খাবার পাওয়া যায়। কিন্তু তার স্বাদ সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকলে সেই অভিজ্ঞতা সব সময় মধুর নাও হতে পারে! ম্যাকডোনাল্ড চির-পরিচিত, কাজেই সেখানে টেনশনের ব্যাপার নেই আর দামও অন্যান্য জায়গার তুলনায় সস্তা। আইসক্রিমটা বরং বাইরে খাওয়া ঠিক হল।

তারপর আবার লেকের ধারে। জলের কাছ ঘেঁষে সুন্দর বসার জায়গা। অনেকেই বসে আছে। যারা ওয়াটার স্পোর্টস ভালোবাসে, তাদের লিন্ডাও খুবই ভালো লাগার কথা। কারণ এখানে সাঁতার, বোটিং, ইয়টিং, সার্ফিং— সব কিছুর সুব্যবস্থা আছে দেখলাম। নৌকো ভাড়া করে লেকে বেড়ানো যায়। তাছাড়াও রয়েছে স্টিমলঞ্চে কন্ডাক্টেড ট্যুর, যা মেরিনা থেকেই ছাড়ে। তাতে একই সঙ্গে তিনটি দেশ— জার্মানি, অস্ট্রিয়া আর সুইজারল্যান্ড, বেড়িয়ে আসা যায়। শুনলাম লিন্ডাওতে প্রতি বছরই নোবেল লরিয়েটদের মিটিং থাকে। আলাপ আলোচনার পক্ষে সত্যিই আদর্শ পরিবেশ।

বাকি দিনটা আমরা এমনিই বেড়িয়ে কাটালাম। পথের ধারে অনেক পুরনো চার্চ। তার মধ্যে কয়েকটিতে নতুন টাওয়ার যোগ করা হয়েছে। সেগুলো যে নবনির্মিত, তা দেখেই বোঝা যায়। একটু পরে পরেই পার্ক। সেখানে নানা রঙের ফুল ফুটে আছে। সবুজ ঘাসে প্রজাপতির মেলা। দূর থেকে পাখিদের কলরবও ভেসে আসছে। এমন শান্ত আর সুন্দর পরিবেশ কমই চোখে পড়ে। ব্রিজের কাছে গিয়ে দেখলাম, পথের দুধারে নানা রঙের নিশান উড়ছে— সম্ভবত কোনও আন্তর্জাতিক সম্মেলনের প্রস্তুতি চলছে। এবারে ঘরে ফেরার পালা। বেড়াতে গিয়ে বার বার নতুন অভিজ্ঞতা মন ভরিয়ে দেয়। তবু প্রতিবারই মনে হয়, 'বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি!'

## প্রয়োজনীয় তথ্য

### কখন যাবেন

মে থেকে অক্টোবরের মধ্যে গেলেই ভালো।

### কীভাবে যাবেন

দিল্লি ও মুম্বই থেকে সরাসরি সুইজারল্যান্ডের জুরিখ যাওয়ার উড়ান আছে সুইস এয়ারের। প্রতিদিনই বিমান যায়। মুম্বই থেকে ছাড়ে রাত ১২টা ৫০ মিনিটে। দিল্লি থেকে ছাড়ে রাত ১টা ১৫ মিনিটে। পৌঁছতে সময় লাগে প্রায় ৯ঘণ্টা। খরচ ইকনমি ক্লাসে প্রায় ৩৫,০০০ টাকা (অন্তত এক মাস আগে আসন সংরক্ষণ করলে)। ফিরতি পথে জুরিখ থেকে মুম্বই আসার বিমান ছাড়ে সেখানকার সময় সকাল ৯টা ৪৫ মিনিটে এবং মুম্বই পৌঁছয় ভারতীয় সময় রাত ৯টা ৪০ মিনিটে। জুরিখ থেকে দিল্লি আসার সুইস এয়ারের বিমান ছাড়ে স্থানীয় সময় বেলা ১২টা ৪৫ মিনিটে এবং দিল্লি পৌঁছয় ভারতীয় সময় রাত ১১টা ৫৫ মিনিটে। বিশদ তথ্য ও টিকিট বুকিংয়ের জন্য দেখুন এই ওয়েবসাইট: www.swiss.com

এছাড়াও কাতার এয়ারওয়েজের উড়ানে দোহা হয়ে জুরিখ যাওয়া যায় মুম্বই থেকে। সেক্ষেত্রে মুম্বই থেকে ভোর ৪টে ৪০ মিনিটে ছেড়ে সকাল ৫টা ৩৫ মিনিটে (স্থানীয় সময়) দোহা পৌঁছে সেখান থেকে সকাল ৮টা ৪৫ মিনিটের উড়ানে জুরিখ পৌঁছনো যায় বেলা ২টো ১০ মিনিটে (স্থানীয় সময়)। এক্ষেত্রে মোট সময় লাগে ১৩ ঘণ্টা। অন্তত এক মাস আগে টিকিট কাটলে একপিঠের ভাড়া পড়বে প্রায় ৩০,০০০ টাকা। ফিরতি পথে জুরিখ থেকে বেলা ১১টা ২০ মিনিটের (স্থানীয় সময়) উড়ানে দোহা হয়ে মুম্বই পৌঁছনো যায়। ১২ ঘণ্টা ২০ মিনিটের যাত্রা শেষ ভারতীয় সময় ভোর ৩টে ১০ মিনিটে। বিশদ তথ্যের জন্য দেখুন এই ওয়েবসাইট: www.quatarairways.com জুরিখ ফ্লুগহাফেন রেলস্টেশন থেকে লিন্ডাওয়ের 'ইউরোসিটি' ট্রেনের নিয়মিত পরিষেবা আছে। দ্রুতগামী ট্রেনে ২ ঘণ্টা এবং ধীরগতির ট্রেনে ৩ ঘণ্টা সময় লাগে। ট্রেনের বিশদ তথ্য জানতে ও টিকিট কিনতে পারবেন www.bahn.com ওয়েবসাইটের ট্রেনস বিভাগের ইন্টারসিটি অ্যান্ড ইউরোসিটি অংশে।

### কোথায় থাকবেন

লিন্ডাওতে নানা মানের ও দামের হোটেল রয়েছে। তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল **হোটেল দ্য মেডুসা**, ডাবল বেড রুমে থাকলে জনপ্রতি খরচ প্রতিদিন ৪৬ থেকে ৬৯ ইউরোর মধ্যে। ☎০০-৪৯-০-৮৩৮২ ৯৩২২০ ওয়েবসাইট: www.hotel-medusa.de অনলাইন বুকিংয়েরও ব্যবস্থা আছে। **হোটেল ইনসেল-লিন্ডাও**, একেকটি ডাবল বেড রুমের ভাড়া দৈনিক ৯৫ থেকে ১১৯ ইউরোর মধ্যে। ফোন: ০০-৪৯-০-৮৩৮২ ৫০১৭। ওয়েবসাইট: www.insel-hotel-lindau.de/en

**হোটেল সি রোজ**, ডাবল বেড রুমে থাকলে জনপ্রতি খরচ প্রতিদিন ৩৭ থেকে ৯০ ইউরোর মধ্যে। ☎০০-৪৯-০-৮৩৮২ ২৪১২০ ওয়েবসাইট: www.seerose-lindau.de

এক ইউরো ভারতীয় মুদ্রায় ৭১ টাকার সমান।

তাম্বদি সুরলা শিবমন্দির

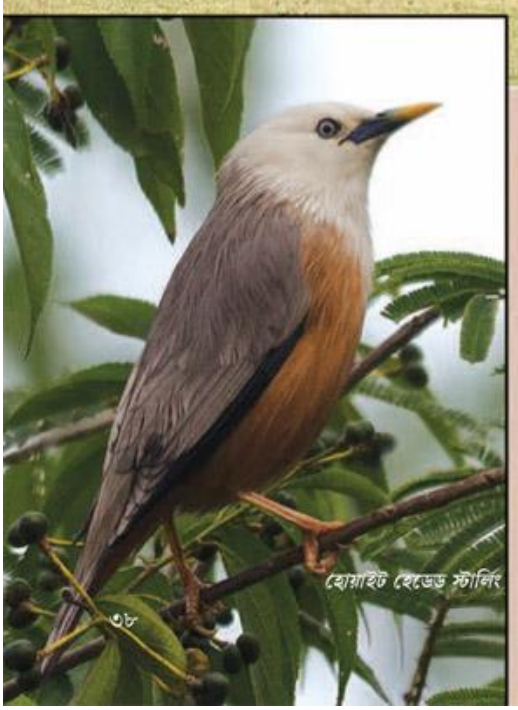

হোয়াইট হেডেড স্টার্লিং

# গোয়ার অরণ্যে

লেখা : মিতা দত্ত  ছবি : পিনাক দত্ত

পশ্চিমঘাট পাহাড়ের পায়ের কাছে মোলেম—
পক্ষিপ্রেমিকদের স্বপ্নের অরণ্য। জঙ্গলের মধ্যেই শতাব্দীপ্রাচীন
শিবমন্দির। কাছেই বোন্দলা অরণ্য ও চিড়িয়াখানা—
আয়তনে ছোট্ট কিন্তু আয়োজনে বিপুল।

বনেট ম্যাকাক

মালাবার গ্রে হনবিল

বোদলা চিড়িয়াখানার লেপার্ড

কানাকোনা থেকে গাড়ি চলেছে কাপেম হয়ে কুলেমের লৌহখনির পাশ দিয়ে, মোলেম ন্যাশনাল পার্ক তথা ভগবান মহাবীর স্যাংচুয়ারির 'ব্যাকউড ক্যাম্প'-এর উদ্দেশে।

ভারতের ক্ষুদ্রতম রাজ্য গোয়ার বিস্তার ৩৭০২ বর্গকিলোমিটার। তার কুড়ি শতাংশের কিছু বেশি এলাকা অর্থাৎ ৭৫৫ বর্গকিলোমিটার সংরক্ষিত বনভূমি। এর মধ্যে ভগবান মহাবীর ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারির বিস্তার ২৪০ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে। এরই মধ্যে অবস্থান পক্ষীপ্রেমীদের স্বপ্নাবাস 'ব্যাকউড ক্যাম্প'-এর। ক্যাম্পে যখন পৌঁছলাম তখন বেলা প্রায় এগারোটা বাজে। ক্যাম্পে আছে মোট ছটি টেন্ট ও ছটি কটেজ। এরই মধ্যে একটি কটেজ আমরা দখল করলাম। বন্য পরিবেশে কটেজগুলি একটি অপরটির থেকে বেশ দূরে দূরে। পরিচ্ছন্ন কটেজগুলিতে থাকার ন্যূনতম ব্যবস্থার সঙ্গে লাগোয়া বাথরুম। ক্যাম্প বেশ অনেকটা এলাকা জুড়ে। একপাশ দিয়ে বয়ে চলেছে তিরতিরে নদী, টলটলে জল তাতে, দেখলেই মনে হয় জলে নেমে পড়ি।

ক্যাম্পে পৌঁছেই চা পান করে আমাদের গাইড লোভেন-এর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম পাখির খোঁজে। আমাদের হাতে বাইনোকুলার আর লোভেনের কাঁধে স্ট্যান্ডে লাগানো টেলিস্কোপ আর হাতে লেসার টর্চ। পাখি দেখার বিপুল আয়োজন। এই ডিসেম্বরের শেষেও চড়চড়ে রোদ— বেশ গরম তবু ক্যাম্পের পাশের বনপথে পাখিদের আনাগোনার শেষ নেই। প্রথমেই দেখা এক বুলবুলির সঙ্গে। না! এ আমাদের চেনা বুলবুলি নয়। এ এক লাল গলা হলুদ বুলবুলি— নাম রুবি থ্রোটেড ইয়েলো বুলবুল। এটি গোয়ার রাজ্য-পাখি। পাশেই একটা উঁচু গাছে খেলা করছে একদল স্কারলেট মিনিভেট। পুরুষ মিনিভেটের উজ্জ্বল লাল রঙ আর তাদের স্ত্রীদের রঙ উজ্জ্বল হলুদ, মনপ্রাণ ভরে দেখা হল তাদের। কাঠঠোকরার ঠকঠক আওয়াজ নিশানা করে খুঁজে পাওয়া গেল কাছের এক উঁচু গাছে এক হার্ট-স্পটেড উডপেকার। এই উডপেকার আমরা আগে কখনও দেখিনি, লোভেনের টেলিস্কোপের সাহায্যে তাকে খুব ভালো করে দেখলাম। পাশের একটা ঝোপে চলছে এক ঝাঁক ওয়েস্টার্ন ক্রাউনড ওয়ার্বলারের নাচানাচি। কাছেই একটা বুনো ফুলের গাছে খেলে বেড়াচ্ছে একদল থিক-বিলড ফ্লাওয়ারপেকার।

পাখি দেখতে দেখতে বেলা অনেক হল। খিদেও পেয়েছে, তাই পাখি দেখা আপাতত স্থগিত রেখে চললাম স্নান-খাওয়া সারতে। ডাইনিং হলের জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে ক্যাম্পের সীমানা— তার পাশেই গভীর জঙ্গল। জানলার থেকে কিছুটা দূরে একটা পাত্রে জল ভরে রাখা আছে— সেখানে তৈরি হয়েছে 'বার্ড বাথ' বা 'পক্ষী স্নানাগার'। সেখানে পাখিদের স্নান করার ধুম লক্ষ করার মতো। হোয়াইট রাম্পড শ্যামা জলে ডুব দিয়ে উঠতে না উঠতেই ইয়েলো ব্রাউড বুলবুল জলে ঝাঁপ মারে। তার সঙ্গে প্রায় ধাক্কাধাক্কি করে জলে নামে এক পাফ থ্রোটেড ব্যাবলার। ওটা স্নান সেরে উঠে গা-ঝাড়া দিয়ে জল শুকোবার আগেই জলে নেমে পড়েছে একটা ফ্লেম থ্রোটেড বুলবুল। খাওয়া ভুলে আমরা এ দৃশ্য

মন্দিরদর্শন সেরে নদীর পাশে চোখে পড়ল কমন কিংফিশার এবং বেশ সুন্দর দেখতে অরেঞ্জ হেডেড থ্রাশ। আগে মানসের জঙ্গলে এই পাখি দেখেছি বটে, কিন্তু এখানকার পাখিটি তার থেকে একটু আলাদা। এর চোখের কাছে দুটি সমান্তরাল রেখা আছে যা ওখানকার পাখির ছিল না। মন্দির থেকে ফেরার পথে সন্ধের মুখে দেখা দিল বাহারি রঙের ইন্ডিয়ান পিট্টা।

দেখতেই ব্যস্ত হয়ে পড়লাম।

দুপুরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে সাড়ে তিনটে নাগাদ বেরিয়ে পড়লাম লোভেনের সঙ্গে তার গাড়ি করে। গন্তব্য, কাছের সুপ্রাচীন শিবমন্দির তাম্বদি সুরলা। মন্দির-চত্বর প্রশস্ত এবং বেশ পরিচ্ছন্ন। সেখানে পৌঁছতে পেরতে হল ছোট্ট নদী সুরলা। মন্দিরটি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নির্মিত গোয়ার কদম্ব-যাদব স্থাপত্যের একমাত্র অবশিষ্ট নিদর্শন। শুধুমাত্র ঘন জঙ্গলের মধ্যে এর অবস্থানের কারণে এটি বিভিন্ন অনুপ্রবেশকারীর হাতে ধ্বংস হওয়া থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে। গোয়ার অন্যান্য মন্দিরের থেকে এটি ছোট। মন্দিরটির স্থাপত্যশিল্পের সঙ্গে বালাম্বির কালেশ্বর মন্দির এবং বেলগাঁওয়ের জৈন মন্দিরের মিল প্রচুর।

মন্দিরদর্শন সেরে নদীর পাশে চোখে পড়ল কমন কিংফিশার এবং বেশ সুন্দর দেখতে অরেঞ্জ হেডেড থ্রাশ। আগে মানসের জঙ্গলে এই পাখি দেখেছি বটে, কিন্তু এখানকার পাখিটি তার থেকে একটু আলাদা। এর চোখের কাছে দুটি সমান্তরাল রেখা আছে যা ওখানকার পাখির ছিল না। মন্দির থেকে ফেরার পথে সন্ধের মুখে দেখা দিল বাহারি রঙের ইন্ডিয়ান পিট্টা।

রাতে নৈশভোজের সময় পরিচয় হল ক্যাম্পের অন্যান্য অতিথির সঙ্গে। আমরা ছাড়া সকলেই বিদেশি। ইংল্যান্ড থেকে এসেছেন সত্তরোর্ধ্ব অ্যালেন ও তাঁর স্ত্রী, সত্তর ছুঁই ছুঁই ম্যাকিনটশ, জার্মানির ক্লডিয়া ও হল্যান্ডের হ্যারি ও তাঁর বান্ধবী এমি। অ্যালেন ও তাঁর স্ত্রী প্রত্যেক বছর চার মাস ভারতে পাখি দেখে কাটান। ভারতবর্ষের পাখি সম্বন্ধে অ্যালানের জ্ঞান অনেক পক্ষিপ্রেমীর চেয়ে ঢের বেশি। চোদ্দো বছর ধরে তিনি দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে ভুগছেন কিন্তু তাঁর মনের জোর এবং এই বয়সেও অসুস্থ শরীরে তাঁর উৎসাহ সত্যিই অভাবনীয়। তাঁর কাছে তাঁর ভারত ভ্রমণের কাহিনি এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁর প্রভূত জ্ঞান দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। জার্মানির ক্লডিয়া অবশ্য পক্ষিপ্রেমী বলে ব্যাকউড ক্যাম্পে আসেনি। সে একা এসেছিল গোয়ার সমুদ্র সৈকত উপভোগ করতে— তবে তার একাকীত্বের এবং ইংরিজি বা ভারতীয় ভাষা না জানার সুযোগ নিয়ে তাকে চরম প্রতারণার শিকার হতে হয়েছে। প্রচুর আর্থিক ক্ষতি হয়েছে তার। সে যাতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে না ফেরে তাই অ্যালেন ও তাঁর স্ত্রী তাকে ব্যাকউড ক্যাম্পে কিছুদিন কাটিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। এ গল্প শুনে ভারতীয় হিসেবে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে গেল আমাদের।

পরদিন ভোরে আমরা পাখির খোঁজে লোভেনের সঙ্গে গেলাম স্থানীয় স্কুল-সংলগ্ন মাঠে। সেখানে গাছে গাছে পাখির মেলা। লোভেনের অভিজ্ঞ চোখে কোনও পাখিই এড়িয়ে যায় না। দূরের একটা গাছে টেলিস্কোপের সাহায্যে দেখি দুজোড়া ভার্নাল প্যারটের উল্টো হয়ে দোল খাওয়া। তার পাশেই স্কেলি ব্রেস্টেড মুনিয়ার ছটফটানি। চেস্টনাট শোল্ডারড পেট্রোনিয়া, ওয়ায়র টেইল্ড সোয়ালো, রেড রাম্পড সোয়ালো ও স্ট্রিক থ্রোটেড সোয়ালোর মিছিল বসেছে একটি তারের ওপর। একটি উঁচু গাছের মাথায় পম্পাদুর গ্রিন পিজিয়নের পরিবার রোদ

পোয়াচ্ছে। স্কুলের বেড়ার ধারে একটি কলাগাছে লিটল স্পাইডার হান্টারের অবিরাম খাদ্যান্বেষণ, সবুজ পাতার ফাঁকে লুকিয়ে থাকা ব্লু উইংগড লিফবার্ডের উঁকি, উজ্জ্বল হলুদ এক জোড়া ডার্ক থ্রোটেড ওরিয়লের চোখ ধাঁধিয়ে সামনে দিয়ে উড়ে যাওয়া— সব মিলিয়ে মনে হচ্ছিল স্বপ্নে কোনও পাখির দেশে এসে গিয়েছি।

সারাটা দিন ক্যাম্পে এবং তার আশপাশে পাখি দেখে কীভাবে যে সময় কেটে গেল বুঝতেই পারলাম না। ক্যাম্প-চত্বরে ফিঙেই দেখলাম চার রকমের: অ্যাশি ড্রঙ্গো, স্প্যাংগেল্ড ড্রঙ্গো, ব্রোঞ্জড ড্রঙ্গো এবং লম্বা লেজওয়ালা গ্রেটার র‍্যাকেটটেইল্ড ড্রঙ্গো। আমাদের ঘরের পিছনেই সুন্দরী এশিয়ান ফেয়ারি ব্লুবার্ডের অনর্গল যাতায়াত। ক্যাম্পের সীমানার মধ্যেই একটা গাছে লোভেন দেখাল দুটি বাচ্চা সহ বিশ্রামরত এক জোড়া শ্রীলঙ্কান ফ্রগমাউথ। কোনওরকম বিরক্ত না করে প্রাণভরে ওগুলোকে দেখলাম আর ছবি তুললাম।

তৃতীয় দিন আমরা প্যাকড ব্রেকফাস্ট নিয়ে ভগবান মহাবীর স্যাংচুয়ারি ছেড়ে চললাম বোন্দলা ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি ও জু-তে। গাড়ি করে যেতে বেশি সময় লাগল না। পৌঁছে দেখি স্যাংচুয়ারির দোর নটার আগে খুলবে না।

## প্রয়োজনীয় তথ্য

### কীভাবে যাবেন

মোলেম ন্যাশনাল পার্ক বা ভগবান মহাবীর ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারির সব থেকে কাছের রেল স্টেশন কুলেম। হাওড়া থেকে সরাসরি কুলেম যায় ১৮০৪৭ অমরাবতী এক্সপ্রেস (সোম, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি)। এছাড়া মারগাঁও থেকেও অনায়াসে গাড়ি করে পৌঁছতে পারেন মোলেম ন্যাশনাল পার্ক।

### কোথায় থাকবেন

এখানে থেকে পাখি দেখতে গেলে থাকতে হবে **'ব্যাকউড ক্যাম্প'**-এ। এখানে থাকার খরচ ২ রাত ও ৩ দিনের ৬,৫০০ টাকা জনপ্রতি এবং ৩ রাত ৪ দিনের ৮,৫০০ টাকা জনপ্রতি। এর মধ্যে থাকা-খাওয়া, ঘুরে পাখি দেখানোর গাইডিং চার্জ সব ধরা আছে। নিকটবর্তী স্টেশন থেকে পিক আপের ব্যবস্থা ক্যাম্প কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে করে দিতে পারে।

**বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ করুন:**
☎ ০৯৮২২১-৪৪৯৩৯,
০৯৮২২১-৩৯৮৫৯
কলকাতা বুকিং: ☎ ৯৮৩১০-৭৮৩৪৭

হাতে ঘণ্টাদেড়েক সময়। লোভেনের সঙ্গে চললাম স্যাংচুয়ারির সীমানার বাইরে একটা পথ ধরে পাখি দেখতে। স্যাংচুয়ারির সীমানার বেড়ার বাঁধন মানার বাধ্যবাধকতা তো পাখিদের নেই— তাই এপথে অসংখ্য পাখি। এখানে চোখে পড়ল কমন আয়োরা, ইন্ডিয়ান রবিন, হোয়াইট হেডেড স্টার্লিং, কমন টেলর বার্ড, মুনিয়া, নানারকম সানবার্ড, ডার্ক থ্রোটেড ওরিয়ল, নানারকম সোয়ালো ও আরও কত কী।

পাখি দেখতে দেখতে খিদেও পেয়েছিল জব্বর। প্রাতরাশ সারতে সারতেই বোন্দলার দ্বার খোলার সময় হয়ে গেল। টিকিট কেটে আমরা ঢুকে পড়লাম বোন্দলার অন্দরমহলে। পশ্চিমঘাট পর্বতমালার পাদদেশে অবস্থিত এই

**বেশ কিছুক্ষণ পর যেন আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করার জন্য ঠিক আমাদের সামনে দিয়ে উড়ে গেল হলুদ গা লাল ঠোঁটের সুন্দর ছোট্ট ডোয়ার্ফ কিংফিশার— যেন একটা বড় প্রজাপতি।**

ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারির ব্যাপ্তি মাত্র ৮ বর্গকিলোমিটার। এটি গোয়ার ক্ষুদ্রতম ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি। স্যাংচুয়ারির ভেতরে পাহাড়ের হালকা ঢাল বেয়ে পিচের রাস্তা। একপাশে পাহাড়ের ঢাল আরেক পাশে অগভীর খাদ। গাছে ছাওয়া মনোরম পরিবেশের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করছে পাখির কলকাকলি। মাঝে মাঝে দেখা মিলছে একাকী সম্বর বা এক ঝাঁক চিতলের। হঠাৎই ডাক শোনা গেল মালাবার ট্রোগোনের। সাবধানে সেদিকে এগোতেই দেখা মিলল অপূর্ব সুন্দর মালাবার ট্রোগান দম্পতির। এরপর কাছাকাছি একটি গাছে চোখে পড়ল কাঠ ঠোকরাতে ব্যস্ত এক স্পেকেল্ড পিকুলেট— এটি কাঠঠোকরাদের মধ্যে সব থেকে ছোট। জু-এর বাইরে একটি গাছের নিচু ডালে বিশ্রামরত এক গ্রে হর্নবিল দেখা গেল খুব কাছ থেকে।

পার্কের জু-টি বেশ সুন্দর সাজানো। বেশ অনেকটা করে জায়গা এক-একটি প্রাণির থাকার জন্য ঘেরা। শজারু, সিভেট ক্যাট, রয়েল বেঙ্গল টাইগার, লেপার্ড, ভালুক, গাউর, সম্বর, চিতল, কুমির এবং নানারকম সাপ দেখলাম সেখানে। জু-এর বাইরে একটি খুব উঁচু গাছে একজোড়া মালাবার জায়েন্ট স্কুইরেল খেলে বেড়াচ্ছে আর ফল খাচ্ছে। তাদের নর্তনকুর্দন বেশ অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ করলাম।

পার্ক থেকে ফেরার পথে দেখলাম গ্রেটার ফ্লেমব্যাক অরেঞ্জ হেডেড থ্রাশ, ফরেস্ট ওয়াগটেইল, ব্রাউন হেডেড বারবেট, ব্লু ক্যাপড রকথ্রাশ ও কত কী! আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও আয়োজনে মন ভরিয়ে দিল বোন্দলা।

আমাদের ব্যাকউড ক্যাম্পে থাকার মেয়াদ পরদিন দুপুর পর্যন্ত। তাই রাত্রে চাওয়া পাওয়ার হিসেবটা মেলাতে বসলাম, কী কী দেখলাম আর কী কী দেখতে পেলাম না। দেখা গেল দুদিনে একশো ধরণেরও বেশি পাখি দেখেছি— তবে ব্লু ইয়ার্ড কিংফিশার আর ডোয়ার্ফ কিংফিশার দেখা হয়নি। ঠিক হল পরদিন সকালে তাদের দেখার চেষ্টা করব, কারণ এদের আগে কখনও দেখিনি।

পরদিন ভোরবেলা হেঁটে চললাম লোভেনের সঙ্গে, তাম্বদি সুরলা মন্দিরের পাশে সুরলা নদীর খাত ডান হাতে রেখে পাথুরে উঁচু-নিচু পথ ধরে বেশ ঘন কাঁটা ঝোপ ও জঙ্গলের পথ দিয়ে। মাঝে মাঝেই হাত পা ছড়ে যাচ্ছে গাছের কাঁটায়, তবু আমরা এগিয়ে চললাম। বেশ নিচু দিয়ে বয়ে চলেছে নদী। প্রায় কিলোমিটার-তিনেক যাওয়ার পর লোভেন আমাদের নিয়ে নেমে এল পাথুরে ঢাল বেয়ে, নদীর কাছে। বেশ কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর নদীর ওপর একটা পাথরে দেখা মিলল বহু কাঙ্ক্ষিত ব্লু ইয়ারড কিংফিশারের। তাকে দেখে আবার পাথুরে ঢাল বেয়ে উঠে এলাম জঙ্গলের পথে। ডোয়ার্ফ কিংফিশারের খাদ্য মাছ নয়, পোকামাকড়— তাই তাকে খুঁজতে হবে এখানেই, জলের কাছে নয়। লোভেনের কাছে জানলাম ডোয়ার্ফ কিংফিশার, মাছরাঙাদের মধ্যে ক্ষুদ্রতম। পথ অতি সংকীর্ণ, তবু আমরা অদম্য আগ্রহে এগিয়ে চললাম। বেশ কিছুক্ষণ পর যেন আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করার জন্য ঠিক আমাদের সামনে দিয়ে উড়ে গেল হলুদ গা লাল ঠোঁটের সুন্দর ছোট্ট ডোয়ার্ফ কিংফিশার— যেন একটা বড় প্রজাপতি। এক ঝলকের জন্য হলেও ওটিকে দেখে শরীরের সব কষ্ট উধাও হয়ে গেল।

এবার আমাদের ফেরার পালা— তবে এই তিনদিনে বন্য গোয়ার আঘ্রাণে মন কানায় কানায় পরিপূর্ণ।

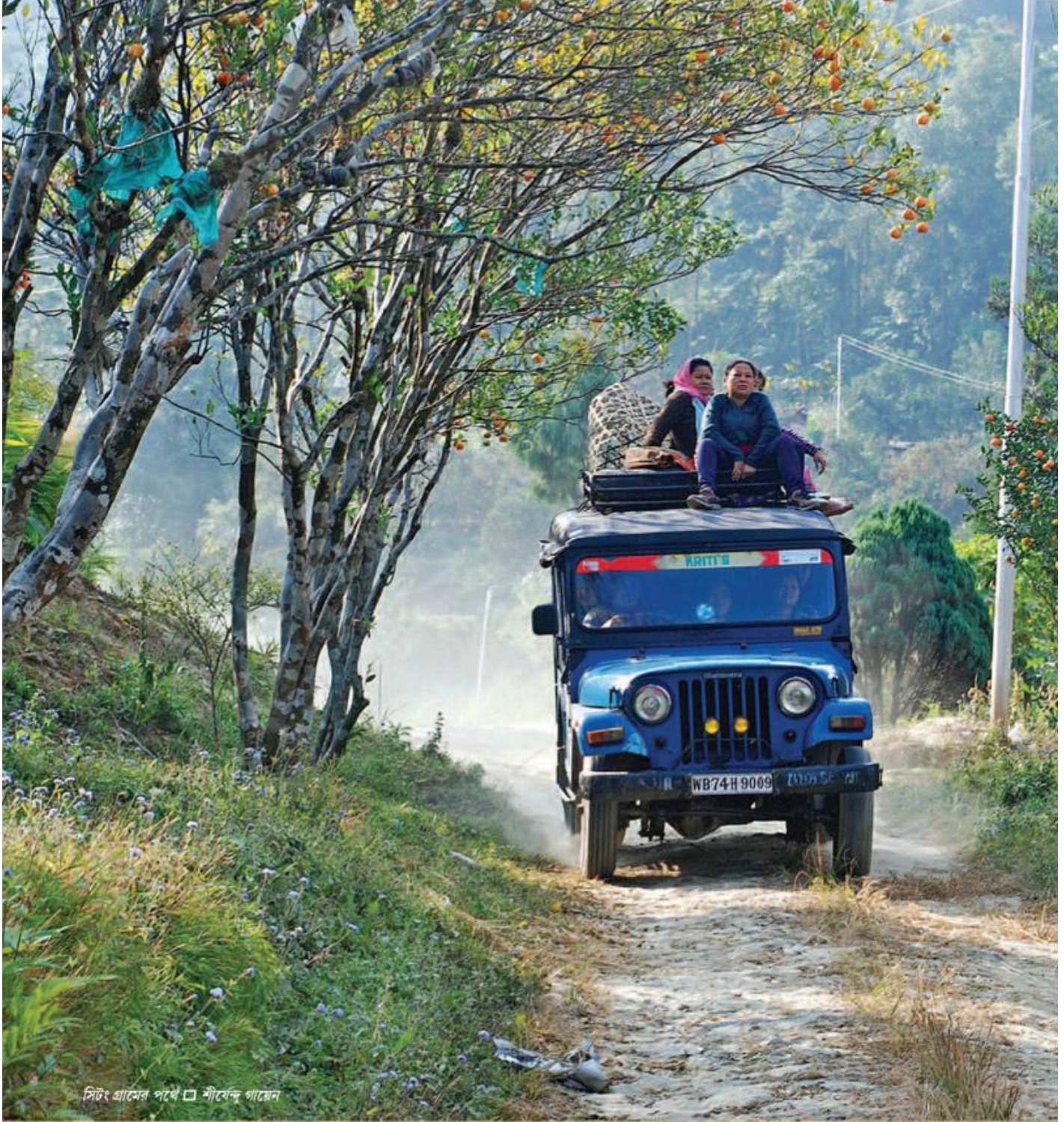


সিটং গ্রামের পথে □ শীর্ষেন্দু গায়েন

# উত্তরবঙ্গের অন্দরমহলে

পম্পি মজুমদার

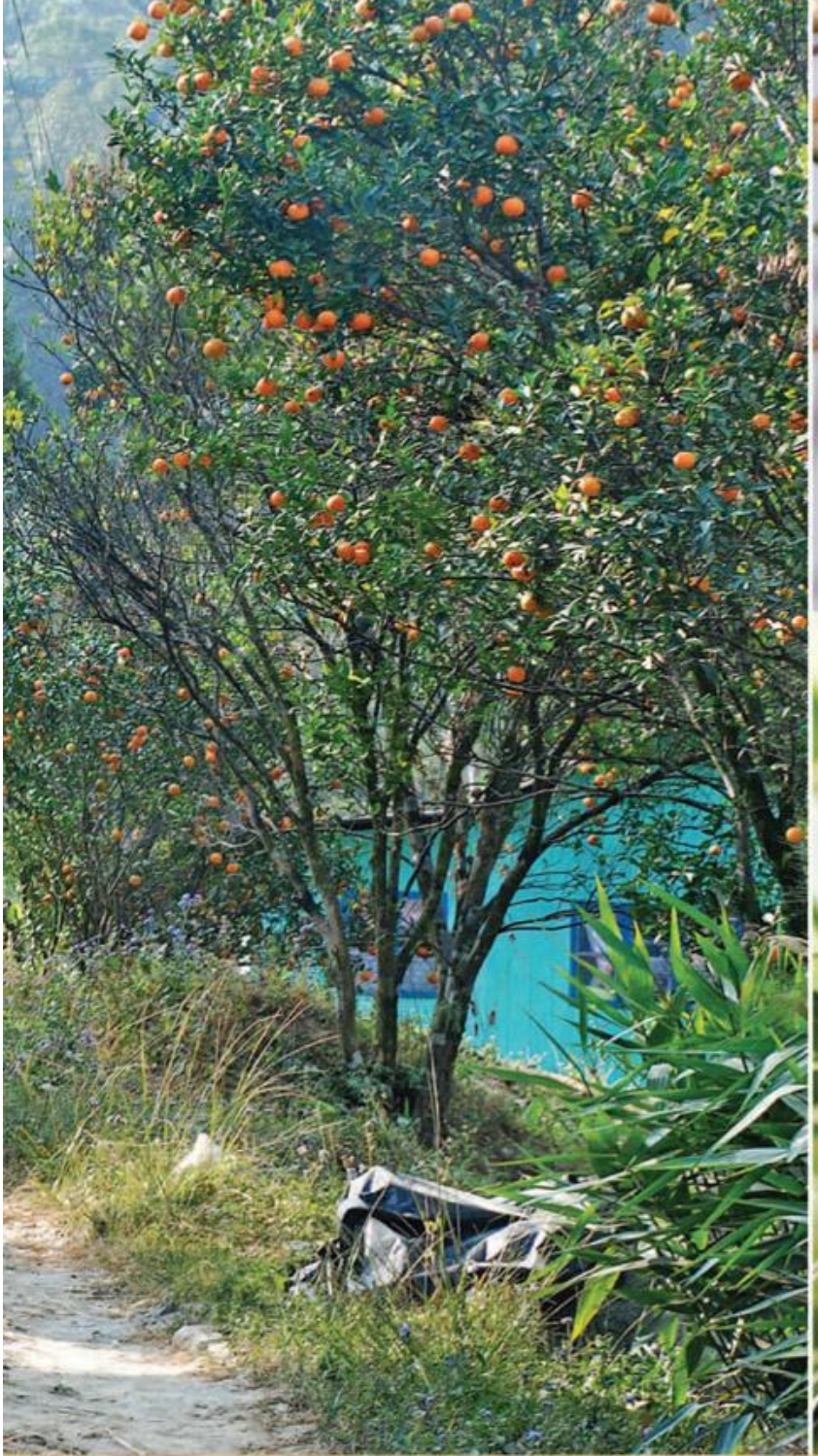

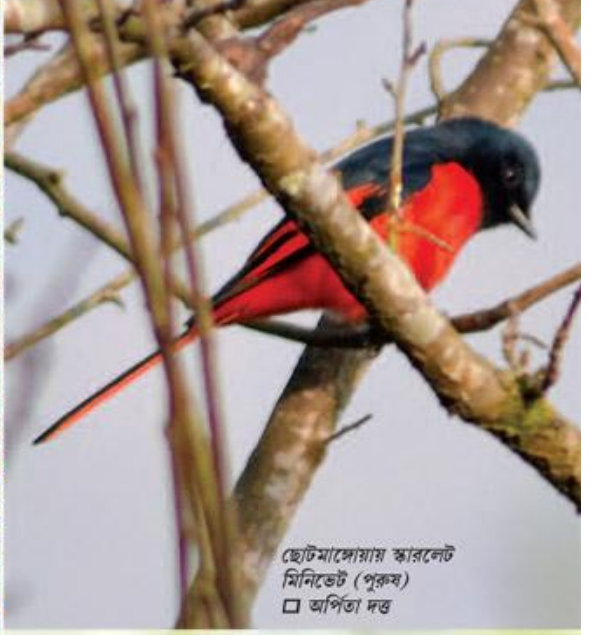

ছোটমাঙ্গোয়ায় স্কারলেট মিনিভেট (পুরুষ) □ অর্পিতা দত্ত

অর্কিড □ অর্পিতা দত্ত

বাগোড়া, নয়াবস্তি, ছ'মাইল, তিনচুলে, ছোটমাঙ্গোয়া, বড়মাঙ্গোয়া, সিটং— দার্জিলিংয়ের ধারেকাছে ছড়িয়ে থাকা অচেনা-অল্পচেনা এমনই কিছু গ্রামের গেরস্থবাড়িতে থাকা আর প্রকৃতির অসীম রূপে মুগ্ধ হওয়া।

ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহের এক রাতে চলেছি উত্তরবঙ্গের পথে। কুয়াশার জন্য নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে ট্রেন পৌঁছল এক ঘণ্টা পঞ্চাশ মিনিট দেরিতে। এই ভ্রমণে আমাদের প্রথম গন্তব্য বাগোড়া গ্রাম। শিলিগুড়ি থেকে প্রথমে গাড়ি নিয়ে রওনা হলাম দিলারামের উদ্দেশে। শিলিগুড়ি ছাড়তেই গায়ে এসে লাগল হিমেল হাওয়ার স্পর্শ। 'মহানন্দা ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি' ছাড়িয়ে তিনধারিয়ার রাস্তা ধরে এক ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছলাম কার্শিয়াং। এরপর টুং পেরিয়ে এসে পৌঁছলাম দিলারাম বাজারে। এই দিলারাম থেকেই ডানদিকে এক অপ্রশস্ত, খাড়াই পথ চলে গিয়েছে বাগোড়ার দিকে। দিলারাম থেকে বাগোড়া পর্যন্ত এই পথটির দৈর্ঘ্য হল তিন কিলোমিটার। তাই দিলারাম থেকেই বাগোড়ার জন্য গাড়ি নেওয়া সুবিধাজনক। কিন্তু আমরা দিলারাম এসে গাড়ির অপ্রতুলতা দেখে এগিয়ে চললাম ছয় কিলোমিটার দূরে সোনাদায়।

সোনাদায় পৌঁছে সেখান থেকে গাড়ি ঠিক করে সোনাদা থেকে দিলারাম পর্যন্ত আবার একই রাস্তায় এসে সেখান থেকে খাড়াই পথ ধরে চলা শুরু হল। গাড়ি অল্প পথ পার হতেই নিমেষের মধ্যে পরিবেশ গেল একদম পাল্টে। কোলাহলমুক্ত ঘন অরণ্যপথ ধরে আমরা এগিয়ে চললাম। বাগোড়া ফরেস্টের নিস্তব্ধতা আমাদের ঘিরে ধরল। কোথাও কোথাও অরণ্য এত গভীর যে সেখানে সূর্যের আলোরও প্রবেশ নিষিদ্ধ। ঘন জঙ্গল পেরিয়ে যখন বাগোড়া গ্রামে পৌঁছলাম তখন পাখির কূজন ছাড়া আর কিছুই কানে এলো না।

বাগোড়াতে আমাদের রাত্রিবাস করার কথা 'ডিকি হোম-স্টে'তে। বাড়িটি খুঁজতে খুঁজতে পাহাড়ের বেশ খানিকটা ওপরে উঠে এলাম। ঘরও মিলল। বৃদ্ধ আঙ্কেলজি সঙ্গে সঙ্গে ছুটলেন অনেকটা নীচে গাড়ি থেকে আমাদের মালপত্র আনতে। পাহাড়ের মাথায় যে দু-একখানি বাড়ি রয়েছে, 'ডিকি হোম-স্টে' তাদের মধ্যে অন্যতম। অপূর্ব পরিবেশে এই হোম-স্টের অবস্থান। মালকিন সদাহাস্যময়ী মিস ডিক লামু ভুটিয়া। তিনি তার ছোটবোন রিকচুং এবং পরিবারের অন্য সদস্যদের নিয়ে এই হোম-স্টে চালান। বাগোড়ায় পৌঁছে পাইন এবং দেওদারের ঘন বনানী এবং দূরে বরফঢাকা নাথু লা রেঞ্জের কিয়দংশ দেখে আমরা তখন মুগ্ধ। ঘরে ঢুকতেই ডিকি হাসিমুখে ধূমায়িত চায়ের কাপ হাজির করল। পাহাড়ের বেশ খানিকটা ওপরে এই বাড়িটির অবস্থান হওয়ায় ঝোড়ো ঠান্ডা হাওয়া এবং শীতের দাপটে আমরা তখন বেশ কাবু। মূল গ্রামটি বেশ খানিকটা নীচে।

দুপুরের ভোজনপর্ব সেরে গ্রামটি পায়ে হেঁটে ঘুরতে বেরলাম। শেরপা, লেপচা এবং ভুটিয়া সম্প্রদায়ের মানুষজন এখানে মিলেমিশে থাকেন। এদের বেশিরভাগই বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মানুষ। মূল গ্রামটিতে দু-একটি টুকিটাকি জিনিসপত্রের দোকান ছাড়া আর কোনও দোকান চোখে পড়ে না। যে-কোনও প্রয়োজনেই গ্রামবাসীদের যেতে হয় বনের পথ পেরিয়ে দিলারাম, সোনাদা অথবা সেরকম প্রয়োজনে কার্শিয়াং। ছোট্ট গ্রামটিতে সামান্য কয়েকটি ঘরবাড়ির পরই শুরু হয়েছে ঘন জঙ্গল। মূল

এখন আমাদের বাঁদিকে কাঞ্চনজঙ্ঘা এবং তার নীচে দৃশ্যমান হল ঘন বসতিপূর্ণ দার্জিলিং শহর। পথ চলতে চলতে ড্রাইভার কখনও দূরে ওপরে দেখাল টাইগার হিল, কখনও বা নীচে মংপু। ছ'মাইলের ছোট্ট বাজারটিতে পৌঁছবার ঠিক মিনিটপাঁচেক আগে হাতের বাঁদিকে এক পাথুরে পথ গিয়েছে ওপরে।

গ্রামে ঢোকার পথেই বেশ বড় এক চোর্তেন এবং গ্রামের বাড়িগুলি লুংদার দিয়ে সাজানো। গ্রামের শেষ মাথায় আছে একটি হেলিপ্যাড, যদিও সেখানে সাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ। পাহাড়ের ধাপে ধাপে প্রচুর মুলোর চাষ হয় এবং মুলোই হল বাগোড়ায় উৎপাদিত একমাত্র কৃষিজ ফসল। বাগোড়া থেকে গাড়ি নিয়ে ঘুরে আসা যায় ডাওহিল (১২ কিলোমিটার) এবং চিমনি গ্রাম (৫ কিলোমিটার)।

রাতে ঝোড়ো হাওয়ার শনশন শব্দ ছাড়া আর কিছু কানে এলো না। পরদিন ভোরে হোম-স্টের ছাদ থেকে এক দুর্দান্ত সূর্যোদয় দেখলাম। সূর্যের আলো পড়তেই অরণ্যের সবুজের বৈচিত্র চোখের সামনে ধরা দিল। ব্রেকফাস্ট সেরে তৈরি হয়ে নিলাম পরের গন্তব্য দার্জিলিং যাওয়ার জন্য।

সকালের সোনালি আলোয় হিমেল হাওয়া গায়ে মাখতে মাখতে পৌঁছলাম সোনাদা এবং সেখান থেকে অপূর্ব পথ ধরে ঘুম পেরিয়ে পৌঁছলাম দার্জিলিং। শৈলরানি দার্জিলিং—ভিড়ে ঠাসাঠাসি। খ্রিস্টমাস ইভের দার্জিলিং-এ যেন দুর্গাপূজার অষ্টমীর ভিড়। ম্যালে বিরাট স্টেজ বানিয়ে চলছে 'টি অ্যান্ড ট্যুরিজম ফেস্টিভ্যাল।' হই-হট্টগোল, আনন্দ-স্ফূর্তি, খাওয়া-দাওয়া, গান-বাজনা ইত্যাদি এড়িয়ে এসে দাঁড়ালাম ম্যালের পিছনদিকে কোলাহলমুক্ত ভিউ পয়েন্টে। যাঁর জন্য এখানে আসা, যিনি শহরে ঢোকার মুখেই দৃষ্টিরোধ করেছিলেন, সেই কাঞ্চনজঙ্ঘা সপার্ষদ দাঁড়িয়ে মেঘমুক্ত আকাশে ঝলমল করছেন।

খ্রিস্টমাসের দিন মহাকাল মন্দিরে পুজো দিয়ে ইতিউতি ঘোরা এবং বার বার ফিরে যাওয়া সেই ভিউপয়েন্টগুলিতে। ভোর থেকে অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত একইভাবে মেঘহীন আকাশে ঝকঝক করছে কাঞ্চনজঙ্ঘা শৃঙ্গশ্রেণি।

২৬ ডিসেম্বর ভোর হতেই ব্যস্ততা—দার্জিলিং থেকে সেদিন আমাদের গন্তব্য আরেকটি সুন্দর গ্রাম 'নয়াবস্তি ছ'মাইল'। ভাড়া করা গাড়িতে দার্জিলিংকে বিদায় জানিয়ে যাত্রা শুরু করে এলাম ঘুম পর্যন্ত। ঘুম থেকে মিনিটপাঁচেক শিলিগুড়ি যাওয়ার রাস্তা ধরে এসে গাড়ি বাঁক নিল বাঁদিকে। এসে পড়লাম পেশক রোডে। অপূর্ব নির্জন পথ। এখন আমাদের হাতের বাঁদিকে কাঞ্চনজঙ্ঘা এবং তার নীচে দৃশ্যমান হল ঘন বসতিপূর্ণ দার্জিলিং শহর। পথ চলতে চলতে ড্রাইভার কখনও দূরে ওপরে দেখাল টাইগার হিল, কখনও বা নীচে মংপু। ছ'মাইলের ছোট্ট বাজারটিতে পৌঁছবার ঠিক মিনিটপাঁচেক আগে হাতের বাঁদিকে এক পাথুরে পথ গিয়েছে ওপরে। সেই মোড়টিতেই দাঁড়িয়েছিল সদাহাস্যময় 'বীরে'— যাকে আমাদের অভ্যর্থনার জন্য পাঠিয়েছিলেন নয়াবস্তি ছ'মাইলের হোম-স্টে মুতাঞ্চি গেস্টহাউসের প্রধানা করুণাদিদি। গেস্টহাউসটির সামনে খোলা মাঠে ছ'মাইলের একমাত্র স্কুলটি অবস্থিত। যদিও শীতের ছুটিতে স্কুল বন্ধ, তবুও আন্দাজ করতে পারি স্কুল খোলা থাকলে কচিকাঁচাদের কোলাহলেই গ্রামটি সরব থাকে।

অসম্ভব সুন্দর অবস্থান মুতাঞ্চি গেস্টহাউসের। মোট তিনটি কটেজ—ম্যাগনোলিয়া, অর্কিড এবং রডোডেনড্রন।

আমাদের স্থান হল প্রথমটিতে অর্থাৎ ম্যাগনোলিয়ায়। কটেজের ভেতরে ঢুকে এত আনন্দ পেলাম যে বলার কথা নয়। আনন্দ পেলাম হিমালয়ের বুকে এই ছোট্ট গ্রামগুলির নিরলস মানুষজনের কথা ভেবে যাদের চেষ্টায় এই কষ্টকর পথে, এই নির্জন গ্রামে টুরিস্টদের সমস্ত রকমের সুবিধা দেওয়া সম্ভব হয়েছে। দেখার মতো প্রতিটি কটেজের ভেতরের সজ্জা। যেখানে যা দরকার সবটুকুই আছে। এর সঙ্গে বাড়তি পাওনা হল প্রতিটি কটেজের সঙ্গে লাগোয়া কাঠের বারান্দাগুলি।

বারান্দায় এসে দাঁড়ালেই নির্মেঘ আকাশে হিমালয় দর্শন। জীবনে এর চেয়ে বেশি আর কীই বা চাওয়ার থাকতে পারে?

গেস্টহাউসের ভেতরেই রয়েছে পাশের ভিউ পয়েন্টে যাওয়ার পথ। অনেকটা পথ সিঁড়ি দিয়ে উঠে ভিউ পয়েন্ট। ভিউ পয়েন্টের আবার তিনটি তলা। সর্বোচ্চ তলায় উঠে সত্যিই মনে ভয় হয়। ওপর থেকে চারদিকে তাকাতে একধারে দার্জিলিং, দূরে দক্ষিণ সিকিমের নামচির চারধাম মন্দির, অপরদিকে কালিম্পং এবং নীচে শিলিগুড়ির কিছু অংশ চোখে পড়ল। মনে হচ্ছিল আমরা যেন বাস্তবে কোথাও নেই— কোনও ছবির সামনে দাঁড়িয়ে আছি। ভিউ পয়েন্টে যাওয়ার রাস্তাটির এক আলাদা সৌন্দর্য। ওঠার পথের দুপাশে কত রকমের যে

পুব আকাশ সবে ফরসা হতে শুরু করেছে, ছুটলাম ভিউ পয়েন্টের দিকে। কাঞ্চনজঙ্ঘার মাথায় শুরু হল রঙের খেলা। দুই মহানের মাঝে দাঁড়িয়ে আমরা দুজন অতি ক্ষুদ্র মানব। কাকে দেখব— সূর্যের চোখ ধাঁধানো আগুনে রং, নাকি অদ্রিরাজের তুষারশুভ্র শরীরে পিছলে যাওয়া রঙের খেলা!

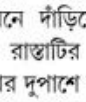

গাছ— তাদের পাতার, ফুলের রং না দেখলে বোঝানো সম্ভব নয়। একদিকে ম্লেক লিলিও যেমন দেখেছি অন্যদিকে গাছে গাছে স্কোয়াশ ঝুলতে এবং মাটিতে ইতস্তত ছড়িয়ে থাকতেও দেখেছি।

সন্ধে নামতেই জাঁকিয়ে পড়ল ঠান্ডা, সঙ্গে ঝোড়ো বাতাস। বীরে এনে হাজির করল ঘর গরম করার এক অদ্ভুত বস্তু— গ্রামবাসীরা এই বস্তুটি তৈরি করেন ঘুঁটে, মাটি প্রভৃতি দিয়ে। গ্যাসের ওপরে বসিয়ে আগুন ধরার পর পুরো জিনিসটিকে একটি লোহার কড়াইয়ের ওপর বসানো হয়। ঘণ্টা দুয়েক গরম থাকার পর বস্তুটি নিভে আসার সঙ্গে সঙ্গে আবার ঠান্ডা জাঁকিয়ে ধরে। বীরেও বার বার এসে আবার নতুন করে জ্বালিয়ে দেয়। গরম ঘরে বেশ আরামেই ঘুম হল।

পরদিন পুব আকাশ সবে ফরসা হতে শুরু করেছে, ছুটলাম ভিউ পয়েন্টের দিকে। কাঞ্চনজঙ্ঘার মাথায় শুরু হল রঙের খেলা। দুই মহানের মাঝে দাঁড়িয়ে আমরা দুজন অতি ক্ষুদ্র মানব। কাকে দেখব— সূর্যের চোখ ধাঁধানো আগুনে রং, নাকি অদ্রিরাজের তুষারশুভ্র শরীরে পিছলে যাওয়া রঙের খেলা! আগের দিন গ্রামের মানুষদের কাছে শুনেছিলাম টাইগার হিল থেকে যে সূর্যোদয় দেখা যায় এখানকার তুলনায় তা নাকি কিছুই নয়।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর

গৌর যাযাবর

১৯৯২-এর ছোটদের শ্রেষ্ঠ বই হিসাবে
বিশ্বভারতীর আশালতা সেন পুরস্কারপ্রাপ্ত।
বোর্ড বাঁধাই শোভন সংস্করণ।
যুধাজিৎ সেনগুপ্তের পূর্ণপৃষ্ঠা ছবি ও বহুবর্ণ প্রচ্ছদ।
₹৪০

দেবুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩,
বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট), স্টার মার্ক-এর সব দোকান ও
অন্যান্য বইয়ের দোকানে আমাদের সব বই পাবেন।

অনলাইনে পেতে
www.swarnakshar.in
লগ অন করুন

স্বর্ণাক্ষর
স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড
২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন: ২২৮৩-২৩২০ ফ্যাক্স: ২২৮৭-৬৪৪৮ ই-মেল: info@swarnakshar.in

অর্কিড □ অর্পিতা দত্ত

সূর্যোদয়ের মুহূর্তে তাদের মতামতের গুরুত্ব বুঝলাম। সত্যিই এখানকার সূর্যোদয়ের সাক্ষী হতে পারা অতি সৌভাগ্যের ব্যাপার। ভিউ পয়েন্ট থেকে নেমে আসার পর করুণাদিদি এবং বীরে দাঁড়িয়ে থেকে আমাদের জলখাবার খাওয়ালেন। খ্রিস্টমাস উপলক্ষে অতি ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও করুণাদিদি অতিথি আপ্যায়নের ক্ষেত্রে এতটুকুও শিথিলতা দেখাননি।

এরপর আমাদের ছ'মাইল ছেড়ে তিনচুলের দিকে যাওয়ার সময় উপস্থিত হল। করুণাদিদির ঠিক করে দেওয়া গাড়ি নিয়ে উপস্থিত হল সাজন। অতিশয় ভদ্রলোক সাজন আমাদের ছ'মাইল থেকে তিনচুলে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। পথে যত্ন করে দেখিয়েছিল

সিটিং গ্রামে □ শীর্ষেন্দু গায়েন

সিটিং গ্রামে □ শীর্ষেন্দু গায়েন

তাকদা বাজার, তাকদা ফরেস্ট রেস্টহাউস, অর্কিড গার্ডেন প্রভৃতি। যাওয়ার সময়ে ছ'মাইল বাজারে সাজনের ছবির মতো সাজানো বাড়িটিও দেখলাম। তিনচুলে পৌঁছবার পর আরও একবার চমৎকৃত হওয়ার পালা। এক নজরে তাক লেগে যাওয়ার মতো স্থান হল তিনচুলে। নিয়মকানুনের সুশৃঙ্খলে বাঁধা তিনচুলে। বিভিন্ন অর্কিড, রঙিন ফুল, পাতাবাহারে মোড়া তিনচুলের 'গুরুং গেস্টহাউস'।

দেখে অবাক হলাম যে পরিবারের প্রায় প্রত্যেকেই নিজের হাতে অতিথি সৎকারের কাজে ব্যস্ত। এমনকি পরিবারের কলেজ পড়ুয়া মেয়েরাও শীতের ছুটিতে এসে অতিথিদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। গেস্টহাউসের সামনে খানিক ওপরেই গুরুংদের নিজস্ব খেতি, যেখানে অরগ্যানিক শাকসবজি প্রস্তুত করা হচ্ছে। তিনচুলে ছাড়াও বড়মাঙ্গোয়াতেও এদের নিজস্ব কৃষিজমি, হাঁস, মুরগি ইত্যাদি আছে যার থেকে অতিথিদের চাহিদার জোগান দেওয়া যায়। গেস্টহাউসের মধ্যেই একটি ছোট্ট দোকান যেখান থেকে অতিথিরা প্রিয়জনের জন্য স্মারক উপহার কিনতে পারেন।

অন্যায় হবে এখানকার খাবারের মেনু, মান এবং স্বাদের কথা উল্লেখ না করলে। সবদিক থেকেই গুরুং পরিবার এত উচ্চ মান বজায় রেখেছেন বলেই বর্তমানে হয়তো বহু আগে থেকে বুক না করলে তিনচুলেতে জায়গা পাওয়া সম্ভব হয় না। তিনচুলে এক অতি সুন্দর নির্জন ছোট্ট গ্রাম। গুরুং গেস্টহাউসের পাশেই গুরুংদের নিজেদের বসবাসের বিরাট বাড়ি 'গুরুং কটেজ'। হাঁটতে হাঁটতে চলে আসি তিনরাস্তার মোড়ে। মোড় থেকে সোরেং যাওয়ার রাস্তায় কিছুটা হেঁটে পৌঁছে যাই ভিউ পয়েন্টে। এখানকার ভিউ পয়েন্টটি ছ'মাইলের

**Konaseema - Dindi**
**Haritha Coconut Country Resort**

**Dindi,** located 429 kms from Hyderabad in the West Godavari District of Andhra Pradesh, is an undiscovered natural haven. Nestled in the Godavari delta, with dense coconut groves as far as eye can see, it showcases coastal Andhra Pradesh at its best. **Facilities:** Dindi Coconut Country Resort, is set amidst the beautiful backwaters, and surrounded by lush greenery. The Coconut Country resort has the best of modern facilities. The multi-facilities include 6 A/C Suites, 26 A/C Rooms and A/C Restaurant, Banquet Hall, Swimming Pool and 2 excellent venues for Conferences. APTDC also offers houseboat cruises across the backwaters. **Ph: 08862-227991/92**

**Suryalanka**
**Haritha Beach Resort**

**Suryalanka Beach,** is situated at a distance of 363 kms from Hyderabad, besides its proximity to the town, attracts tourists who often return to the quietude of the sea beach for the weekend and on some auspicious days for a dip in the sea. **Facilities:** APTDC has set up the Suryalanka Beach Resort providing tourists with well furnished accommodation in 12 A/C Rooms and a 7 bed and another 3 bed Dormitories having all modern facilities in a unique resort set on the serene and pristine beach. **Ph: 08643-224616**

• *Customised packages & group bookings are being organized by APTDC. Other Summer & special packages available for various tourist destinations from Central Reservation Offices.* • *Daily Tours to Shirdi, Tirupathi, Basara, Bhadrachalam, Srisailam, Nagarjunsagar, Hyderabad Local, Day&Night and Ramoji Film City.* • *Tours programme & tariff are subject to change. For more information mail to* ***marketing@aptdc.in***

Andhra Pradesh TOURISM | aptdc | Haritha HOTELS & RESORTS

*For enquiries contact:*

**Toll Free - 1800 4254 5454**

Follow us on

Book online at www.aptdc.in

**CENTRAL RESERVATION OFFICES: Hyderabad,** Basheerbagh Ph: 040-66745986, Cell: 9848540371 Tank Bund Road, Ph: 040-65581555 Cell: 9848125720 Tourism Plaza, Ph: 040 23414334, Cell: 9848306435, Shilparamam, Ph: 040 23119557 Cell: 9666578880, Kukatpally, Ph: 040 23052028, Cell: 98485 40374, **Secunderabad,** Ph: 040-27893100 Cell: 9848126947, **Visakhapatnam,** Ph: 0891-2788820 Cell: 9848813584, **Vijayawada,** Ph: 0866-2571393, **Tirupati** - Ph: 0877-2289120/21, **Rajahmundry,** Ph: 0883-2425219, **Kurnool,** Ph: 08518-250335, 252087, **Kadapa,** Ph: 08562-240533, **Warangal,** Ph: 0870-2562236, **Nizamabad,** Ph: 08462-224403/04. **Chennai,** Ph: 044-65439987 Tele Fax: 24353373, **Kolkata,** Tele/Fax: 033-22813679, 9433044584, **Bangalore,** Ph: 080-41136373, **Delhi,** Ph: 011-23381293. **MARKETING DIVISION:** Ph: 040-2341 2129.

মতো না হলেও কাঞ্চনজঙ্ঘার সুন্দর দৃশ্য পেলাম। ভিউ পয়েন্টটির নীচে গুরুংদের সমাধিস্থল। অদ্ভুত শান্তির জায়গা। আরও হাঁটতে হাঁটতে পেশকের দিকে এসে দাঁড়ালাম। এখানেই পরিচয় হল মা- হারা ছোট্ট শিশু মনজিতের সঙ্গে। কথোপকথন সেরে ফিরে চলি গুরুং গেস্টহাউসের দিকে। যেতে যেতে চোখে পড়ল গ্রামের নিত্যপ্রয়োজনীয় দোকানের সামনে মহিলারা লাল লঙ্কা এবং রসুন ছাড়ানোর কাজ করছেন আচার বানানোর জন্য।

তিনচুলে ছেড়ে আসার সময়ে সংগ্রহ করলাম তেঁতুল এবং ট্রি টমেটোর আচার যা বানানোর জন্য গুরুং পরিবার স্থানীয় মহিলাদের নিয়োগ করেন। রওনা হওয়ার সময়ে দীপেনজি এবং পুপু আমাদের স্থানীয় কুকি উপহার দিলেন, খাদা পরিয়ে সম্মান জানালেন এবং 'আবার আসব'— এই অঙ্গীকার করে আসতে বাধ্য হলাম।

তিনচুলে ছেড়ে গাড়ি ছোটমাঙ্গোয়ার দিকে রওনা হল। অপূর্ব সুন্দর আবহাওয়া এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, মনে হয় যেন উড়ে চলেছি। ছোটমাঙ্গোয়ায় পৌঁছবার কিলোমিটার পাঁচেক আগের থেকে শুরু হল মাটি এবং বোল্ডার-ফেলা রাস্তা।

ছোটমাঙ্গোয়ার হোম-স্টের মালিক প্রধানের ল্যান্ডরোভার আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। প্রবল ঝাঁকুনিতে হাড়গোড় ভেঙে যাওয়ার জোগাড়। পাঁচ কিলোমিটার রাস্তা— কখনও গ্রামের বাড়ির পাশ দিয়ে, কখনও কৃষিজমির পাশ দিয়ে পৌঁছলাম ছোটমাঙ্গোয়া। স্থানটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে আমরা বাক্যহারা। কটেজে জিনিসপত্র রেখেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম। এখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার ভিউ অনবদ্য। দূরে নামচির চারধাম মন্দিরও কটেজ থেকেই দৃশ্যমান। বড় অদ্ভুত জায়গা এই ছোটমাঙ্গোয়া। একদিকে পেশকের পাহাড় ও খাদ এবং অপরদিকে কালিম্পং পাহাড় ও গভীর খাদ এবং সেইদিকেই অনেক নীচে দৃশ্যমান তিস্তার সামান্য অংশ। রিসর্টটি একটি সংকীর্ণ রিজের ওপর অবস্থিত। তাই এখানে থাকার কটেজ, লগহাট প্রভৃতি কোনওটিই সামনে পিছনে অবস্থিত নয়। সবই পরপর, পাশাপাশি অবস্থিত। কারণ সামনের ঘরের পিছনে আবার আরেকটি ঘর বানানোর কোনও জায়গা নেই। সামান্য ওপরে রিসর্টের ভেতর দিয়ে চলাচলের পথ এবং পথের ডানদিক বরাবর লোহা এবং সিমেন্ট দিয়ে ফেন্সিং করা, কারণ তারপরেই গভীর খাদ সোজা নেমে গিয়েছে তিস্তার পাড়ের দিকে। কটেজগুলির সামনে বিশাল খোলা ঝুলন্ত বারান্দায় বসলেই কীভাবে সময় কেটে যায় বোঝা যায় না। নানা বাহারি গাছ দিয়ে রিসর্টটি সাজানো এমনকি সোলার সিস্টেমের মাধ্যমে গরম জলের ব্যবস্থাও সেখানে আছে। প্রধান দম্পতির সঙ্গে আলাপ জমে উঠল। ওঁরা দুজনেই কলকাতায় এসেছেন, মেট্রো রেলে চড়েছেন, ভিড়ে এবং গরমে ভীষণ কষ্ট পেয়েছেন— সবই বললেন।

বিকেলের দিকে হাঁটাপথে গ্রামের ভেতর দিয়ে অনেকটা নীচে কমলালেবুর বাগানে গেলাম। হাতের কাছে শয়ে শয়ে কমলালেবু গাছ এবং ফলভারে নুয়ে পড়া গাছ দেখে খুবই ভালো লাগল। সন্ধের মুখে ফিরে এলাম রিসর্টে। পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় স্নান করতে লাগলেন হিমালয়। দেখতে দেখতে এক সময়ে ঠান্ডা সহ্য করতে না পেরে কটেজে ঢুকে পড়লাম।

পরদিন রওনা হলাম বড়মাঙ্গোয়ার উদ্দেশে। গাড়িতে নিয়ে চললেন মিস্টার প্রধানের পুত্র বিনয়। বিনয়ই বড়মাঙ্গোয়ার রিসর্টটি দেখাশোনার দায়িত্বে আছেন। ছোটমাঙ্গোয়া থেকে বড়মাঙ্গোয়াতে যাবার রাস্তা কোনও কোনও জায়গায় খুবই খারাপ। বিনয় বলল সরকারি সাহায্যের প্রায় কিছুই এই জায়গায় এসে পৌঁছয় না।

ছোটমাঙ্গোয়ার মতো কাঞ্চনজঙ্ঘার ভিউ হয়তো বড়মাঙ্গোয়াতে নেই, কারণ বড়মাঙ্গোয়া গ্রামটি অনেকটা নীচে এবং চারদিকের উঁচু পাহাড়ের অবস্থানের দরুন কাঞ্চনজঙ্ঘাকে এখান থেকে দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু সবুজের সমারোহ যদি দেখতে হয় তাহলে বড়মাঙ্গোয়া যেতেই হবে। প্রতিটি বাড়িতে, প্রতিটি খেতে ফল এবং ফসল যেন উপচে পড়ছে এই গ্রামটিতে। একদিকে টমেটোর খেত তো অন্যদিকে কড়াইশুঁটির। মুলোর তো ছড়াছড়ি। ফুলকপি, বাঁধাকপি, স্কোয়াশ কী নেই! হাজার হাজার কমলালেবুর গাছ। ফ্যাক্টরিতে তৈরি হচ্ছে কমলালেবুর জ্যাম, জেলি, মার্মালেড প্রভৃতি। অতি উন্নত মানের কমলালেবুও বিক্রি হচ্ছে। একেকটি পেঁপে গাছে যে ডাবের আকৃতির পেঁপে হয় এবং তাও আবার একটি গাছে পঁচিশ তিরিশটি করে— তাও আমরা এই গ্রামে এসেই দেখলাম। এখানেই লুকিয়ে আছে বড়মাঙওয়ার সৌন্দর্য।

রিসর্টটিও প্রচুর গাছ দিয়ে সাজানো। ছোটমাঙ্গোয়ার মতো নয়— এখানকার রিসর্টটি ধাপে ধাপে বেশ ছড়ানো-ছিটানো। রাত কাটল বেশ আরামে। পরদিন অর্থাৎ ৩০ ডিসেম্বর ভোরে আমরা তৈরি হয়ে নিলাম আমাদের এবারের ভ্রমণের শেষ গন্তব্য সিটং ভিলেজে যাওয়ার জন্য। কোয়ালিস গাড়ি নিয়ে হাজির হল পূরণ তামাং— এক অল্পবয়সি তরতাজা যুবক। পূরণের গাড়িতে আমরা তিস্তা ফরেস্ট রেস্টহাউস, তিস্তাবাজার পেরিয়ে এসে রাম্বি বাজারের সামান্য আগে খোলা পেরিয়ে পূরণকে বিদায় জানিয়ে উঠে বসলাম আমাদের জন্য অপেক্ষায় থাকা অনুপের গাড়িতে।

গাড়িটি সোজা সেবক অভিমুখে না গিয়ে ডানদিকে উঠে-যাওয়া এক পাকদণ্ডী রাস্তা বেয়ে উঠতে লাগল মংপুর দিকে। তিস্তা বাজার থেকে রাম্বি বাজার পর্যন্ত আমাদের সঙ্গী হয়েছিল তিস্তা। সেই তিস্তা ওপর থেকে সরু হতে হতে একসময় মিলিয়ে গেল। পৌঁছলাম মংপু— বাসস্ট্যান্ড, দোকান, বাজার নিয়ে ছোট্ট এক জনপদ। মংপু বাজার থেকে তিনদিকে তিনটি রাস্তা গিয়েছে। একটি দার্জিলিং, একটি রাম্বি বাজার ও অন্যটি সিটং-এর দিকে। মংপু বাজার থেকে এগিয়ে দেখে নিলাম রবীন্দ্রভবন এবং বাইরে থেকেই দেখে নিলাম সিঙ্কোনার কারখানা। এরপর আর কিছুক্ষণ এগিয়েই গাড়িযাত্রার ইতি ঘটল। কারণ সামনে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে রিয়াং খোলা। এই রিয়াং খোলা, তার সামান্য পরে রং খোলা পেরিয়ে কাঁচা, পাথুরে পথে অনুপের মারুতি চলতে পারবে না। তাই আমাদের জন্য রিয়াংয়ের পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে ঝরঝরে একটি ল্যান্ডরোভার। সিটং-এ পৌঁছবার শেষ পর্যায়ে যাত্রা শুরু হল রিয়াং খোলা পেরিয়ে। এদিকের রাস্তা সবে তৈরি হচ্ছে। কিছুদিন আগে পর্যন্তও গ্রামের মানুষজন মংপু পর্যন্ত পায়ে হেঁটে যাতায়াত করতেন। ধীরে ধীরে পথের দুর্গমতা খানিকটা কমে এল, পাকদণ্ডী পথে গ্রামের ভেতর গাড়ি প্রবেশ করল। ততক্ষণে শুরু হয়ে গিয়েছে মাইলের পর মাইল কমলালেবুর বাগান। সত্যি সত্যিই শীতে সিটং অরেঞ্জ ভিলেজ হয়ে যায়।

ইতিমধ্যেই দূর থেকে অনেকটা ওপরে সিটং-এ আমাদের থাকার জায়গা 'ইয়কসা রিসর্ট' নজরে এলো। পৌঁছনো মাত্র রিসর্টের সকলের আতিথেয়তায় আরও একবার মুগ্ধ হওয়ার পালা। দুপুরের খাওয়া তাড়াতাড়ি শেষ করে গ্রাম ঘুরতে বেরলাম। এখানে আগের গ্রামগুলির তুলনায় ঠান্ডা কিছুটা কম। কমলালেবুর বাগানের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা নীচে নেমে যাদের বাগান সেই 'রাই' পরিবারের সঙ্গে আলাপ হল। যাদের কিছুক্ষণ আগেও চিনতাম না তারাই কয়েক মুহূর্তে আপন হয়ে উঠল। বাড়ির ছোট মেয়ে করিনা বড়দের ইশারায় গাছে উঠে লেবু পেড়ে জোর করে আমাদের হাতে গুঁজে দিল। নিমা শেরপা নিজে বৌদ্ধ হয়েও আমাদের দেখতে নিয়ে গেল গ্রামের একেবারে শেষ প্রান্তে বেশ খানিকটা নীচে প্রাচীন শিব মন্দির। নতুন মন্দিরটি তৈরি হওয়ার আগে নেপালি ধাঁচে তৈরি আদি মন্দিরেই পুজো হত। মন্দির দেখা হলে নিমা আমাদের নিজের বাড়িতে নিয়ে বসাল, নিজের গাছের থেকে পেঁপে পেড়ে আমাদের দিল।

ফিরে আসার সময় বেশ খানিকটা রাস্তা আমাদের এগিয়ে দিল। চেনা নেই, জানা নেই— এত সহজে যে কাউকে নিজের বলে ভাবতে পারা যায় নিমার কাছ থেকে সেই শিক্ষাই নিতে চেষ্টা করলাম। গ্রামের অপর প্রান্ত ঘুরে দেখার সময় দেখতে পেলাম চারটি ফুটফুটে শিশুকে, নিজেরাই আমাদের সঙ্গে কথা বলল। বড়জন তাকদা বোর্ডিং স্কুলে পড়ে, পরের জন পড়ে গ্যাংটকের একটি বোর্ডিং স্কুলে। ছুটিতে নিজেদের বাড়িতে এসেছে। বাকি দুজন একদমই ছোট। ওরা জোর করে বাড়িতে নিয়ে গেল আমাদের। ওদের বাবা-মা এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যের সঙ্গে আলাপ হল। এদের সঙ্গে আলাপচারিতার মধ্য দিয়ে বিকেল গড়িয়ে সিটং-এ কখন সন্ধে নেমেছে খেয়াল করিনি। ফিরে এলাম হোটেলে। পরদিন অর্থাৎ ২০১২ সালের শেষদিন ৩১ ডিসেম্বর আমাদের ফেরার ট্রেন ধরার কথা। স্থানীয় একটি দোকান থেকে সামান্য কিছু উপহার নিয়ে গেলাম ওই শিশুদের বাড়িতে। ডাকা মাত্রই বেরিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে চলে এলো কোলের কাছে। উপহার পেয়ে ওদের আনন্দ আর ধরে না। ওদের বাবা সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের গাছ থেকে প্রচুর কমলালেবু পেড়ে আমাদের উপহার দিলেন। এই ছোট্ট গ্রামটির সহজ সরল মানুষগুলি কীভাবে অচেনা মানুষকে এত সহজে কাছে টেনে নিতে পারে তা অবশ্যই শিক্ষণীয়। ফেরার গাড়ি এসে গেল আমাদের নিতে। ফিরে চললাম নিউ জলপাইগুড়ির দিকে। সঙ্গে চলেছে তিস্তা। মনে ভিড় করে এলো অনেক কথা। মনে পড়ে গেল ডিকি এবং করুণাদিদির কথা। বিশেষ করে মনে পড়ল খ্রিস্টমাসের সময় করুণাদিদির নিজের হাতে তৈরি কেক এবং সেল রুটি পরম যত্নে সাজিয়ে দেওয়ার কথা। বিনয়ের কথা মনে আসতেই তার নিষ্ঠা ভরে আমাদের বড়মাঙ্গোয়া গ্রামখানি ঘুরিয়ে দেখানোর কথাটা মনে পড়ল। ছোটমাঙ্গোয়ার জানকি— প্রবল ঠান্ডা এবং ঝোড়ো হিমেল বাতাসকে উপেক্ষা করে রাতে ঘরের ভেতরে এসে খাবার দিয়ে গিয়েছে। তিনচুলে এবং সিটং এর ফুলের মতো শিশু ছোদেন, রিনচেন, অনুমিত, জ্যোতি, এঞ্জেল, রায়াল— সকলের মুখ চোখের সামনে ভাসতে লাগল।

## প্রয়োজনীয় তথ্য

### মনে রাখবেন

হোম-স্টেগুলিতে বর্ষা বাদ দিয়ে সারাবছর যাওয়া চলে। তবে শীতের সময় প্রবল ঠান্ডা এবং ঝোড়ো বাতাসের মোকাবিলা করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে ভারী শীতবস্ত্র, বোরোলীন জাতীয় মোটা ক্রিম এবং উলের মোজা প্রয়োজন। সিটং ছাড়া প্রতিটি ক্ষেত্রেই একটি গ্রাম থেকে অন্য একটি গ্রামে পৌঁছবার সময় বড়জোর এক ঘণ্টা। কেবল সিটং যেতে ঘণ্টাদুয়েক সময় লাগবে। শুকনো খাবার এবং জল সঙ্গে রাখতে পারেন।

### কীভাবে যাবেন

হাওড়া ও শিয়ালদা থেকে ট্রেনে নিউ জলপাইগুড়ি চলে আসুন। প্রচুর ট্রেন যাচ্ছে এপথে। নিউ জলপাইগুড়ি থেকে প্রত্যেকটা জায়গায় যাওয়ার জন্য স্টেশন চত্বর থেকেই গাড়ি পাবেন। যথেষ্ট দরাদরিও চলে।

### গাড়িভাড়া

সোনাদা থেকে বাগোড়া ৬০০ টাকা। বাগোড়া থেকে সোনাদা/দার্জিলিং ৬০০/১,০০০ টাকা। দার্জিলিং থেকে নয়াবস্তি, ছ মাইল ৮০০ টাকা। ছ মাইল থেকে তিনচুলে ৬০০ টাকা। তিনচুলে থেকে ছোটমাঙ্গোয়া ১,৬০০ টাকা।
ছোটমাঙ্গোয়া থেকে বড়মাঙ্গোয়া ৬০০ টাকা। বড়মাঙ্গোয়া থেকে রাম্বি বাজার ১,৮০০ টাকা। রাম্বি থেকে রিয়াং খোলা ৭০০ টাকা। রিয়াং থেকে সিটং ভিলেজ ৫০০ টাকা। তেলের দাম বাড়লে এবং পর্যটক সমাগম বুঝে ভাড়াও ওঠা-নামা করে।

### কোথায় থাকবেন

বাগোড়াতে থাকার জন্য রয়েছে **ডিকি হোম স্টে** (☎৯৮৩০১-৩২১০৩, ২৪১৯-১৮৮০), দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৯০০ টাকা, তিনশয্যাঘরের ভাড়া ১,২০০ টাকা, চারশয্যাঘরের ভাড়া ১,৬০০ টাকা। সারাদিনের খাওয়া খরচ মাথাপিছু ২৫০-৩০০ টাকা।
দার্জিলিংয়ে রয়েছে রাজ্য পর্যটনের **ট্যুরিস্ট লজ**। মেন বিল্ডিংয়ের ভাড়া ২,১৬০-৩,০০০ টাকা। অ্যানেক্স বিল্ডিংয়ের ভাড়া ১,০৮০-১,২০০ টাকা। ওয়েবসাইট: www.westbengaltourism.gov.in
প্রাইভেট হোটেল: **হোটেল শ্যালে** (☎০৩৫৪-২২৫৪০৭২), ভাড়া ১,৮০০-২,০০০ টাকা।
**হোটেল এলগিন** (☎০৩৫৪-২২৫৭২২৬), ভাড়া ৮,৩০০ টাকা (সঙ্গে ব্রেকফাস্ট ও ডিনারের খরচ ধরা আছে)।
**হোটেল পাইনরিজ** (☎০৩৫৪-২২৫৪০৭৪), ভাড়া ১,৭৫০ টাকা।
নয়াবস্তি ছ'মাইলে রয়েছে **মুতাঞ্চি গেস্টহাউস**। তিনটি ঘর আছে। দ্বিশয্যার ঘরপ্রতি ভাড়া ১,৫০০ টাকা। খাওয়া খরচ মাথাপিছু ৩৫০-৪০০ টাকা।
তিনচুলেতে রয়েছে **গুরুং গেস্টহাউস**। এখানে সাধারণ দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ১,০০০ টাকা। চারশয্যাঘরের ভাড়া ১,৪০০ টাকা, হানিমুন কটেজের ভাড়া ২,৩০০ টাকা। ডিলাক্স কটেজের ভাড়া ৩,০০০ টাকা। খাওয়া খরচ মাথাপিছু ৬০০ টাকা।
ছোটমাঙ্গোয়াতে রয়েছে **ছোটমাঙ্গোয়া ইকো কটেজ**। এখানে দুটি লগ হাট আছে। ঘরপ্রতি ভাড়া ১,১০০ টাকা। তিনটি দ্বিশয্যাঘর আছে। ঘরপ্রতি ভাড়া ১,৫০০ টাকা। খাওয়া খরচ মাথাপিছু ৬০০-৬৫০ টাকা।
বড়মাঙ্গোয়াতে রয়েছে **বড়মাঙ্গোয়া ইকো কটেজ**। এখানে দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৭০০-১,২০০ টাকা, ফ্যামিলি কটেজ ১,৫০০-২,০০০ টাকা। খাওয়া খরচ মাথাপিছু ৬০০ টাকা।
সিটং ভিলেজে থাকার জন্য রয়েছে **ইয়কসা রিসর্ট**। এখানে ১২টি ঘর আছে। থাকা-খাওয়া নিয়ে মাথাপিছু খরচ ৯০০ টাকা।
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ: ☎৯৯০৩৮-৩২১২৩, ৬৫৩৬-০৪৬৩

**কয়েকজন নির্ভরযোগ্য ড্রাইভার:**
দার্জিলিং থেকে ছ'মাইল— পবন ☎৯৫৪৭২-৭০৭২৪, ছ'মাইল থেকে তিনচুলে— সাজন ☎৯৭৪৯৩-২৬০৩৯, তিনচুলে থেকে ছোটমাঙ্গোয়া এবং বড়মাঙ্গোয়া থেকে রাম্বি বাজার— পূরণ তামাং, ছোটমাঙ্গোয়া থেকে বড়মাঙ্গোয়া— বিনয় প্রধান। যোগাযোগ: এম কে প্রধান ☎৯৮০০০-৭২৬৩৯
রাম্বি বাজার থেকে রিয়াং খোলা এবং রিয়াং থেকে সিটং— দীগল লেপচা ☎৯৭৩৩০-৮০৮৬৬


**TREKS & TOURS**

সমগ্র লাদাখ (৭/১৫/২০ দিন) 26/5, 16/6, 23/8,13/10
কৈলাস ও মানস (গাড়িতে/হেলিকপ্টারে) May to Sept.
মুক্তিনাথ / সমগ্র নেপাল 20/10, 26/10
অরুণাচল 13/10
উত্তর ও পূর্ব সিকিম 24/4, 14/10
লাহুল স্পিতি, কিন্নর 18/9
দামোদর কুণ্ড (নারায়ণ শিলা দর্শন হেলিকপ্টারে) May to Sept.
লাসা, রংবুক ও বেজিং (গাড়িতে/হেলিকপ্টারে) May to Sept.
সমগ্র কুমায়ুন (৩৭টি স্থান) 11/9, 8/12
লাক্ষাদ্বীপ (৩/৭টি দ্বীপ) Oct. to Apr.
নাগাল্যান্ড ও মণিপুর / মিজোরাম ও ত্রিপুরা 17/11

ট্রেকিং: কালাপাথর, ফোকসুমদো লেক, ল্যাংট্যাং, গোসাইকুণ্ড, এরাউন্ড অন্নপূর্ণা, অন্নপূর্ণা বেসক্যাম্প, আদি কৈলাস, মিলাম, পিণ্ডারি, মণিমহেশ, ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ারস, পঞ্চচুল্লি, রূপকুণ্ড
কর্পোরেট, অফিস, স্কুল, কলেজ অথবা ফ্যামিলি যে-কোনও ধরণের গ্রুপ, ট্যুর প্যাকেজ প্রয়োজনমতো ব্যবস্থা করা হয়।
9, Lalbazar Street, Marcantile Building, 1st Fl. Block-E, Kolkata-700001
37, Deshpran Sasmal Road, Howrah-1
Web: www.treksandtours.com
E-mail: treksandtours@gmail.com
9433073745 • 2119-9000
9432369253 • 2643-9253

# নারারা দ্বীপে একটি দিন

লেখা ও ছবি: সুমিত চক্রবর্তী

ওয়েস্টার্ন রিফ-ইগ্রেট

কচ্ছের অগভীর স্বচ্ছ জলে সি-অ্যাচিন

ক্র্যাব প্লোভারের ঝাঁক

গুজরাটের কচ্ছ উপসাগরের কোল ঘেঁষে মেরিন ন্যাশনাল পার্ক। তার মধ্যেই একটি দ্বীপ নারারা। প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর জলের তলার জগৎ আর জলের পাখি দেখতেই যাওয়া।

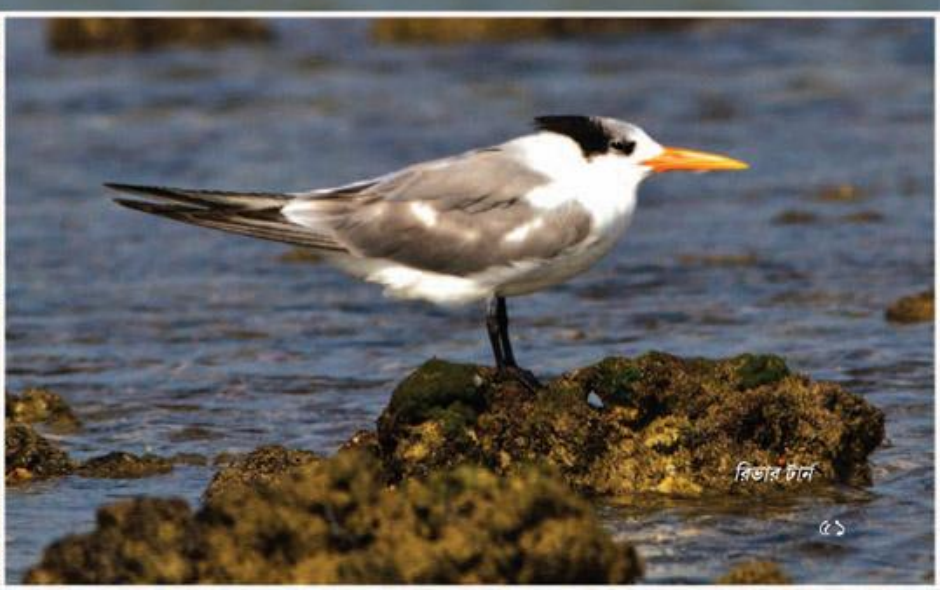





রিভার টার্ন

ঠেওয়া ফরেস্ট গেস্টহাউস থেকে যখন বেরলাম তখন প্রায় সাতটা বাজলেও দিনের আলো ভালো করে ফোটেনি। জামনগর থেকে ঠেওয়া ২৭ কিলোমিটার দূরে। ভারতের পশ্চিমতম প্রান্তের শহর, তাই সূর্যদেবের আগমন এখানে একটু দেরিতেই হয়। তার ওপর ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ, বাতাসে হালকা শিরশির ভাব আসন্ন কড়া শীতের আগমনবার্তা ঘোষণা করছে।

সরু রাস্তা পেরিয়ে ২৬ নম্বর রাজ্য সড়ক শুরু হতেই খানাখন্দবিহীন মসৃণ রাস্তা দেখে আর লোভ সামলাতে পারলাম না। বনকর্মী কল্পেশকে সরিয়ে মোটরবাইকের চালকের আসনে বসলাম। আসলে এমন সুন্দর চওড়া রাস্তায় তীব্রগতিতে বাইক চালানোর সুযোগ তো বিশেষ পাওয়া যায় না। আমার ক্যামেরার ব্যাগ নিয়ে পিছনের সিটে বসল কল্পেশ।

অল্প সময়ের মধ্যেই এসে পড়লাম ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের সংযোগস্থলে। মোড় ঘুরে বাঁদিক-বরাবর আবার চলা। চা আর পকৌড়ার জন্য মিনিট পনেরো বিরতির পর আবার চলা। এবারের পথ অপেক্ষাকৃত অপ্রশস্ত হলেও বন্ধুর নয়। মিনিট পনেরোর মধ্যেই ১৮ কিলোমিটার রাস্তা পেরিয়ে পৌঁছলাম গন্তব্যে।

এসেছি গুজরাটের জামনগর জেলার কচ্ছ উপসাগরের কোল ঘেঁষে মেরিন ন্যাশনাল পার্কের নারারা দ্বীপের দোরগোড়ায়। বাইক থেকে নামতেই হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানালেন পার্কের দায়িত্বে থাকা হুসেনভাই। জামনগর থেকে ডেপুটি কনজারভেটর অব ফরেস্ট পি এইচ সাটা আগের দিনই ফোন করে আমার যাওয়ার কথা বলে দিয়েছিলেন। তাই হুসেনভাই সব ব্যবস্থা করেই রেখেছিলেন। অফিসে বসে সংক্ষিপ্ত চা-পর্ব শেষ করে নিজের জুতো খুলে হুসেনভাইয়ের দেওয়া ক্যানভাসের জুতো পরে নিলাম। তারপর হাঁটু অবধি প্যান্ট গুটিয়ে ক্যামেরা কাঁধে নিয়ে গাইড হারুনের পিছন পিছন সমুদ্রের দিকে এগোতে থাকলাম।

বেলেমাটির অঞ্চল পেরিয়ে হাজির হলাম বিস্তীর্ণ বেলাভূমিতে। চারদিকে প্রচুর ম্যানগ্রোভ, কিন্তু আকারে বেশ ছোট। হারুন জানাল সবই সামাজিক বনসৃজনের ফল, মাত্র কয়েক বছরের পুরনো, তাই এখনও অপরিণত। একটু পরেই শুকনো ঝুরো বালির অঞ্চল শেষ করে ভেজা বালিতে পা রাখলাম। বুঝলাম জোয়ারের সময় এই পর্যন্ত জল এসেছিল, ভাটার সময় প্রকৃত সমুদ্র সরে গিয়েছে অনেকটাই। প্রায় দিগন্তরেখার কাছে বেশ কয়েকটা বড় জাহাজের অস্পষ্ট আভাস। হারুনের কাছে শুনলাম উপকূলের বিভিন্ন তৈলশোধনাগারের জন্য অশোধিত তেল নিয়ে আসে ওগুলি। হঠাৎই আবিষ্কার করলাম কথা বলতে বলতে প্রায় ফুটখানেক গভীর জলের মধ্যে চলে এসেছি। বেলাভূমির চরিত্রেরও পরিবর্তন হয়েছে অনেকটা। পায়ের নীচের জমি এখন বেশ খানিকটা পাথুরে, আশপাশেও নানা আকৃতির অসংখ্য বোল্ডার।

বাঁদিকে একটু দূরে একটা ওয়েস্টার্ন রিফ ইগ্রেট দেখি খুঁটে খুঁটে খাবার সংগ্রহ করছে আর ডানা ঝাপটিয়ে বেশ সুন্দর পোজ দিচ্ছে। সামান্য চেষ্টাতেই কয়েকটা ভালো ছবি নিতে পারলাম। ততক্ষণে হারুন আর কল্পেশ একটা খাঁড়ি পেরিয়ে খানিকটা দূরে চলে গিয়েছে। ভাটার সময়ও সেখানে হাঁটু অবধি জল। সেখানে নামতেই অনুভব করলাম জলের তীব্র টান। খাঁড়ি পেরিয়ে ওদের কাছে পৌঁছতেই হারুন জানাল আমরা জায়গামতো পৌঁছে গিয়েছি। পরবর্তী প্রায় একঘণ্টা ধরে হারুনের প্রশিক্ষিত দক্ষ চোখ ও হাতের দৌলতে সমুদ্রের তলায় এক অদ্ভুত বর্ণময় জগৎ ধরা দিল আমার চোখের ও ক্যামেরার সামনে। বিভিন্ন বর্ণ ও আকারের প্রবাল, স্টারফিস, শৈবাল, কাঁকড়া, ঝিনুক, সি অর্চিন দেখার পরেও মনে একটু অতৃপ্তি থেকে গেল অক্টোপাসের দেখা না পাওয়ায়। কিন্তু মন ভরে গেল তিন-চার রকমের প্লোভার, স্যান্ডপাইপার, গাল, টার্ন আর এই অঞ্চলের অন্যতম বিশেষত্ব ক্র্যাব প্লোভারের ছবি তুলে। ততক্ষণে উপকূল থেকে আমরাও যেমন অনেকটা দূরে চলে গিয়েছি, তেমনি ভাটা শেষ হওয়ার কারণে সমুদ্রও তার তীরমুখী যাত্রা শুরু করেছে। তাই ফেরার উদ্যোগ নিতে হল। সেই খাঁড়িতে তখন জল যেমন অনেকখানি বেড়ে গিয়েছে, তেমনি স্রোতের টানও সাংঘাতিক। ট্রাইপডে লাগানো টেলিফটো লেন্স সহ ভারী ক্যামেরাটা একহাতে উঁচু করে ধরে কখনও কোমর-জল, কখনও বুক-জল ভেঙে ধীরে ধীরে সাবধানে এগোতে লাগলাম। জলের নীচের ছোট-বড় বোল্ডার আর জলের তীব্র টান অনভ্যস্ত পা-দুটোকে ক্রমশ ক্লান্ত আর মাঝে মাঝেই বেসামাল করে দিচ্ছিল। বহু কষ্টে ক্যামেরা বাঁচিয়ে খাঁড়িটা পেরিয়ে অগভীর স্বচ্ছ জলে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

তীরের প্রায় কাছাকাছি যখন এসে গিয়েছি তখন হারুনের ইশারা লক্ষ করে দেখি স্ফটিকস্বচ্ছ জলের মধ্যে হাত-পা ছড়িয়ে আয়েশে বসে এক অক্টোপাস। হারুন হাত ডুবিয়ে তাকে তুলে আনার চেষ্টা করতেই পিচকারির মতো কালি ছিটিয়ে আশপাশের বেশ খানিকটা জলকে কালো করে পালানোর চেষ্টা করল। দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় সেটাকে তুলে আনতেই তার শুঁড়ের মতো আটটা পা দিয়ে হারুনের হাতটা পেঁচিয়ে ধরল। একটু পরে যখন তাকে আবার জলে ফিরিয়ে দেওয়া হল মুহূর্তের মধ্যেই বালি দিয়ে নিজেকে ঢেকে ফেলে প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেল। আমরাও পরিতৃপ্ত মন নিয়ে ফিরে এলাম আমাদের জগতে।

## প্রয়োজনীয় তথ্য

### কীভাবে যাবেন

নারারা দ্বীপের নিকটতম রেলস্টেশন জামনগর। হাওড়া থেকে সরাসরি জামনগর যায় ১২৯০৬ পোরবন্দর-ওখা এক্সপ্রেস (মঙ্গল, শুক্র, শনি)। ট্রেনটি হাওড়া থেকে রাত ১০টা ৫৫ মিনিটে ছেড়ে জামনগর পৌঁছয় তৃতীয়দিন বিকেল ৩টে ৩৫ মিনিটে। জামনগর থেকে গাড়ি ভাড়া করে ঘুরে আসতে পারেন ৬০ কিলোমিটার দূরের নারারা দ্বীপে।

এছাড়া ১২৮৩৪ আমেদাবাদ এক্সপ্রেস বা ১২৯৩৮ গর্বা এক্সপ্রেস (সোম) ট্রেনে আমেদাবাদ গিয়ে সেখান থেকে বাস বা গাড়িতে করে জামনগর যাওয়া যায়। সময় লাগে সাড়ে চার থেকে পাঁচ ঘণ্টা।

### কোথায় থাকবেন

জামনগরে নানা মানের হোটেলের সংখ্যা অনেক। **হোটেল প্রেসিডেন্ট** (☎২৫৫৭৪৯১) ভাড়া ৭৮০-১,৭৮০ টাকা। **হোটেল আরাম** (☎২৫৫১৭০১) দুজনের জন্য দিনপ্রতি ভাড়া ২,০০০-৬,০০০ টাকা (সঙ্গে ব্রেকফাস্ট এবং অন্যান্য কিছু খরচ ধরা আছে)। **রয়্যাল স্টে** (☎২৫৫৫৪৪৪) ভাড়া ৭০০-১,২০০ টাকা। **আর কে গেস্টহাউস** (☎২৫৬২২০৯) ভাড়া ৪০০-৭০০ টাকা। **হোটেল অনুপম** (☎২৫৫৭৬৬৭) ভাড়া ৫০০-৮৫০ টাকা।

### মনে রাখবেন

১৯৮০ সালে কচ্ছ উপসাগরের এই অঞ্চল মেরিন স্যাংচুয়ারি হিসেবে ঘোষিত হয় আর ২০-৭-১৯৮২-তে মেরিন ন্যাশনাল পার্কের স্বীকৃতি পায়। মোট ৪২টি দ্বীপের মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হল নারারা এবং পিরোটান। এখানে গাইড নিয়ে সমুদ্রের বিস্তীর্ণ বেলাভূমির ভেতর ঘোরাঘুরি করতে হয়। চলার সময় পায়ে কেডস জাতীয় পা-ঢাকা কাপড়ের জুতো পরা উচিত। নচেৎ হাঁটতে অসুবিধা হবে। এখানে যাওয়ার আগে জামনগরের কনজারভেটর অব ফরেস্টের দপ্তর থেকে ভাটার সময় জেনে নিতে হবে ও অগ্রিম পারমিট নিতে হবে। এন্ট্রি ফি (সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র) ৬ জনের জন্য ২০০ টাকা এবং শনি ও রবিবার ৬ জনের জন্য ২৫০ টাকা। ক্যামেরা ফি ১০০ টাকা। ফরেস্ট অফিসের ঠিকানা:

**কনজারভেটর অব ফরেস্ট**
নাগনাথ গেট, বন সঙ্কুল, গাঞ্জিওয়াড়া,
জামনগর (☎২৬৭৯৩৫৭)
**জামনগরের এস টি ডি কোড: ০২৮৮।**

বহু ছেলেমেয়ে ‘কর্মক্ষেত্র’ পড়ে
নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে।
অন্তত চারটি ছেলে ও দুটি মেয়ের
কথা আমার এই মুহূর্তে মনে পড়ছে।
যারা ‘কর্মক্ষেত্র’-র সহায়তায়
কাজ পেয়েছিল। ওদেরকে আমিই
‘কর্মক্ষেত্র’-র গ্রাহক করে দিয়েছিলাম।
‘কর্মক্ষেত্র’ প্রথম থেকেই ছোটখাটো
ব্যবসার এক আশ্চর্য নির্দেশিকা দিয়ে
আসছেন, যা অনুসরণ করলে যুবাপ্রজন্ম
বাঁচবার ও বাঁচাবার পথের সন্ধান পাবে।
টুথপেস্ট বানাবেন, না হাওয়াই চপ্পলের
ফিতে? মেশিনে পোট্যাটো চিপস বানিয়ে
বেচবেন, না ভিনিগার তৈরি করবেন?
‘কর্মক্ষেত্র’ এত বছরে, এরকম অন্তত
এক হাজার অল্প পুঁজির ব্যবসার হদিশ
দিয়েছে। ওই সব ব্যবসায় নেমে
কয়েক হাজার মানুষই স্বাবলম্বী হয়েছেন।
মৃত্যু যখন দরজায় ঘা দিচ্ছে, তেমন
সময়ে যে ঔষধ বাঁচাতে পারে, তাকে
আমাদের মুনিঋষিরা নাম দিয়েছেন
বিশল্যকরণী। আমি তো ‘কর্মক্ষেত্র’কে
বলব বিশল্যকরণী।
‘কর্মক্ষেত্র’ যেভাবে স্বল্প পুঁজিতে ব্যবসা
করার পরিকল্পনা জোগায়, তাতে তো
সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েরা যেন
নতুন জীবনের রসদ পায়।
‘কর্মক্ষেত্র’ বলছে, পরিশ্রম করো
সততার সঙ্গে, শ্রমকে ভয় পেও না,
স্বীয় কর্মগুণে ভাগ্যকে জয় করো।
আজ দেশের তরুণ প্রজন্মকে এই কথা
বলার মহান দায়িত্ব ‘কর্মক্ষেত্র’ গ্রহণ করেছেন,
আমি অন্তর থেকে যেন সাড়া পাচ্ছি।

মহাশ্বেতা দেবী

৩ জুলাই, ২০০৫



মহাশ্বেতা দেবী: *জ্ঞানপীঠ, ম্যাগসেসে, আকাদেমি প্রভৃতি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বহু পুরস্কারে ভূষিতা লেখিকা।*

**কর্মক্ষেত্র**

বাঙালির কর্মজীবনের প্রবেশপথ

ইন্টারনেটে কর্মক্ষেত্র: www.ekarmakshetra.com

ইয়াংলু হিমবাহ ধরে বেসক্যাম্পের দিকে

# কাঞ্চনজঙ্ঘা অভিযান

লেখা ও ছবি: বসন্ত সিংহ রায়

২০১০-এর ১৭ মে
এভারেস্ট শৃঙ্গে
আরোহণের পরের বছরই
বসন্ত সিংহ রায় পৌঁছে
যান কাঞ্চনজঙ্ঘা শৃঙ্গে।
২০১১-এর ২০ মে।
এই দুঃসাহসী
হিমালয়-অভিযাত্রীর কলমে
কাঞ্চনজঙ্ঘা শৃঙ্গাভিযানের
ধারাবাহিক ধারাবিবরণী।
এই সংখ্যায় পঞ্চম পর্ব।

*বেসক্যাম্প থেকে*
*কাঞ্চনজঙ্ঘায়*
*পৌঁছনোর যাত্রাপথ*

**১২ এপ্রিল, ২০১১**

আজ আমাদের বিশ্রাম। লীলা ছাড়া আর সকলেই আজ মূল শিবিরে জিনিসপত্র পৌঁছতে গিয়েছে। আবহাওয়া মোটের ওপর ভালো। ক্যাম্পে বসে সারাদিন ধরে দেখছি নীচে থেকে অন্য দলের কুলিরা আসছে অথবা ওপর থেকে নীচে ফিরে যাচ্ছে। ওদেরই কেউ কেউ লীলার কাছে গরম জল বা চা খেয়ে যাচ্ছে। তিনজন মেয়ে কুলিকেও দেখলাম। এভারেস্টের সাউথ কল রুটে দেখেছি, মেয়েরা ইয়াকের পিঠে মাল চাপিয়ে মূল শিবিরে যাচ্ছে, তবে কাউকে পিঠে করে বোঝা বয়ে নিয়ে যেতে দেখিনি। এখানে অবশ্য অন্য দৃশ্য। সোরামেই দেখেছি ঘুনসা হয়ে সেলে পাস অতিক্রম করে মেয়েরা জিনিস বয়ে আনছে। রামচেতেও এরা ছিল।

এদিকে ধীরে ধীরে বেলা পড়ে এল। প্রায় সন্ধে করে ফিরল আমাদের ক্যাম্পের লোকেরা। আগেই শুনেছিলাম লম্বা পথ। একদম কাঞ্চনজঙ্ঘার পায়ের কাছে, প্রায় ১৭,৫০০ ফুট উঁচুতে বেস ক্যাম্প। গ্লেসিয়ারের মধ্য দিয়ে যাওয়া। তার ওপর যেসব দল আগে পৌঁছয়, তারা সব ভালো জায়গাগুলো দখল করে নেয়। ফলে অবশিষ্ট জায়গাগুলোর মধ্যে একটা ভালো জায়গা খুঁজতেও বেশ কিছুটা সময় নিশ্চয়ই লেগেছে। তারপর জিনিসপত্র সব গুছিয়ে ঢাকা দেওয়া— কাজ অনেক। তবে ওরা ফিরে আসতে বেশ নিশ্চিন্ত বোধ করলাম। অনেক জিনিস পৌঁছে গিয়েছে মূল শিবিরে। আগেই পেম্বাকে বলেছিলাম যে, আমাদের সঙ্গের বোঝা কমাতে হবে। যদিও তা কথার কথা। কেননা, দেবাশিস আর আমার বোঝাই স্যাক নিয়ে এগনোর অভ্যেস আছে। কিন্তু আগেই শক্তিক্ষয় করে কী লাভ! অনেক লড়াই যে বাকি! মনে হচ্ছে আগামীকালই আমরা এখানকার তাঁবু গোটাব। আজ যদিও আর পেম্বাদের সঙ্গে এ-নিয়ে কথা হয়নি।

**১৩ এপ্রিল, ২০১১**

গত বছর ১ এপ্রিল বাড়ি থেকে বেরিয়ে ১৪ এপ্রিল এভারেস্টের মূল শিবিরে পৌঁছেছিলাম। আর এবার, ২৮ মার্চ বাড়ি থেকে বেরিয়ে আজ আমরা মূল শিবিরে। সকালেই জানলাম আজই বাকি সব জিনিসপত্র মূল শিবিরে পৌঁছে যাবে। যখন সব জিনিস মূল শিবিরে পৌঁছেই যাচ্ছে, তখন আমরাই বা আর বসে থাকি কেন! আমরাও যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু করে দিলাম। কুলিরা সকালেই খেয়েদেয়ে বেরিয়ে পড়েছে। কারণ ওদের ফিরতে হবে। আমরাও ব্রেকফাস্ট করে সওয়া সাতটা নাগাদ চলা শুরু করলাম। গ্লেসিয়ারের মধ্য দিয়ে এগোচ্ছি। কিছু দূর চলার পরই দেখি দুজন কুলি ফিরে আসছে বোঝা ফেলে। বলল, ওদের শরীর খারাপ লাগছে। এ-উচ্চতায় শরীর খারাপ হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু না। পরিবেশের সঙ্গে যোঝার উপযোগী এত ভালো সরঞ্জাম থাকা সত্ত্বেও আমাদের এত কষ্ট হয়, আর ওরা তো এসব আয়োজন ছাড়াই ভারী ভারী বোঝা নিয়ে হাঁটে! অবাক হয়ে যাই ওদের দেখে। মানুষ পেট চালানোর জন্য কত কষ্টই না করে! পোশাক-আশাক, খাওয়া-শোওয়ার কিছুই যথেষ্ট নয়। একজন কুলিকে দেখি চোখে একফালি প্লাস্টিকের অংশ চেপে,

এবার আমরা গ্লেসিয়ার ছেড়ে মোরেন রিজের ওপর উঠে এলাম। এখানে হাঁটা বেশ সহজ। দুঘণ্টা চলার পর উত্তর-পূর্ব দিকের পাহাড় বেয়ে দেখি কুলিরা উঠছে। এখানে দেবাশিস প্যাক করে আনা লাঞ্চ খেয়ে নিল। আমি শুধু জল খেলাম। তারপর শুরু হল পাহাড় বেয়ে আবার এঁকেবেঁকে ওপরে উঠে যাওয়া। উঠছি তো উঠছিই। একসময় শুরু হল দড়ি ধরে ওঠা। এর আগে কখনও ফিক্সড রোপ ধরে মূল শিবিরে যাইনি। এবার যেতে হচ্ছে।

প্রায় খালি চোখেই ওপরের দিকে চলেছে। শিউরে উঠলাম। বেচারি আর কিছুক্ষণ এভাবে চললে নির্ঘাত স্নো ব্লাইন্ডনেসের খপ্পরে পড়বে। আমার মনে হল, ওকে সাহায্য করা উচিত। আমার শখের সানগ্লাসটা ওকে দিয়ে দিলাম। বললাম, আমরা ভারতীয় দল। মূল শিবিরে আমাদের খুঁজে তুমি ফেরত দিয়ে দিও।

সাত-পাঁচ নানা অভিজ্ঞতা হতে থাকে। কিন্তু আমাদের চলা থামে না। এবার আমরা গ্লেসিয়ার ছেড়ে মোরেন রিজের ওপর উঠে এলাম। এখানে হাঁটা বেশ সহজ। দুঘণ্টা চলার পর উত্তর-পূর্ব দিকের পাহাড় বেয়ে দেখি কুলিরা উঠছে। এখানে দেবাশিস প্যাক করে আনা লাঞ্চ খেয়ে নিল। আমি শুধু জল খেলাম। তারপর শুরু হল পাহাড় বেয়ে আবার এঁকেবেঁকে ওপরে উঠে যাওয়া। উঠছি তো উঠছিই। একসময় শুরু হল দড়ি ধরে ওঠা। এর আগে কখনও ফিক্সড রোপ ধরে মূল শিবিরে যাইনি। এবার যেতে হচ্ছে। একে আকাশ মেঘলা, তার ওপর বরফ পড়া শুরু হয়েছে। অনেকটা ওঠার পর দেখি আমাদের কুলিরা ফিরছে। ওদের পোশাক দেখেই চিনলাম, ওরা আমাদের জিনিসপত্রই পৌঁছতে গিয়েছিল। ওদের পরনে মেডিবুং-এ আমাদেরই কিনে দেওয়া উইণ্ডপ্রুফ আপার, লোয়ার আর জুতো। ১৬ জন কুলি আমাদের মালপত্র রেখে আসার কাজ শুরু করেছিল। এখন ৬ জন ফিরে যাচ্ছে। ওদের সঙ্গে কথা বললাম, ধন্যবাদ জানালাম আমাদের জিনিসপত্র এত কষ্ট করে মূল শিবিরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। ওদের নেমে আসার পথচিহ্ন ধরেই আমরা উঠে যেতে থাকি। আরও কিছুটা উঠে চোখে পড়ল ওপরে একটা তাঁবু লাগানো আছে। বুঝতে পারলাম যে প্রায় পৌঁছে গিয়েছি। এদিকে তুষারপাতে আমাদের আপাদমস্তক ভেজা। গ্লাভস, উইন্ডপ্রুফ, এমনকি পায়ের মোজাও ভিজে গিয়েছে। পৌঁছে প্রথমেই দেখা হল তাসির সঙ্গে। ও জানাল, আমাদের তাঁবু লাগাতে একটু দেরি হবে। 'চৌ য়ু' গ্রুপের একজন সদস্য অনেক আগেই এখানে পৌঁছেছে রাশিয়ান দলের জিনিস নিয়ে। সে পাসাংয়ের বন্ধু, ফলে আমাদের খাতিরযত্নের অভাব হল না। ওদের কিচেন টেন্টের পাশে একটা ত্রিপল টাঙানো ছিল। সেখানে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল, ব্ল্যাক কফি খাও। আমি ত্রিপলের ছায়ায় স্যাক রেখে বসলাম। একটু পরে দেবাশিস এল। গরম কফি খেয়ে শরীরে জুত হল। কিছুক্ষণ পর ফেদার জ্যাকেট পড়লাম। গ্লাভস আর মোজা পাল্টালাম। তারপর রোদ উঠলে বাইরে এসে, একটু এগিয়ে দেখি তাসি তাঁবু লাগাচ্ছে। পেম্বারাও এসে গেল। আবহাওয়া ভালো নয়। তাঁবু লাগানো হয়ে গেলে, আমরা তার মধ্যে আশ্রয় নিলাম। তবে মূল শিবিরের জায়গাটা মোটের ওপর পছন্দ হয়নি। মনে হচ্ছে একদম শৃঙ্গের গোড়ায়।

আবহাওয়া খারাপ থাকায় আজ আর বাইরে বেরলাম না। বাড়িতে ফোন করাও হল না। স্যাটেলাইট ফোনে চার্জ নেই। তবে একটা নিশ্চিন্তি এই, মূল শিবির অবশেষে তৈরি করা গিয়েছে। আমাদের ছোট দল। সবার শেষে এসেছি। অথচ সবার আগে আমাদের মূল শিবির বানানো শেষ।

**১৪ এপ্রিল, ২০১১**

১৯৫৫ সালের ১২ এপ্রিল চার্লস ইভান্সের দল মূল শিবির স্থাপন করেছিল। ওঁরা অবশ্য দার্জিলিং থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার দক্ষিণদিকের গিরিশিরা সিঙ্গালিলা বরাবর একমাস হেঁটেছিলেন এই ইয়ালুং হিমবাহে মূল শিবির স্থাপন করার জন্য। তারিখের হিসেবে প্রায় কাছাকাছি সময়ে আমরাও এসে পৌঁছেছি একই জায়গায়। তবে মধ্যে ৫৬ বছরের ব্যবধান। কাল যখন পৌঁছলাম, শরীর-মন ক্লান্ত, অবসন্ন, আবহাওয়াও বিরূপ। মূল শিবির দেখে মনটা দমে গিয়েছিল। আজ সকালের নরম আলোয় চারদিকের দৃশ্যপট দেখে মনটা মুহূর্তে প্রসন্ন হয়ে গেল। কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে তাকিয়ে দেখি, রাশিয়ান দলের চারজন আরোহণ শুরু করে দিয়েছে। মনে পড়ল, বেসক্যাম্প স্থাপনের খবর বাড়িতে এবং কলকাতায় কয়েকজনকে জানানো দরকার। সেই ১ এপ্রিল ফোন করেছিলাম, আর আজ ১৪ এপ্রিল। আবহাওয়া পরিষ্কার, রোদ উঠেছে, অতএব সোলার চার্জিং-এ সমস্যা নেই। তবে বেশি কথা মানে বেশি গ্যাঁটখরচা। প্রতি মিনিট দেড় ডলার। শ্রীতি আর রমিতের সঙ্গে অল্পক্ষণ কথা হল। ছাড়ার আগে নিয়মমাফিক বললাম, চিন্তা করো না। আবার চার-পাঁচ দিন পর ফোন করব।

দূরে রাশিয়ানদের দেখতে পাচ্ছি। আরোহণ করেই চলেছে। এখান থেকে শৃঙ্গের প্রথম শিবিরের পথ দেখা যাবে। নোরবু আর আশ্রম আজ নীচে গিয়েছে। শরীর অসুস্থ হওয়ায় যে দুজন কুলি মাঝপথে জিনিসপত্র ফেলে নেমে গিয়েছিল, তাদের সেই বোঝা দুটো আনতে গিয়েছে। এদিকে বেশ কয়েকজন কিচেন টেন্ট তৈরির কাজে লেগেছে। এখানে বসে শুধু ভাবছি আর হিসাব করছি কবে আমরা কোন ক্যাম্পে যাব। দেবাশিসকে বলছি, আমাদের তিনবার ওপরে উঠতে হবে। প্রথমে একবার ক্যাম্প-১-এ যাব। একরাত কাটিয়ে আবার নেমে আসব। দ্বিতীয়বার ১ নম্বর, ২ নম্বর এবং পারলে ৩ নম্বর শিবিরে একরাত করে কাটিয়ে আবার মূল শিবিরে ফিরে আসব। তারপর তৃতীয়বার ফাইনাল সামিট করতে যাব। এইভাবেই সময় কাটছে। আরেকটা উপরিপাওনা, আমাদের ল্যাপটপটা শেষপর্যন্ত চার্জ করা যাচ্ছে। ফলে আজ দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর কাঞ্চনজঙ্ঘায় বসে 'লগে রহো মুন্নাভাই' দেখলাম।

বিকেলের দিকে পেম্বা আমাদের তাঁবুতে এল। বলল, আগামীকাল আমাদের দুজনকে দুটো আলাদা তাঁবুতে থাকার বন্দোবস্ত করে দেবে। আমি আপত্তি করছিলাম। পরে ভেবে দেখলাম, সেটা একদিক থেকে ভালোই হবে, কেননা, প্রচুর জিনিস আছে আমাদের সঙ্গের কিট ব্যাগে। দুজনের জিনিসপত্র এক তাঁবুতে আঁটানো মুশকিল। বাইরে অল্পস্বল্প তুষার পড়ছে। এই সময়ে আবহাওয়া ভালো থাকার কথা। তবে সারাদিন যা রোদের তেজ ছিল তাতে চারদিকের বরফ নিশ্চয়ই গলতে শুরু করেছে। সকালের দিকে অল্প মাথা ধরেছিল। বিকেলেই শরীর ঝরঝরে। এ তো প্রত্যেকবারের কাহিনি। জানি এরপর আর

রাতে খাওয়ার পরে বাইরে দাঁড়িয়ে ঝকঝকে আকাশ দেখছি। মনে হয় দু-একদিনের মধ্যেই পূর্ণিমা। চারদিকে আলোর স্নিগ্ধ পরশ। দূরে নীচের দিকে দেখি আলো। বুঝতে পারলাম, যে কোরিয়ান দল জানু পূর্ব শৃঙ্গ আরোহণ করতে এসেছে— এটা তাদেরই মূল শিবির। দেবাশিস চেষ্টা করল ছবি তোলার। স্ট্যান্ডে ক্যামেরা বসিয়ে কিছুক্ষণ চেষ্টা করে ছেড়ে দিল। বলল প্রচণ্ড ঠান্ডা। আমি তখন স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে। আর চেষ্টা করছি ঠান্ডায় পায়ের আঙুলের যন্ত্রণার হাত থেকে বাঁচতে।

আমার কিছু হবে না। ঈশ্বর আমাকে এটুকু কৃপা করেন। তা না হলে পাহাড়ে এত সাফল্য পাওয়া অসম্ভব ছিল। আজ পেম্বাকে বললাম, তুমি ওপরের দিকে ওঠার সময় আমাকে কোনও 'লোড' দেবে না। মানে, একদম খালি স্যাক নিয়ে যাব। ও রাজি হল। হবারই কথা। এসেছি আরোহণ করতে। অযথা শক্তিক্ষয় করে কী লাভ? প্রয়োজন হলে অবশ্যই সব করতে প্রস্তুত!

**১৫ এপ্রিল, ২০১১**

আজ পয়লা বৈশাখ। আজ আমার ফেলে-আসা শহরে নববর্ষ পালিত হচ্ছে। আর কলকাতা থেকে এত দূরে এসে আমার চোখে সেইসব মধুর দৃশ্যের ছায়াপাত। সকাল থেকেই আবহাওয়া ভালো, তবে রোদ তেমন নেই। সকালে ঘুরে ঘুরে প্রচুর ছবি তুললাম। অবশ্য তাতে খুব বেশি বৈচিত্র্য নেই। এভারেস্টের মূল শিবিরে প্রচুর পাখি আর প্রচুর ফটোগ্রাফির সুযোগ ছিল। এখানে সেই সুযোগ নেই। ওদিকে পেম্বারা আজ মন্দির তৈরি করতে লেগে গেল। নীচ থেকে নিয়ে আসা হল পাথর। সেগুলি সাজিয়ে মন্দিরের আদল এল। পেম্বার নির্দেশনাতেই সবকিছু হচ্ছে। আশপাশ থেকে আরও অনেক শেরপা এসে ওদের সঙ্গে গল্পগুজব করছে। আজ থেকে আমাদের ডাইনিং টেন্টে খাবার বন্দোবস্ত। ভেতরে লাইট আছে। চেয়ার আছে। আর ড্রামের ওপর কাঠের তক্তা পেতে ডাইনিং টেবিল বানানো হয়েছে। অভাব নেই কিছুরই। যখন খুশি ফ্লাস্ক থেকে গরম জল নিয়ে চা তৈরি করো। সুন্দর ব্যবস্থা। কিন্তু খাওয়ার ইচ্ছেটাই যেন চলে গিয়েছে। অনেক ভেবে দেখলাম সেটা খাবারদাবারে বৈচিত্র্যহীনতার জন্যও হতে পারে। বৈচিত্র্য না থাকাটাই স্বাভাবিক। ৩০ মার্চ যাত্রা শুরু করে ১৩ এপ্রিল পৌঁছেছি মূল শিবিরে। সব সবজি শেষ। শেষ এমনকি কাঁচালঙ্কাও। ডাইনিং টেন্ট থেকেই দেখলাম, পাসাংরা তিন ভাই আমাদের জন্য তাঁবু লাগাবার ব্যবস্থা করছে। দেবাশিসও ওদের কাজে যোগ দিল। আমি মুভিতে দেবাশিসের ছবি তুললাম। ছোট দুটো তাঁবু মুখোমুখি। তাঁবু লাগানো হয়ে গেলে আমরা তাতে গুছিয়ে বসলাম। এবার লোবেন আমাদের জন্যে এয়ার ম্যাট্রেস পাঠিয়েছে। আগে এই ম্যাট্রেস ব্যবহার হত। আমি কোনওদিন এতে শুইনি। পেম্বা বলল বিদেশিরা এখনও কেউ কেউ এই ম্যাট্রেস ব্যবহার করে। পেম্বাকে আগেই বলে রেখেছিলাম আমার কিট ব্যাগটা পাঠিয়ে দিতে। কিছুক্ষণ পরেই সেটা এসে গেল। যথেষ্ট ভারী। বইপত্র বিশেষ কিছু সঙ্গে আনিনি এবার, তবু ব্যাগটা এত ভারী হওয়ার নেপথ্যে আছে শ্রীতি। আমি যত না আমার পাহাড়-অভিযানের খুঁটিনাটি আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র নিয়ে ভাবি, শ্রীতি তার থেকে অনেক বেশি ভাবে। আমি ভুললেও সে মনে রাখে। কিট ব্যাগটা খুলে একবার জিনিসপত্রগুলো ছুঁয়ে দেখলাম— দুটো স্লিপিং ব্যাগ, ক্লাইম্বিং বুট, ফেদারের আপার-লোয়ার একসঙ্গে, ম্যাট্রেস, উলেন গ্লাভস, মোজা, বেশ কয়েকজোড়া জামাপ্যান্ট, স্লিপিং ব্যাগের ইনার, ক্র্যাম্পন, হারনেস, জুমার, হেড টর্চ, ক্যামেরা, জলের বোতল, স্নো-গগলস,

# কলেজে পড়তে পড়তেই নিয়মিত পড়ুন

# পেশাপ্রবেশ

## আর স্নাতক হয়েই যে কোনও চাকরির পরীক্ষা দিন নিশ্চিন্তে

- 'পেশাপ্রবেশ'-এর বিভিন্ন বিভাগ স্ব স্ব ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর দ্বারা প্রস্তুত।
- 'পেশাপ্রবেশ' গভীর জ্ঞান ও নিরন্তর গবেষণার ফসল।
  'পেশাপ্রবেশ'-এ বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জটিল সিলেবাস ও কঠিন বিষয় সরল ও সুপাঠ্য হয়ে ওঠে।
- পাঁচমেশালি পরীক্ষার ভাসাভাসা প্রস্তুতি নয়, 'পেশাপ্রবেশ' মানেই প্রত্যেক পরীক্ষার পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি।
- 'পেশাপ্রবেশ'-এর পাতায় পাতায় পরীক্ষার মহড়াও যেন আনন্দের।

**Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.**, 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-19 **Ph:** 2283-2320

উলেন টুপি, সোয়েটার, উইন্ডপ্রুফ, ওষুধ, ক্রিম, পেস্ট, আরও কতকিছু— সবই দরকারি। আমার শহর, পাড়া, বন্ধুবান্ধব, সংসারের ঘরোয়া গন্ধ উঠে এল ওই সব থেকে।

**১৬ এপ্রিল, ২০১১**

নোরবু আর আশ্রম আজ এখান থেকে চলে যাবে। আজ আবহাওয়া পরিষ্কার, কাল রাতে আর বরফ পড়েনি। তবে রাত্রে অন্যদিনের থেকে বেশি ঠান্ডা লেগেছে। দেবাশিসের ঘড়ি বলছে, রাত্রে তাপমাত্রা থাকছে মাইনাস ১০-এর নীচে। এই ঘড়িতে মাইনাস ১০-এর নীচে দেখা যায় না। এবার এই যন্ত্রটি আমাদের খুব কাজে লাগছে। চলার সময় আমরা প্রত্যেকবার আমাদের অবস্থান অল্টিমিটারে দেখতে পাচ্ছি। সঙ্গে তাপমাত্রা। এমনকি দিকনির্ণয়ের ব্যবস্থাও আছে।

সকাল ছটার সময় নোরবু হাজির চা নিয়ে, বলল ও তৈরি নীচে যাওয়ার জন্যে। মনটা একটু খারাপ। এতদিন আমাদের সঙ্গে ছিল। আমার ছেলের থেকে মাত্র দুবছরের বড়। ওকে বললাম কাঠমাণ্ডুতে দেখা কোরো। ওর হাতে বিজয় দত্তর দেওয়া ৮টা ক্যাডবেরি দিলাম। বললাম, রাস্তায় খেয়ো। ওরা চলে গেল। আজই ওরা তোরণদিন যাবে। তার পরদিন যাবে খেওয়াং আর তারপর মেডিবুং হয়ে গাড়িতে ফিকল-পশুপতি হয়ে দার্জিলিং। কদিন পরে কাঠমাণ্ডু যাবে লোবেনের ট্রেকিং গ্রুপের সঙ্গে। আমাদের আনা কাঞ্চনজঙ্ঘা লেখা টি-শার্ট ওদের দেওয়া যায় কিনা পেম্বা জিজ্ঞাসা করল। আমি বললাম, স্বচ্ছন্দে।

এবারে এই প্রথম টয়লেট টেন্ট ব্যবহার করছি। সারাদিনে কাজ বলতে সেই খাওয়াদাওয়া, বিশ্রাম আর ওপরে তাকিয়ে থাকা। আজ চারজনের আরেকটি দল ওই একই পথে ওপরে যাচ্ছে। ওদের সঙ্গে কোনও শেরপা নেই। অবশ্য রাশিয়ানদের সঙ্গেও শেরপা কিংবা অক্সিজেন নেই। তৈরি পথ ধরে ওরা ওপরে উঠছে। একসময় দেখতে পেলাম এক রাশিয়ান অভিযাত্রী ওপর থেকে নীচের দিকে নামছে।

আজ পেম্বার সঙ্গে আগামীদিনের প্রোগ্রাম নিয়ে আলোচনা করলাম। আগামীকাল আমরা ওপরে একটু গা ঘামাতে যাব। পরশু অর্থাৎ ১৮ তারিখ পুজো দেওয়া হবে। তার পরদিন থেকে শুরু হবে আরোহণ। মূল শিবিরে দেখতে দেখতে চারদিন হয়ে গেল। আরও অন্তত ৩৫ দিন থাকতে হবে। এদিকে লোবেন জিজ্ঞাসা করছে কবে থেকে আমাদের জন্য আপৎকালীন বিমা করাবে। আমরা আগেই ফর্ম ভরে পাঠিয়ে দিয়েছি লোবেনের কাছে। মোটামুটি ঠিক হল ২৫ এপ্রিল থেকে ২৫ মে পর্যন্ত করা হবে। আজ দুপুরে খাওয়া হল পনিরের তরকারি। আর তার সঙ্গে শ্রীতির তৈরি করা তেঁতুলের আচার। আজ ল্যাপটপে দেখলাম 'নিউ ইয়র্ক' ছবিটি। তবে শেষটুকু দেখা হল না। ল্যাপটপ চার্জ নিচ্ছে না ঠিকমতো। অনেক সিনেমা আছে, কিন্তু পাওয়ার সাপ্লাই ভালো নয়।

তারপর পেশেন্স নিয়ে বসলাম। হঠাৎ বাইরে ঝটপট শব্দ। দেবাশিস বলল খুব বড় একটা কাক। ছবি তুলতে বাইরে বেরতে যাব, কাকটা চলে গেল। পেশেন্স খেলতে খেলতে হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল। যদি আমাদের সামিট না হয়! মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল। তাহলে কী হবে। ব্যর্থতা বা লজ্জা— সেটা মানিয়ে নিতে পারব। কিন্তু টাকাপয়সার কী হবে? অত টাকা কোথায় পাব? আমার তো আর ধার করার জায়গা নেই। অবশ্য সফল হলেও যে টাকা জোগাড় করতে পারব তারও নিশ্চয়তা নেই। তাহলেও একটা মুখ থাকবে, একটা জোর থাকবে। কিন্তু উল্টোটা হলে? এভারেস্ট আরোহণ করে সাহস বেড়ে গিয়েছিল, ঠিক হয়েছে— এমন বলার লোক তো কম নেই! যাই বলুক, মনের জোর সম্বল করে এসেছি এত কঠিন শৃঙ্গ আরোহণ করতে! ঈশ্বর সাহসীদের সঙ্গে থাকেন। আমরা সুস্থ। যথেষ্ট অক্সিজেন সঙ্গে আছে। তিনজন ভালো এবং অভিজ্ঞ শেরপা আছে। আর সর্বোপরি আরও কয়েকটা দল আছে। না পারার কথা নয়। কিন্তু মানুষের মন মাঝে মাঝে খারাপটাও ভাবে। শুধু পশ্চিমবঙ্গ কেন, সারা ভারত থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও অসামরিক দল কাঞ্চনজঙ্ঘায় অভিযানের জন্য আসেনি, শুধু পুনের একটি দল ছাড়া। ১৯৮৮ সালে ওই দলের অন্যতম প্রধান আরোহী সঞ্জয় বোরলের মৃত্যু হওয়ায় অভিযান মাঝপথে পরিত্যক্ত হয়। আমাদের কপালে কী নাচছে, তা ভবিষ্যৎই বলবে।

বিকেলে দেবাশিস আমার তাঁবুতে এল। অনেকক্ষণ গল্প করলাম। ও আশ্চর্য দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, চিন্তা করতে হবে না। সামিট হবে। আমারও বিশ্বাস তাই।

আমরা বেস ক্যাম্পে বেশ মানিয়ে নিয়েছি। সারাদিন পরিষ্কার আকাশ। এখানকার সব বরফ উধাও। রাতে খাওয়ার পরে বাইরে দাঁড়িয়ে ঝকঝকে আকাশ দেখছি। মনে হয় দু-একদিনের মধ্যেই পূর্ণিমা। চারদিকে আলোর স্নিগ্ধ পরশ। দূরে নীচের দিকে দেখি আলো। বুঝতে পারলাম, যে কোরিয়ান দল জানু পূর্ব শৃঙ্গ আরোহণ করতে এসেছে— এটা তাদেরই মূল শিবির। দেবাশিস চেষ্টা করল ছবি তোলার। স্ট্যান্ডে ক্যামেরা বসিয়ে কিছুক্ষণ চেষ্টা করে ছেড়ে দিল। বলল প্রচণ্ড ঠান্ডা। আমি তখন স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে। আর চেষ্টা করছি ঠান্ডায় পায়ের আঙুলের যন্ত্রণার হাত থেকে বাঁচতে।

*ক্রমশ*


অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
ভ্রমণ-ভিসিডি

আন্টার্কটিকা
ঘরে বসেই উপভোগ করুন দক্ষিণমেরু ভ্রমণের রোমাঞ্চ। ঘুরে বেড়ান আশ্চর্য সব আইসবার্গের গা ঘেঁষে, ঝাঁক ঝাঁক পেঙ্গুইন-অ্যালবাট্রসের ভিড়ে, বরফে ঢাকা দ্বীপে-পাহাড়ে। ₹৫০

সুইজারল্যান্ডের পাঁচ পাহাড়ে
₹১০০

আফ্রিকার জঙ্গলে
আফ্রিকার জল-জঙ্গল তৃণভূমিতে পালে পালে বন্যপ্রাণীদের অবাধ বিচরণ। সঙ্গে আফ্রিকার আদিবাসীদের নাচ গান। ₹৫০

আলাস্কা
ঘরে বসেই ঘুরে বেড়ান আলাস্কার অরণ্য, পাহাড়, হিমবাহ, হ্রদ, নদী, সাগর-উপসাগর। ₹৫০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর আরও ভ্রমণ-ভিসিডি
চিন। শ্রীলংকা। দক্ষিণ থাইল্যান্ড। ব্যাংকক-পাটায়া। কম্বোডিয়া। লেবানন। ভিয়েতনাম। মিশর। মোঙ্গোলিয়া। ইন্দোনেশিয়া। মায়ানমার। রাশিয়া। মালয়েশিয়া। প্যারিস-ভিয়েনা। রোমানিয়া। চেক রিপাবলিক। নেপাল। নানা দেশের লোকনৃত্য। সুমেরুবৃত্তে ভ্রমণ।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর পরিচালনায়
জম্মু ও কাশ্মীর। গাড়োয়াল হিমালয়। হিমাচল প্রদেশ। রাজস্থান। গোয়া। অরুণাচল প্রদেশ ও ত্রিপুরা। অন্ধ্রপ্রদেশ। কেরালা। বারাণসী। উইক এন্ড।

সব মিউজিক শপে পাওয়া যায়
অথবা নীচের ঠিকানায় লিখুন:
*for Preview: www.bhraman.com*

স্বর্ণাক্ষর
Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kol-19
**Phone:** 2283-2320 **Fax:** 2287-6448
**Website:** www.swarnakshar.in
**E-Mail:** info@swarnakshar.in

পুরানো সেই ভ্রমণ কথা

# হলদে পরীর দেশে

জসীম উদ্‌দীন

*গতবছরের শারদীয়া 'ভ্রমণ'-এ এই ভ্রমণ-কাহিনির কিছু অংশ ছাপা হয়েছিল। আরও কিছু অংশ এই সংখ্যায়।*

## যুগোশ্লাভিয়ার পথে

কয়েকদিন ইটালীতে কাটাইয়া একদিন রাত্রিবেলা গাড়ীতে চড়িয়া যুগোশ্লাভিয়া রওয়ানা হইলাম। আমার গাড়ীতে সঙ্গী ছিলেন এক বৃদ্ধা ইটালীয় মহিলা আর তাহার পুত্র। ছেলেটি একটু একটু ইংরেজী জানে। তারই সাহায্যে মায়ের সঙ্গেও পরিচয় হইল। আমাদের দেশেরই একটি মমতাময়ী মায়ের মত। তার ছেলের বন্ধু হইয়াছি আমি। সামান্য আলাপে তিনি আমাকে তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করিয়া ফেলিলেন। খুব ভাল আঙুর আছে তাঁর ক্ষেতে। বাড়িতে দোয়াল গাই। ছোট ছেলেটি! যতদিন খুশী তুমি আমার ওখানে থাকিতে পারিবে। শহরে ঘুরিয়া আমার দেশের কি জানিবে? আমার গ্রামে বসিয়া ইটালীর অন্তরদেশ দেখিতে পাইবে। ধন্যবাদ দিয়া আমি জানাইলাম, আমার অবসর থাকিলে নিশ্চয় আপনার নিমন্ত্রণ রাখিতাম। ভদ্রমহিলা তাঁর সুটকেশ খুলিয়া আমাকে চকলেট আনিয়া দিলেন। রুটি গোস্ত দিলেন। বাছা, এসো আমাদের সঙ্গে নৈশ আহার কর। আমি আগেই নৈশ আহার সারিয়া আসিয়াছি শুনিয়া তিনি বড়ই নিরাশ হইলেন। তাহার ছেলের সঙ্গে ইংরেজীতে গল্প আরম্ভ করিলাম। মা ইংরেজী জানেন না। বারবার বাধা দিয়া আমি কি বলিতেছি ছেলের কাছ হইতে জানিয়া লন। ইটালীতে আবার ফ্যাশিস্ত দল গড়িয়া উঠিতেছে। এই যুবক ছেলেটি সেই দলে নাম লেখাইয়াছে। একমাত্র মুসোলিনীর অভাবে সমস্ত ইটালী দেশ যেন অনাথ প্রতিম হইয়া পড়িয়াছে। পেট ভরিয়া এরা খাইতে পায় না। গায়ে জামা কাপড়ের অভাব। আবার ইটালীর সেই পূর্ব গৌরব ফিরাইয়া আনিতে হইবে; আবার ইটালীর সাহিত্য কলা জাগাইয়া তুলিতে হইবে। ইত্যাদি বহু আলাপে তাহাদের সঙ্গ-সুখটি বড়ই মধুর বলিয়া মনে হইল।

ভোরবেলায় একটা ষ্টেশনে মা আর ছেলে নামিয়া গেলেন। অশ্রু ছলছল চোখে এই ভদ্রমহিলা আমাকে বিদায় দিলেন। কতদিনের পরিচিত আপনার জনকে যেন ছাড়িয়া যাইতে মন ওঠে না। আমি বিদায় করমর্দন করিয়া বলিলাম, "আপনার গ্রামে যেয়ে ইটালীর অন্তরদেশ দেখার সুযোগ আমি করতে পারলাম না। কিন্তু আপনার মায়ের অন্তরের যে স্নেহময় স্পর্শটুকু বুকে ভরে নিয়ে চললাম তার মাধুর্য কোনদিন অন্তর হতে মুছবে না।" গাড়ী ছাড়িয়া দিল। যতক্ষণ আমাকে দেখা গেল মাতা-পুত্র রুমাল উড়াইয়া আমাকে অভ্যর্থনা জানাইল।

অল্পক্ষণ পরেই গাড়ি ট্রিয়েষ্ট আসিয়া ভিড়িল। ট্রিয়েষ্ট ইটালী আর যুগোশ্লাভিয়ার সীমান্ত স্টেশন।

## বৃদ্ধা মহিলা

ট্রিয়েষ্টে প্রায় সারাদিন অপেক্ষা করিয়া বৈকাল বেলা যুগোশ্লাভিয়ার গাড়ীতে উঠিলাম। এক বৃদ্ধা মহিলা লণ্ডন হইতে আসিয়াছেন, যাইবেন আন্তর্জাতিক লোক-সঙ্গীত সভায়। আমাদের কামরায় আসিয়া উঠিলেন। তাঁহাকে পাইয়া এত ভাল লাগিল— তিনি ইংরেজী, ইটালীয়, ফরাসী, জার্মানী, যুগোস্লাব প্রভৃতি বহু ভাষা জানেন। লণ্ডনের কাগজগুলিতে তিনি নাচের উপর প্রবন্ধ লেখেন। ভারতবর্ষের নৃত্যকলা দেখিবার জন্য তিনি একবার দক্ষিণ ভারতে গিয়াছিলেন। নৃত্যকলার উপর তিনি কয়েকখানা সুন্দর পুস্তকও প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে আলাপ আরম্ভ করিলাম।

নানা কথার পর আমি বলিলাম, "দেখুন আপনাদের নৃত্যকলার পিছনে বহু বৎসরের একান্ত সাধনা আর অভ্যাসের ছাপ রয়েছে। আপনাদের সমবেত নৃত্যের মধ্যে কোথাও একটু ত্রুটি পাওয়া যায় না। দশটি মেয়ে যখন নিচু হয়ে নাচে তখন তারা সমান মাপেই নীচু হয়। কারো মধ্যে সেই নিচু হওয়ার তারতম্য দেখা যায় না। তা ছাড়া এদেশের নৃত্যের কোন কোন অংশে সারকাসের অভ্যাস-নৈপুণ্যও থাকে। আমাদের নৃত্যকলার পেছনে এমনি বহু বৎসরের একান্ত সাধনা আর অভ্যাসের অভাব দেখা যায়। নাচিতে নাচিতে আমাদের নট-নটীরা অনেক ভুল ত্রুটিরও পরিচয় দেন কিন্তু তাদের লক্ষ্য থাকে ভাব প্রকাশের দিকে। অভ্যাস নৈপুণ্য দেখানোর জন্য নয়।" আমার কথা শেষ না হইতেই ভদ্রমহিলা হঠাৎ রাগিয়া উঠিয়া বলিলেন, "দেখুন গত পঞ্চাশ বছর ধরে আমি নৃত্যকলার আলোচনা করছি। আমাকে নৃত্যকলা শেখাতে আসবেন না।" আমি এইরূপ জবাবের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। হতভম্ব হইয়া এক পাশে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম।

কিছুক্ষণ না যাইতেই ভদ্রমহিলা আমার দিকে আগাইয়া আসিয়া বলিলেন, "মিষ্টার জসীম উদ্‌দীন, চুপ করে আছেন কেন? আসুন, কথা বলি। আপনি কি করেন, কতদিন ইউরোপে থাকবেন?" হু-না বলিয়া অতি সংক্ষেপে তাঁহার কথার উত্তর দেই। এমন সময় যুগোশ্লাভিয়ার পুলিশ আসিল আমার মালপত্র তদন্ত করিতে। তার ভাষা আমি জানি না। "আপনাকে সাহায্য করতে পারি কি?" বলিয়া ভদ্রমহিলা আগাইয়া আসিয়া আমার হইয়া সেই পুলিশের লোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন।

তারপর আসিলেন আর একজন ভদ্রলোক। আমার ভ্রমণকারীর চেক ভাঙাইয়া তিনি আমাকে যুগোশ্লাভিয়ার মুদ্রা দিলেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলিতেও ভদ্রমহিলা আমাকে সাহায্য করিতে আসিলেন। এ দেশের মুদ্রার সঙ্গে

আমাদের দেশের মুদ্রার ব্যবধান আমি বুঝিতে পারিতেছিলাম না। সেই বিষয়ে ভদ্রমহিলাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেই তিনি আগের মতই হঠাৎ তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন। "বুঝতে পারছেন না আমি ট্রেন ভ্রমণে কত ক্লান্ত? কেন আমাকে এত বিরক্ত করছেন?" আমি আগের মতই হতভম্ব হইয়া ট্রেনের এক পাশে যাইয়া বসিলাম। কিছুক্ষণ পরে তিনি আবার আমার কাছে আগাইয়া আসিয়া বলিলেন, "কি মিষ্টার! বড় যে চুপচাপ বসে আছেন? আসেন গল্প করা যাক।" আমি সবিনয়ে বলিলাম, "দেখুন, আমি মুসলিম। আমি আপনার খৃষ্টকে বিশ্বাস করি না। কিন্তু আজ আমি প্রাণপণে আপনার খৃষ্টের কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমাদের আশীর্বাদ করেন আমরা যেন পরস্পরে ঝগড়া করে রক্তারক্তি না করে অক্ষত দেহে যুগোশ্লাভিয়া পর্যন্ত পৌঁছুতে পারি।" আমার বলার ভঙ্গি দেখিয়া তিনি হাসিয়া কুটিকুটি হইলেন। অবশিষ্ট পথ তিনি ভালভাবেই আমার সঙ্গে গল্প করিয়া কাটাইলেন।

যুগোশ্লাভিয়ার হোটেলে আসিয়া দেখিলাম আন্তর্জাতিক লোক সঙ্গীত সভার সম্পাদিকা মিস কারপালীস পথের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছেন আমাদিগকে সংবর্ধনা করিতে। স্নেহময় কত সুন্দর সুন্দর কথায় তিনি মুখর হইয়া উঠিলেন। আমার জন্য একটি ঘর তিনি আগেই ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। ঘরের মধ্যে বসিয়া সমুদ্র দেখা যায়। আমার জানালার উপরে পূর্ণ-চাঁদ তার জ্যোছনার ভাণ্ড হইতে আলোকমদিরা ছড়াইয়া সমুদ্রের কলগুঞ্জন-মুখর ঢেউগুলিকে বৃথাই ঘুম পাড়াইতে চেষ্টা করিতেছিল। তাহারা ঘুমাইল না, কিন্তু তাদের কলগুঞ্জন শুনিতে শুনিতে আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম।

ভোরবেলা ঘুম হইতে জাগিয়া আমার ঘরের জানালা দিয়া চক্ষু মেলিয়া ধরিলাম। দূরে, বহুদূরে যতদূর দৃষ্টি যায় অনন্ত নীলাম্বরের সুস্নিগ্ধ একটি স্নেহময় কাজল-রেখা আমার নয়ন ভরিয়া দিল। স্বপ্নের দেশের কোন পথিকের মত ধীরে ধীরে নামিয়া সমুদ্রের তীরে আসিয়া দাঁড়াইলাম।

গল্পে পড়িয়াছিলাম হলদে পরীর দেশ। এত সুন্দর সুন্দর মানুষ ত কোন দেশে কোথাও দেখি নাই। গাছের পাতার রঙ— সমুদ্রের পানিতে শিশু-প্রভাতের রঙ— আর সমুদ্র তীরে জলবিহাররত শত সহস্র মেয়ে-পুরুষের রঙ-বেরঙের পোশাকের রঙ-মুখের হাসির রঙ—সব রঙ মিলিয়া যেন নন্দনকানন তৈরী হইয়াছে। বয়স্ক লোকেরা এখানে শিশুর মত সমুদ্র তীরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া রঙ-বেরঙের শঙ্খ ঝিনুক কুড়াইতেছে।

কিন্তু এসব দেখিয়া ত কবিত্ব করিয়া সময় কাটাইলে আমার চলিবে না। আমি আসিয়াছি আন্তর্জাতিক লোক-সঙ্গীত সভায় পাকিস্তানের প্রতিনিধি হইয়া। এই সভায় আমাকে পাকিস্তানের লোক-সঙ্গীতকে বিশেষজ্ঞদের নিকট মনোজ্ঞ করিয়া তুলিতে হইবে। গত বৎসর আমেরিকার লোকসঙ্গীত সভায় ইংরেজী উচ্চারণ শিক্ষায় ড্যারিংটন সাহেব আমাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। ড্যারিংটন সাহেব এবারে আসেন নাই। কিন্তু ড্যারিংটন সাহেবের মত একজন বন্ধু আমাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। তিনি আমাকে আমার অভিভাষণ নির্ভুলভাবে পড়িতে শিখাইবেন।

মিসেস ক্যানেডির সঙ্গে আলাপ হইল। ইনি আন্তর্জাতিক লোক-সঙ্গীত সভার সম্পাদিকা— কুমারী মদ কার্পালিশের ভ্রাতৃবধূ। মিষ্টার ক্যানেডি ইংলণ্ড দেশের সুপ্রসিদ্ধ লোক-সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ। লণ্ডনে সিসিল সার্প প্রতিষ্ঠানের ইনি প্রাণ-স্বরূপ। এখানে লোক-সঙ্গীত আর লোক নৃত্যের বৈজ্ঞানিক আলোচনা হয়। মিষ্টার ক্যানেডির বক্তৃতাশক্তি অসামান্য। মিষ্টার ক্যানেডির ছেলে পিটারও লোক-সঙ্গীত সংগ্রহে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। আমার বন্ধু এলেন লোমার্কসের সহযোগিতায়; ইনি নানা দেশে লোক-সঙ্গীত সংগ্রহ করিয়া বেড়ান। একটি পরিবারই লোক-সঙ্গীতের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন।

মিসেস ক্যানেডি আনন্দের সঙ্গে আমাকে আমার অভিভাষণ পড়া শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এর মধ্যে ডাক্তার বাকে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আর আমাকে পায় কে? নিয়ম হইল প্রতিদিন খুব ভোরে উঠিয়া ডাক্তার বাকে আমাকে আমার অভিভাষণ পড়া শিক্ষা দিবেন। এই সুদূর বিদেশে বাকে দম্পতির স্নেহময় ব্যবহারগুলির কথা মনে করিয়া কৃতজ্ঞতায় চোখ অশ্রুপ্লাবিত হয়। এতদূরে আসিয়াও মাতৃভাষায় তাঁহাদের সঙ্গে কথা বলিয়া মাতৃস্নেহ অনুভব করি। ডাক্তার বাকে আন্তর্জাতিক লোক-সঙ্গীত সভার সভাপতিমণ্ডলীর একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। তাঁহার কত কাজ, তবু এত কাজের মধ্যেও তিনি আমাকে সাহায্য করিবার সময় করিয়া লইলেন। আমার অভিভাষণের বহু জায়গা তিনি সংশোধন করিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, "এই সংশোধন-করা অভিভাষণ তুমি পড়তে যেয়ে ঠেকে যাবে। দাঁড়াও, এটি আমি টাইপ করে দেই।" ডাক্তার বাকে ভাল টাইপ করিতে জানেন না। একপাতা টাইপ করিতে তার প্রায় আধ ঘণ্টা সময় লাগে। তার কত কাজ। তবু তিনি দুই তিন দিনে আমার অভিভাষণটি টাইপ করিয়া দিলেন। প্রতিদিন সকালে বাকে দম্পতির সঙ্গে নাস্তা খাইতাম। মিসেস বাকে তাঁহার ব্যাগ হইতে প্রায়ই এটা ওটা ফল বাহির করিয়া আমাকে খাইতে দিতেন। তিনি একদিন আমাকে বলিলেন, "কলকাতা থাকতে সকলে আমাকে দিদি বলে ডাকত।" সুতরাং এই ইঙ্গিত বুঝিয়া আমিও তাঁকে দিদি বলিয়া ডাকিতাম। উত্তরে তিনি আমাকে ভাই বলিয়া ডাকিতেন। এই বিদেশিনী মহিলার কণ্ঠে ভাই ডাকটি এমনই সুন্দর শুনাইত! সমুদ্রতীরে বেড়াইবার কালে যখন তিনি দূর হইতে আমাকে ডাকিতেন, "ভাই! এদিকে এসো!!" তখন সেই ডাকে যেন মধু ঝরিয়া পড়িত। কয়েক বৎসর ডাঃ বাকে পরলোক গমন করিয়াছেন। পৃথিবী তাঁর মত একজন সঙ্গীত-বিশেষজ্ঞ হারাইল। আমি হারাইয়াছি আমার একজন শুভানুধ্যায়ী অগ্রজকে। কত ভাবেই যে তাঁর সঙ্গে মিশিবার সুযোগ হইয়াছে। কলিকাতা থাকিতে যখনতখন তাঁর সঙ্গে দেখা করিয়াছি। তিনি নিজেও আমার কাছে কিছু কিছু গ্রাম্য গান শিখিয়াছিলেন। আমার দেশের উচ্চাংগ তালের কীর্তন, যা এখন লোপ পাইতে বসিয়াছে, তাহা তিনি শুধু রেকর্ডই করিয়া রাখেন নাই; নিজেও আয়ত্ত করিয়া শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করিয়াছেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর সংগৃহীত বাংলাদেশের শত শত লোক-গীত রেকর্ড করা আছে। এই গানগুলি যন্ত্রসহযোগে তিনি নানা গ্রামে ঘুরিয়া রেকর্ড করিয়াছিলেন।

## লোক-সঙ্গীত উৎসব

প্রতিদিন সকালে আর দুপুরে আমাদের লোক-সঙ্গীতের সভা বসিত। আর রাত্রে হইত এই দেশী লোক-নৃত্য আর লোক-সঙ্গীতের আসর। এ-দেশের লোকেরা এর নাম দিয়াছিলেন লোক-সঙ্গীত উৎসব। এটা উৎসবই বটে। সমস্ত যুগোশ্লাভিয়া যেন এই উৎসবে মাতিয়া উঠিয়াছে। প্রতি বৎসরই এদেশে লোক-সঙ্গীতের উৎসব হয়। এই উৎসবে এক এক প্রদেশের লোকেরা এক এক রাতে লোক-সঙ্গীত আর লোকনৃত্যের অনুষ্ঠান করে। এই জলসায় প্রদেশের সঙ্গে প্রদেশের প্রতিযোগিতা চলে। যে প্রদেশ লোক-নৃত্য ও লোক-সঙ্গীতে সব চাইতে ভাল সেই প্রদেশ কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টের নিকট হইতে একটি পুরস্কার পায়। এই পুরস্কারের লোভে প্রত্যেক প্রদেশে সারা বৎসর ধরিয়া লোক-সঙ্গীত আর লোক নৃত্যের তোড়জোড় হইতে থাকে। প্রত্যেক প্রদেশে লোক-সঙ্গীত আর লোক-নৃত্যের উৎসাহ দেওয়ার জন্য একটি করিয়া সমিতি আছে। কোন অজ্ঞাত সুদূর পাড়াগাঁয়ে কোন্ লোকটি নৃত্যের কোন্ নূতন ভঙ্গিটি আয়ত্ত করিয়াছে এই কমিটির লোকেরা তাহা খুঁজিয়া বাহির করেন।

প্রদেশের প্রত্যেকটি লোক, মন্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ কৃষক পর্যন্ত সকলেই এই আন্তঃপ্রাদেশিক প্রতিযোগিতায় যাহাতে নিজের প্রদেশ জয়লাভ করিতে পারে তাহার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া থাকেন।

প্রতিরাত্রে এইভাবে লোক-সঙ্গীত আর লোকনৃত্যের উৎসব চলিতে লাগিল। সে কি

গান— আর সে কি নাচ— শুধু অনুভব করিবার আর উপভোগ করিবার। ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

প্রতিদিন ত সকালে আর দুপুরে আন্তর্জাতিক লোক-সঙ্গীত সভার অধিবেশন বসে। আমার অভিভাষণ পাঠের দিনটি ঘনাইয়া আসিল। ডাক্তার বাকে এই দিন সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমি আমার অভিভাষণটি ছাপাইয়া লইয়া গিয়াছিলাম। তাহা আগেই শ্রোতাদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিলাম। পূর্ববারের অভিজ্ঞতায় আমি জানিয়াছিলাম, এই আন্তর্জাতিক লোক-সঙ্গীত সভায় যাঁহারা আসেন, তাঁহাদের বহু লোকই ভাল ইংরেজী জানেন না। তাই মৌখিক বক্তৃতা বা প্রবন্ধ-পাঠ শ্রবণ করিয়া তাঁহারা অনেকেই বুঝিতে পারেন না। কিন্তু ইংরেজীতে লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বুঝিতে পারেন। আমার প্রবন্ধ পাঠের পূর্বে এই ছাপান প্রবন্ধ বিতরণের কার্যটি বড়ই ফলপ্রসূ হইয়াছিল। আমার প্রবন্ধ পাঠ শেষ হইলে চারিদিক হইতে বহু লোক আমাকে নানা ভাষায় নানা রকমের প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। আমিও অনুবাদকের সাহায্যে তাহার যথাযথ উত্তর দান করিলাম।

আমি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম পূর্ববঙ্গের বিবাহের গানের উপরে। কি করিয়া এ গাঁয়ের মেয়েটির সঙ্গে ও গাঁয়ের ছেলেটির বিবাহ হয়, বিবাহের দিন কেমন করিয়া সাজ পোষাক পরিয়া ও-গ্রাম হইতে বর এ-গ্রামে আসে। দুই গ্রামের মেয়েদের মধ্যে কি করিয়া পিঠা তৈরী করার আর বরণ কুলার উপর চিত্র করার প্রতিযোগিতা হয়, বরযাত্রীর দল যখন কনের বাড়িতে আসে তখন বরপক্ষের লাঠিয়ালেরা কিভাবে কনে পক্ষের লাঠিয়ালদের সঙ্গে সাজা-যুদ্ধ করে, সেই যুদ্ধকে পূর্বকালের আসুরিক বিবাহের সঙ্গে কি করিয়া তুলনা করা যায়, সেই যুদ্ধে কি কি ছড়াগান গাওয়া হয়, বিয়ে বাড়িতে মেয়েরা কি কি ধরনের গান করে, এই সকলের আলোচনা এবং সেই সব গানের অনুবাদও আমার প্রবন্ধে জুড়িয়া দিয়াছিলাম। তাহা ছাড়া পূর্ব দেশের অন্যান্য গ্রাম্য-গান হইতে বিবাহের গানের সুরের কোথায় পার্থক্য কোন্ কোন্ গ্রাম্য গানের সুরের সঙ্গে বিবাহের গানের সুরের মিল আছে, কিভাবে বিয়ের গানের বহু সুর একই ভাবে আসিয়া শেষ হইয়াছে, বিয়ের গানের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারুকার্য অন্যান্য গ্রাম্য-গানকে কি করিয়া অলঙ্কারমণ্ডিত করিয়াছে এইসব কথা আমি আমার প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম। ঢাকা রেডিও ষ্টেশনের ডিরেক্টর বন্ধুবর ক্যাপ্টেন হকের এবং তার সহকর্মী সোদরপ্রতীম মিঃ জামান, মিঃ হুদা প্রভৃতির সৌজন্যে এবং সুপ্রসিদ্ধ গ্রাম্য-গান গায়ক বেদার উদ্দীন আহমদ, লায়লা আরজুমান্দ বানু ও মিসেস নুরুন্নাহারের কণ্ঠযোগে স্থানীয় বেতারকেন্দ্র হইতে আমার প্রবন্ধের উল্লিখিত গ্রাম্য গানগুলি রেকর্ড করাইয়া লইয়া গিয়াছিলাম। প্রবন্ধ পড়িবার মাঝে মাঝে তাহা বাজাইয়া শুনাইলাম। ইহা ছাড়া ফরিদপুর জেলা হইতে গ্রাম্য বিবাহে ব্যবহৃত পিঁড়ী, কুলা, সরা প্রভৃতি চিত্রিত করিয়া লইয়া গিয়াছিলাম।

সভার কার্য ত শেষ হইয়া গেল। আমি আমার কাগজপত্র গুছাইতেছি এমন সময় একটি সুন্দর মেয়ে আসিয়া আমার সঙ্গে নিজেকে পরিচিত করিল। তার নাম ভিদা। ঐ দেশের সবারই রঙ ফর্সা কিন্তু এই মেয়েটির মুখের রঙে কোথায় যেন একফোটা কালো মেঘের লাবণী মাখা ছিল।

তার মুখের দিকে চাহিয়া মনে হইল সেই উদাস করা স্বপ্নময় কালো মেঘেরই সে যেন কেউ। বৃথাই মাটির পৃথিবী তার সঙ্গে মিতালী করিতে চায়। মেয়েটি লজ্জা লজ্জাভাবে আমাকে বলিল, "আমরা ক'টি বন্ধু মিলে আজ সন্ধ্যায় আপনার দেশের গ্রাম্য গানের বিষয়ে আরও কিছু শুনতে চাই। যদি আপনার অবসর থাকে আমরা বড়ই খুশী হব।" আমি বলিলাম, 'আজ সন্ধ্যায় গ্রাম্য গানের আসর বসবে। তার পরে আপনাদের সঙ্গে আলাপ করতে পারি।" মেয়েটি হাসিয়া বলিল, "গ্রাম্য গানের জলসা শেষ হলেই আমরা আপনাকে খুঁজে বের করব।"

গ্রাম্য গানের জলসা শেষ হইল রাত প্রায় ৯ টায়। আমি জলসার শেষে এদিক-ওদিক চাহিতেছি। দেখিলাম মেয়েটি তার বন্ধুদের লইয়া আমাকে হাত বাড়াইয়া ডাকিতেছে। দেখা হইতেই মেয়েটি পরিচয় করাইয়া দিল, এর নাম মিঃ মিস্ক। বেলগ্রেডে সঙ্গীত বিভাগে ডিগ্রীর জন্য চেষ্টা করিতেছেন। আর ইনি গীতা। ইনি য়্যনথ্রোপোলজীর ছাত্রী। তাঁরা আমাকে সঙ্গে লইয়া সমুদ্রতীরের পথ ধরিয়া আগাইয়া চলিল। আকাশের এক পাশে পূর্ণ চাঁদ উঠিয়াছে। আর সমুদ্রে তাহার ছায়া পড়িয়াছে। আমরা আগাইয়া চলিয়াছি। এই দুইটি চাঁদ আমাদের সঙ্গে সঙ্গে। ভিদা আর গীতাকে দেখাইয়া বন্ধু মিস্ককে আমি এই কথা কানে কানে বলিলাম। মিস্ক বিশ্বাসঘাতী হইয়া সেই কথা শ্লাব ভাষায় অনুবাদ করিয়া সবাইকে শুনাইয়া দিল। চারিদিকে হাসির হুল্লোড় উঠিল। চলিতে চলিতে আমরা কোন নির্জন জায়গায় যাইয়া একটি প্রকাণ্ড পাথরের উপর বসিলাম।

মিস্ক উত্তর করিল, "চমৎকার! এবার তবে আরম্ভ কর, কবি, তোমার দেশের কাহিনী।"

আমি আরম্ভ করিলাম, "আমাদের পূর্ব বাঙলা, ব্রহ্মদেশ আর ভারতের মাঝখানে সমতল প্রদেশ। নব আকাশের নীলঘন মেঘের সঙ্গে আড়াআড়ি করেই বুঝি এর মাঠগুলি সবুজে সবুজে ছেয়ে ফেলে। সেকি অপূর্ব সবুজ, ফিকে সবুজ, গাঢ় সবুজ, সবজে নীলে মেশা সবুজ, সবুজে হলুদে মেশা সবুজ, আমপাতা সবুজ, ধানপাতা সবুজ, আসমানী সবুজ, গঙ্গা-যমুনা সবুজ। মাঠের পরে মাঠ, কোথায় সুদূর আসমানের সঙ্গে যেয়ে মিশেছে, কোথাও সবুজ বনানীর মধ্যে যেয়ে পথ হারিয়েছে। সেই নানা বর্ণের সবুজ মাঠের মধ্যে আমাদের গ্রাম্য চাষীদের ছোট ছোট ঘরগুলি। বাড়ির এধারে ওধারে আম, কাঁঠাল, কলা, নারিকেলের বাগান। তাও আমরা সবুজ করে রেখেছি। সবুজকে আমরা এত ভালবাসি। আমাদের আকাশে মেঘের সবুজ-বনে বনে গাছের পাতার সবুজ, মাঠে শস্যক্ষেতের সবুজ, বাড়িতে আম-কাঁঠাল শাক-শব্জীর সবুজ।

মিস্ক বলিল, "তোমাদের দেশের কবিরা সুন্দরী মেয়েদের কি ভাবে বর্ণনা করেন?" আমি উত্তরে ভারতচন্দ্রের কবিতা উদ্ধৃত করিলাম,

*"কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা,*
*পদনখে পড়ে আছে তার কতগুলা।"*

মিস্ক প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা, পল্লীকবিরা কিভাবে মেয়েদের পোষাকের বর্ণনা করেন?" আমি আরম্ভ করিলাম, "রূপকথার রাজকন্যার বিয়ে হবে। রাজকন্যার সহচরীরা নানা বর্ণের শাড়ী এনে রাজকন্যাকে পরাচ্ছে। কিন্তু কোনখানাই রাজকন্যার মনের মত হয় না।

*'প্রথমে পরিল শাড়ী নামে গঙ্গাজল,*
*হাতের উপর থুইলে শাড়ী করে টলমল।*
*জলেতে রাখিলে শাড়ী জলেতে মিশায়,*
*মৃত্তিকায় থুইলে শাড়ী পিঁপড়ায় লইয়া যায়।*
*এই শাড়ী পরিয়া কন্যা শাড়ীর পানে চায়,*
*মন মত না হইলে দাসীকে পিন্দায়।*
*তার পরে পরিল শাড়ী তার নাম হিত*
*হাজারো দুঃখীতে ওতে পরলে তারও আইএ গীত।'*

কিন্তু সেই শাড়ী পরিয়াও রাজকন্যার মন ওঠে না। তারপর সখীরা গুয়াফুল নামে শাড়ী রাজকন্যাকে পরাল। সেই শাড়ী মেলে ধরলে আশী হাত কিন্তু মুঠোর মধ্যে ভরা যায়। সেই শাড়ীও রাজকন্যার পছন্দ হল না। তখন সকল সখী মিলে অনেক সলা-পরামর্শ করে রাজকন্যাকে একখানা শাড়ী পরাল।

*'তারপরে পরাইল শাড়ী তার নাম হিয়া,*
*সেই শাড়ী পরিয়া হইছিল চল্লিশ কন্যার বিয়া।'*

সুতরাং যে শাড়ী পরে চল্লিশ কন্যার বিয়ে হয়েছে, রাজকন্যার সে শাড়ী পছন্দ না হয়েই পারে না। সেই শাড়ীর একটু বর্ণনা শুনুন।

*'শাড়ীর মধ্যে লেখ্যা থুইছে আল্লা নিরাঞ্জন,*
*শাড়ীর মধ্যে লেখ্যা থুইছে নবীজির আসন।*
*শাড়ীর মধ্যে লেখ্যা থুইছে কেলী-কদম্বের গাছ,*
*গাছে বইসা ঠাকুর কেষ্টো বাঁশী বাজায় তাত।'*

সেই শাড়ীর কোথাও বন আঁকা আছে। সেখানে হরিণেরা খেলা করে বেড়াচ্ছে, বাঙলার যত পশুপক্ষী সব সেই শাড়ীতেই আঁকা। এই শাড়ী পরিয়া কন্যার কেমন রূপ হল শুনুন।

*'সাজিয়া পনিয়া কন্যা মুখে দিল পান,*
*আকাশের চন্দ্র সূর্য তারাও লজ্জা পান।*
*চন্দ্রে ডাকিয়া বলে, 'সূর্য ওরে ভাই*
*মনুষ্য হইয়া দিল চন্দ্রের মুখে ছাই।'*
*সাজিয়া পরিয়া কন্যা বসল বড় ঠাটে,*
*নীমা নামের কালে যেন সূর্য বসল পাটে।'*

আমি কথা শেষ করিয়া মিস্ককে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বল ত, তোমাদের দেশে কি করে ছেলেরা মেয়েদের কাছে ভালবাসা নিবেদন করে।" মিস্ক বলিল, "সে কথা আমার মুখে না শুনে এই দুই সুন্দরী মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলেই ভাল জওয়াব পাবে। আমি হলফ করে বলতে পারি বহু ছেলে এদের কাছে প্রেম নিবেদন করেছে।" গীতা মিস্ককে জিজ্ঞাসা করিল, "এই প্রশ্নের উত্তরে তুমি কি বললে অনুবাদ করে শুনাও।" মিস্ক দুষ্টামী করিয়া সে কথার অনুবাদ না করিয়া আমার প্রশ্নটি পুনরাবৃত্তি করিয়া তাহাদিগকে উত্তর দিতে অনুরোধ করিল। আমার প্রশ্ন শুনিয়া গীতা *ঠেলে* ভিদাকে উত্তর দিতে, ভিদা *ঠেলে* গীতাকে উত্তর দিতে। দুইজনে হাসিয়া গড়াইয়া পড়ে। অনেক অনুনয় বিনয়ের পরে ভিদা তার ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে উত্তর করিল, "লোক সঙ্গীতের সভায় তুমি তোমার দেশের পূর্বরাগের দু'একটি দৃশ্যের যা বর্ণনা করেছ— আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা এইভাবে পরস্পর প্রেম নিবেদন করে না। আমাদের দেশে মেয়েদের সঙ্গে কোন ছেলের মেলামেশা করার কোনই অসুবিধা নেই। নাচের আসরে, সভা সমিতিতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাশে আমরা ছেলে মেয়েরা একসঙ্গে মেলামেশা করি। এর মধ্যে ধীরে ধীরে কারো সঙ্গে কারো সাধারণ বন্ধুত্ব ভালবাসায় পরিণত হয়। এটা কিন্তু খুব অল্পদিনে প্রায় হয় না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ধর একটা ছেলে কোন মেয়ের সঙ্গে আলাপ করতে চায়। কি ভাবে সে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।"

ভিদা বলিল, "ছেলেটি মেয়েটিকে নানা ভাবে সাহায্য করতে পারে। মেয়েটি উঠে যাবার সময় ছেলেটি তার ওভার কোট এগিয়ে দিতে পারে। মেয়েটি কোন কিছু ফেলে গেলে সে তা কুড়িয়ে দিতে পারে। মেয়েটি তখন নিশ্চয় তাকে ধন্যবাদ দেবে। এইভাবে আলাপের সূত্রপাত হয়।" আমি বলিলাম, "এমন সুযোগ যদি না মেলে? মেয়েটি ত গরমের দিনে ওভারকোট পরে না। আর যখন-তখন কোন কিছু ফেলেও যায় না।" ভিদা তখন আমাকে ঠাট্টা করিয়া বলিল, "ছেলেটি বক্তৃতা করে তার অভিভাষণের একটি কপি মেয়েটিকে উপহার দিতে যেয়ে তার সঙ্গে আলাপ করতে পারে।" আমার পকেটে আমার অভিভাষণের একটি কপি ছিল। তাহা আমি ভিদাকে আগাইয়া দিলাম। সকলের মধ্যে হাসি হুল্লোড় পড়িয়া গেল।

গীতা জিজ্ঞাসা করিল, "এইবার বল, তোমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা কিভাবে ভালবাসা করে।"

আমি আরম্ভ করিলাম। "আমাদের পূর্ব বাঙলার সবুজ-ঘেরা শস্যক্ষেতের মাঝখানে ছোট একখানা ঘর। কলা পাতার সবুজ ছায়া তাকে আড়াল করে রেখেছে। সেখানে থাকে কৃষাণের মেয়ে। গায়ের রঙে যেন শরষে ফুল ঝলমল করে। মেয়েটি নদীতে যায় পানি আনতে। গাঙের ঘাটে যেয়ে কলসী ভরনের ঘায়ে পানিতে ঢেউ দেয়। সেই ঢেউ যেয়ে লাগে বিগান গায়ের ছেলেটির মনে। তোমাদের দেশের মত আমাদের দেশের ছেলেরা মেয়েরা এত সহজে মেলামেশা করতে পারে না। তাদের মেলামেশার একমাত্র স্থান এমনি নির্জন নদীতীর অথবা কোন জনশূন্য গ্রাম্যপথ। আমাদের দেশের নদীতীরের এরূপ মিলনকাহিনী অবলম্বন করে এক প্রকারের গ্রাম্য গানের উৎপত্তি হয়েছে। তাহাকে বলে জল ভরনী গান।

ভিদা এবার বলিয়া উঠিল, "আপনি বলুন তারপর কি হ'ল। মেয়েটির জল ভরনের ঢেউ ছেলেটির মনে যেয়ে লাগল, তারপর?"

আমি আরম্ভ করিলাম, "ছেলেটি ভাবতে লাগল বিগান গাঁয়ের মেয়েটির সঙ্গে কি করে কথা বলা যায়। মেয়েটিকে শুনিয়ে সে যেন আপন মনেই গান গেয়ে উঠল।

*'জলভর সুন্দরী কন্যা জলে দিছাও ঢেউ,*
*হাসিল মুখে কওনা কথা সঙ্গে নাই তোর কেউ।'*

মেয়েটিও যেন সে কথা শোনেনি, সে আপন মনেই গান গেয়ে উঠল,

*'পর পুরুষের সঙ্গে আমার কোনই কথা নাই,*
*ওদিক সরে যাও হে নাগর আমি জল ভরিয়া যাই।'*

মেয়েটির গান শুনে ছেলেটির মনে সাহস হল। সে তখন গানের সুরে প্রশ্ন করল,

*'কেমন তোমার মাতা পিতা কেমন তোমার হিয়া,*
*একেলা পাঠাইছে ঘাটে কাঙ্খে কলস দিয়া।'*

এখানে কলসী কথাটির তাৎপর্য আছে, ভরা কলসীর জলে যেমন ঢেউ দেয় মেয়েটির রূপও তেমনি ভিনদেশী ছেলের মনে ঢেউ দিয়েছে। মেয়েটি তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল—

*'ভাল আমার মাতাপিতা ভাল তাদের হিয়া*
*একেলা পাঠাইছে ঘাটে বুকে পাথর দিয়া।'*

ছেলেটি বুঝল এখানে কোনই আশা নেই। মেয়েটির বুক পাথরের মত কঠিন। সে তার হাতের বাঁশটি হাতে লয়ে চলে যাচ্ছিল। কিন্তু পাষাণের ভিতর হ'তেও প্রস্রবণধারা বয়ে যায়। মেয়েটি তাকে পাল্টা জিজ্ঞাসা করল:

*"কেমন তোমার মাতাপিতা কেমন তাদের হিয়া,*
*এত বড় ডাঙর হইছ না দিয়াছে বিয়া।'*

ছেলেটি দেখল এইবার সুযোগ মিলেছে, কিছুটা ভালবাসা নিবেদন করবার। সে উত্তর করল,

*'ভাল আমার মাতাপিতা ভাল তাদের হিয়া,*
*তোমার মত সুন্দর পাইলে আমায় দিত বিয়া।'*

ছেলেটির এই প্রত্যক্ষ উত্তরে মেয়েটি ভীষণ চটে গেল। রাগের ঝাল মিটাতে সে গেয়ে উঠল,

*'চুপ থাকরে নির্লজ্জ কুমার লজ্জা নাইরে তোর,*
*গলেতে কলসী বেন্দে জলে ডুইবা মর।'*

ছেলেটি কিন্তু দমল না। মেয়েটির কথা লুফে নিয়ে সে গেয়ে উঠল,

*'কোথায় পাব কলসী কন্যা কোথায় পাব দড়ি*
*তুমি হও যমুনার জল আমি ডুব্যা মরি।'*

গান শেষ হইলে ভিদা আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তারপর কি হল?"

আমি উত্তর করিলাম, "তারপর যা হবার তাই হল। ভীন গাঁয়ের এই ছেলেটির সঙ্গে মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেল।"

কাহিনী ওরা শেষ করিতে দেয় না। ভিদা বলিল, "তারপর কি হল?"

রোজ সমুদ্র তীরে বেড়াইতে যাই। কতজনের সঙ্গে পরিচয় হয়। সেদিন আলাপ হইল মিষ্টার ডেকারের সঙ্গে। সমুদ্রতীরে এই দেশের কুটির শিল্পের নিদর্শনগুলির দোকান সাজাইয়া বসিয়া আছেন। ভাল ইংরেজী বলিতে পারেন। তাঁর নিকট হইতে এদেশের নানা খবর পাইলাম। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা! আপনাদের দেশের সব জিনিসের এত দাম। আপনাদের কি করে চলে?"

তিনি বলিলেন, "বিলাস উপকরণের দাম আমাদের দেশে বেশী। কিন্তু যে সব জিনিস আমাদের না হলে চলে না, এই যেমন খাদ্যবস্তু, এসবের দাম তত বেশী নয়। আমাদের রাষ্ট্র পাঁচ বৎসরের জন্য একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ যেদিন শেষ হবে সেদিন সমস্ত জিনিসপত্রের দাম কম হবে। আমাদের রাষ্ট্র বিশেষ প্রয়োজনীয় জিনিস ছাড়া কিছুই বিদেশ হ'তে আমদানী করতে ইচ্ছুক নয়। আমাদের দেশে প্রচুর লৌহ-সম্পদ রয়েছে। এই লৌহ দিয়ে যন্ত্রপাতি তৈরী করে আমরা বিদেশে চালান দিতে চাই। তাতে আমাদের কোটি কোটি টাকা লাভ হবে। এই সব যন্ত্রপাতি তৈরী করতে আমরা বিদেশ হতে বহু কলকব্জা আমদানী করতে চাই। এইজন্য আমাদের দেশের প্রস্তুত উৎকৃষ্ট ধরণের বিলাস উপকরণ আমরা বিদেশে চালান দেই। বিদেশ হতে আমাদের যে সমস্ত মুদ্রা লাভ হয় তা অতি যত্নের সঙ্গে সঞ্চয় করে বিদেশী কলকব্জা ক্রয় করি। আর তিন চার বৎসর পরে আমাদের দেশে আসবেন। তখন দেখবেন এদেশের সবকিছু কি স্বচ্ছল!" মিষ্টার ডেকার চুপ করিলেন। তাঁহার চোখ দুটি ভবিষ্যৎ যুগোশ্লোভিয়ার সুখ সম্পদের স্বপ্নে জ্বল জ্বল করিতেছিল।

এই মিষ্টার ডেকার সামান্য বেতন পান। তাহাতে অতি কষ্টে তাঁহার জীবন যাত্রা নির্বাহ হয়। নিজের ভবিষ্যতের জন্য বিশেষ কিছুই সঞ্চয় করিতে পারেন নাই। কিন্তু দেশের ভবিষ্যতের সুখস্বপ্ন বিভোর হইয়া প্রতিদিন নানা অভাব অনটনকে তিনি তুচ্ছ করিয়া চলিয়াছেন। যুগোশ্লাভিয়ার প্রায় প্রত্যেকটি লোকই মিষ্টার ডেকারের মত দেশের ভবিষ্যতের স্বপ্নে মশগুল।

সেদিন সকালে সমুদ্রতীরে বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিলাম, ছোট একটা কাচের ঘরে সুন্দর একটি মেয়ে হাসিখুসী মুখে বসিয়া ডাকটিকেট বিক্রী করিতেছে। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম! পথের ধারে ছোট কাচের ঘরখানা। সামনে সমুদ্রের জলে তাহার প্রতিবিম্ব পড়িয়া ঢেউয়ের দোলায় দুলিতেছে। পথ দিয়া চলিতে চলিতে পথিকেরা হয়ত বা অন্যমনস্ক ভাবেই এই কাচের ঘরের মেয়েটির দিকে একবার চাহিয়া যায়। কেহ বা অপ্রয়োজনে তাহার ছোট্ট বিপণীতে প্রবেশ করিয়া এটা-ওটা দাম দস্তুর করিয়া চলিয়া যায়। সমুদ্রজলে এই বিপণীর প্রতিবিম্বের মত উহাদের সকলেরই অন্তরে হয়ত এই সুন্দর মেয়েটির ছায়া আনন্দের হিল্লোল তুলিতে থাকে। আমি আমার খাতাখানা বাহির করিয়া বালুর উপরে বসিয়া লিখিতে আরম্ভ করিলাম।

*সাগরের তীরে আঁকা-বাঁকা পথ, তাহার একটু 'পরে*
*কাচ দিয়ে ঘেরা ছোট ঘরখানি রোদে ঝলমল করে।*
*সেইখানে রোজ বসে থাকে মাচা রঙিন পুতুল লয়ে*
*হাসিখুশী মুখে কথা কয় যেন পুতুলের মত হয়ে।*

আমার লেখা তখনও শেষ হয় নাই। একটি যুবক আমার পাশে আসিয়া অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল। তারপর অতিবিনয়ের সঙ্গে বলিল "কিছু যদি না মনে কর তবে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি লিখছিলে?" আমি আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিলাম, "ওই কাচের ঘরের মেয়েটির বর্ণনা।" ছেলেটি বলিল, "পড় ত' শুনি" আমি আমার কবিতার ইংরেজী তরজমা করিয়া তাহাকে শুনাইলাম। শুনিয়া ভদ্রলোক খুবই খুশী হইল। আমাকে বলিল, "চল মেয়েটির সঙ্গে আমরা আলাপ করি।" এখানে বলিয়া রাখা ভাল এদেশে যাহারা কাহারো বন্ধু হইতে চায়, তাহারা আপনি বলিয়া বন্ধুকে দূরে সরাইয়া রাখে না। প্রথমেই তুমি বলিয়া সম্বোধন করে। ছেলেটি যাইয়া কাচের ঘরের মেয়েটিকে বলিল, "আমরা তোমার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম।" মেয়েটি হাসিয়া বলিল, "বড় খুশী হলাম আপনাদের সঙ্গে আলাপ করে।" আমার বন্ধু তখন আমাকে পরিচিত করাইয়া বলিল, "এই ভদ্রলোক বিদেশের একজন কবি। তোমার উপরে কেমন সুন্দর কবিতা লিখেছে।" মেয়েটি শুনিয়া একটু লজ্জা লজ্জা ভাব মিশাইয়া বলিল, "কি লিখেছেন পড়ে যদি শুনান বড় খুশী হব।" আমি বলিলাম, "কবিতা এখনও শেষ হয়নি।" বন্ধু আমাকে বাধা দিয়া বলিল, "তোমার কবিতায় ভাব প্রকাশের যে টুকু বাকী আছে এই সুন্দর মেয়েটি হাসিখুশী মনে যখন তাহা শুনবেন, তখন তার পরিপূরণ হবে। সুতরাং কবিতাটি আমি ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজীতে তর্জমা করিয়া শুনাইলাম। বন্ধুবর আবার যুগোশ্লাভিয়ার ভাষায় অনুবাদ করিলেন। এই সাত নকলে মূলের সঙ্গে কবিতাটির কতটুকু সম্পর্ক রহিল জানি না। শুনিয়া মেয়েটির সুন্দর মুখখানি লজ্জায় হাসিতে ভরিয়া গেল। সে আরও লজ্জা লজ্জা ভাবে থামিয়া থামিয়া মুখখানি দুই হাতে ছাপাইয়া বলিল, "তোমার কবিতার জন্য ধন্যবাদ।" এমন সময় দোকানে আরও ক্রেতা প্রবেশ করিল। মেয়েটি তাহাদের সঙ্গে এটা ওটার দাম বলিতে লাগিল। আমরা দুই বন্ধুতে সমুদ্রতীরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

এই বন্ধুটিকে পাইয়া আমার বড়ই লাভ হইল। সে যেখানে যাকে পায় তারই সঙ্গে আমাকে পরিচিত করাইয়া দেয়। "এই ভদ্রলোক পাকিস্তান হতে এসেছে। মস্তবড় কবি। দেখুন এদেশের কাগজে ইহার বিষয়ে কি লিখেছেন।" সে আমার ব্যাগ হইতে খবরের কাগজখানি লইয়া পড়িয়া শোনায়। বহুলোক আমার প্রতি কৌতূহলী হইয়া উঠে। এতদিন সমুদ্রতীরে একা একা ঘুরিয়া বেড়াইতাম। এদেশের ভাষা জানিনা বলিয়া বহুলোকের সঙ্গেই আলাপ করিতে পারি নাই। আজ এই বন্ধুটিকে পাইয়া এদেশের সকলের সঙ্গে পরিচয় করিতে পারিলাম। এদেশের ছেলেমেয়ে কারও সঙ্গে পরিচয় করিতে অসুবিধা হয়না। ধনী-দরিদ্র সবারই এদেশে সমান মূল্য। কাহাকে বন্ধু বলিয়া ডাক দিলে সে তখনই তোমাকে আপন করিয়া লইবে। এরা যেন মানুষকে ভালবাসিবার জন্যই তৈরী হইয়া আছে। আমার এই সদ্য-প্রাপ্ত বন্ধুর সাহায্যে শত শত বন্ধু বান্ধবী পাইতে লাগিলাম। আমরা সমুদ্রতীরে আসিলেই তাহারা আমাদিগকে ঘিরিয়া দাঁড়াইত। একটি রাঙা ফুটফুটে মেয়ে একদিন আসিয়া আমাকে ধরিল, "শুনেছি পূর্ব দেশের লোকেরা, তোমরা হাত দেখে ভবিষ্যৎ বলতে পার। আমার হাতখানা দেখে দিবে?" এই বলিয়া মেয়েটি তার সুন্দর হাতখানা আমার দিকে প্রসারিত করিয়া ধরিল। আমি বলিলাম, "হাত দেখায় আমি বিশ্বাস করিনে। তবে তোমার সুন্দর হাতখানা আমার দিকে প্রসারিত করে ধরেছ; তা আমি প্রত্যাখান করতে পারিনে। তোমার হাতের, রেখার উপর কবিতা করে কিছু বর্ণনা করতে পারি।" মেয়েটি হাসিয়া বলিল, "বেশ তাই কর।" আমি বলিলাম, "তোমার হাতখানার পাঁচটি আঙ্গুল যেন ফুটন্ত পদ্মের সুন্দর পাঁচটি দল। এই রাঙা হাতের রাঙা রেখার পথ ধরে একদিন এক সুন্দর যুবক হাসিমুখে এসে বলবেন, "তোমাকে আমি ভালবাসি।" আমার কথা শেষ না হইতেই আর একটি মেয়ে আসিয়া বলিল, "আমার হাতটি দেখেন ত।" তারপর হাতের উপর হাত— তাহার উপর হাত। পাঁচ বৎসরের শিশু হইতে আরম্ভ করিয়া আশি বৎসরের বৃদ্ধা পর্যন্ত সবাই হাত দেখাইতে আসে।

আমি বলি, "সত্যিকার ভাবে হাত আমি দেখতে জানিনে। কিন্তু আমি আমার দেশের কবি। তোমাদের হাত দেখে আমি অনেক সুন্দর সুন্দর কথা বলতে পারি। তাই শুনে তোমরা যদি খুশী হতে চাও তবে আমার কাছে এস।" তাহারা বলে, "আমরাও ওসব বিশ্বাস করিনে। আমরা তোমার কাছে সুন্দর সুন্দর কথা শুনতে চাই।" অনেকেই আমার কথা বুঝিতে পারে না, কিন্তু এ দেশে অনুবাদক পাইতে বিলম্ব হয় না। এ দেশে যারা একটু আধটু ইংরেজী জানে তারা স্বেচ্ছায় আসিয়া আমার অনুবাদকের কাজ করে। আমার অনুবাদকের কাজ করিয়া তারা তাদের ইংরেজী-জ্ঞানকে আরও একটু চোস্ত করিয়া লইতে চায়।

## খুকু বন্ধু

এইভাবে সমুদ্রতীরে বেড়াইতে বেড়াইতে সেদিন পরিচয় হইল একটি ছোট্ট মেয়ের সঙ্গে। মায়ের হাত ধরিয়া বালুর উপর খেলিয়া বেড়াইতেছে। মা ইংরেজী জানেন। আমি বলিলাম, "এই এতটুকুন ভদ্রমহিলার সঙ্গে আমার বড্ড ভাব করতে ইচ্ছে করছে। আপনারা এখানে যদি একটু দাঁড়ান আমি একটা কবিতা লিখে ফেলতে পারি।" শুনিয়া মা খুবই খুশী। মেয়েটিকে সামনে লইয়া বালুর উপর বসিয়া পড়িলেন। রাঙা টুক্‌টুকে মেয়েটি আমার সামনে দাঁড়াইয়া কত রকমেরই মুখ-ভঙ্গী করিল। তার মনের ইচ্ছা আমি যেন তার সকল ভাবভঙ্গী টুকিয়া লই। আমি দু-এক লাইন কবিতা লিখে আর নানা মুখভঙ্গী করিয়া তাহার মূক অভিব্যক্তির উত্তর দেই। কবিতাটি লেখা শেষ হইলে আমি তাহা অনুবাদ করিয়া মাকে পড়িয়া শুনাইলাম। মা আবার তাহা নিজের ভাষায় মেয়েকে শুনাইলেন। আমি বলিলাম, "আপনার অনুবাদ যে মায়ের মুখের অনুবাদ। আমার লেখায় যা বলতে পারিনি তা হয়ত যেমনটি করে মেয়েকে বলা যায় আপনি বলেছেন। যদি আমি আপনাদের ভাষা জানতাম, তা টুকে নিতাম। এ দেশে অনেকেই আমার কবিতা আপনাদের ভাষায় উপস্থিত ভাবে অনুবাদ করে সবাইকে শুনিয়েছেন। কিন্তু আপনার অনুবাদ তাদের সবার অনুবাদের চাইতে ভাল হয়েছে। কারণ এ যে মায়ের অনুবাদ।"

এইভাবে রোজ সমুদ্রতীরে আসিয়া ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলাঘর জমাই।

দুপুরে লোকসঙ্গীত সভায় বড় বড় পণ্ডিতদের গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা শুনি। অবসর পাইলেই সমুদ্রতীরে চলিয়া আসি। ছোট ছোট অনেকগুলি ছেলেমেয়ে আমাকে যেন চিনিয়া ফেলিয়াছে। আমি সমুদ্রতীরে আসিলেই তাহারা আমাকে ঘিরিয়া ধরে। কখনো আমি বালুর উপর শুইয়া পড়ি। তাহারা আমার ঠ্যাং ধরিয়া টানিয়া লইয়া যায়। আবার কখনো আমার কোলে-পিঠে-কাঁধে উঠিয়া তাহাদেরই একটা খেলনার মত আমাকে লইয়া নাড়াচাড়া করে।

সেদিন আমি সবে লোক-সঙ্গীত-সভা হইতে বাহির হইয়া আসিতেছি, এমন সময় একটি সুন্দরী মহিলা তাঁহার একজন অনুবাদকের সাহায্যে আমাকে বলিলেন, "আপনার সঙ্গে আমি কিছু কথা বলতে চাই। আপনি যদি কিছু মনে না করেন, পাশের এই ঘরটিতে এসে বসেন, আপনার সঙ্গে আলাপ করতে পারি।"

আমি মহিলাটির অনুগমন করিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন, "আপনি এ দেশে এসে আমাদের শিশুদের বেশ মাতিয়ে তুলেছেন। তারা আপনার কথা কত বলে।"

আমি বলিলাম, "সকল দেশের শিশুরাই সকলের। দেশ, ধর্ম বা সংস্কার কিছুরই দেয়াল এরা মানে না। ভালবেসে কাছে ডাকলেই এরা আপন হয়ে যায়।"

মহিলাটি উত্তর করিলেন, "আপনি আমাদের শিশুদের ভালবাসেন বলে আপনার প্রতি আমরা খুব আকৃষ্ট। আচ্ছা, আপনি এ দেশে কত দিন থাকবেন?"

তখনকার যুগোশ্লাভিয়ায় একটি ম্যাচ বাক্সের দাম ৫০ টাকা, এক প্যাকেট সিগারেটের দাম দুই শত টাকা। সব জিনিসেরই দাম এমনি। অবশ্য এদের এক টাকা আমাদের এক আনার কিঞ্চিত অধিক। তাহা হইলেও এ দেশে সব জিনিসের দামই আমাদের দেশের অনেক গুণ। আমার ইচ্ছা ছিল কন্‌ফারেন্স শেষ হইলে কিছুদিন ঘুরিয়া বেড়াইব। কিন্তু সেই বেড়ানোর জন্য যা টাকা ব্যয় হইবে তাহা আমি কোথায় পাইব? এ সব কথা ত ভদ্রমহিলাকে বলা যায়না। আমি উত্তর করিলাম, "কনফারেন্স শেষ হলেই আমি দেশে চলে যাব।"

মহিলা বলিলেন, "আচ্ছা, আমরা যদি আপনাকে আমাদের রাজ-অতিথি করে দেশের সব জায়গা দেখাই তবে কেমন হয়?" ভদ্রমহিলার কথা শুনিয়া ত আমার নাচিতে ইচ্ছা করিতেছিল। বিনা খরচে সমস্ত দেশ দেখা—একি কম সৌভাগ্যের কথা! কিন্তু আমি স্বাধীন পাকিস্তানের নাগরিক। হঠাৎ যদি তাঁহার কথায় রাজী হইয়া যাই তবে তিনি ভাবিবেন, আমি একটা গরীব দেশের লোক। আমার কাজটি যেন নিমন্ত্রণের আগেই থালা বাড়াইয়া দেওয়া। আমি কিছুক্ষণ ভাবিবার ভান করিয়া বলিলাম, "দেখুন, দেশে আমার অনেক জরুরী কাজ প'ড়ে আছে, তবু আপনার মত সুন্দরী মহিলার নিমন্ত্রণ প্রত্যাখান করতে পারিনে। আপনার প্রস্তাবে আমি রাজী আছি।"

ভদ্রমহিলা বলিলেন, "এখানকার কন্‌ফারেন্স শেষ হলেই আপনি বেলগ্রেড্, চ'লে আসবেন। সেখান থেকেই আমরা আপনাকে রাজ-অতিথি হিসাবে গণ্য করব।" তারপর আমি কোন্‌দিন কোন্ গাড়ীতে উঠে বেলগ্রেড্ যাব তিনি সমস্ত নোট বই-এ লিখিয়া লইলেন।

## যুগোশ্লাভিয়ার সেপাই

ওপাটিয়া হইতে বেলগ্রেড্ যাইবার দিন কাগজপত্রের মধ্যে আমার পাসপোর্টখানা আর সেই সঙ্গে ভ্রমণ-কারী চেক্-বইখানাও কোথায় লুকাইয়া রহিল। তাই তালাস করিতে আমার অসম্ভব রকম দেরী হইয়া পড়িল। আমার আগের পরিচিত ডেকার সাহেব আমাকে পৌঁছাইয়া দিতে ষ্টেশন পর্যন্ত আসিলেন। গাড়ীতে কোথাও তিল ধরনের স্থান নাই। অনেক কষ্টে ডেকার সাহেব আমাকে একটি মিলিটারী গাড়ীতে উঠাইয়া দিলেন। গাড়ী ভর্তি ইউনিফর্ম পরা সেপাইরা চারিদিকে হৈ-হল্লা করিয়া গল্প-গুজব করিতেছিল। আমি একপাশে জড়সড় হইয়া বসিয়া আছি। বৃটিশ আমলে মিলিটারীদের দাপটের কথা তখনও আমার মন হইতে মুছিয়া যায় নাই। ভাবিলাম, গাড়ীতে এই সুদীর্ঘ আঠার ঘণ্টার মত ভ্রমণ না জানি কত দুঃখেই না কাটিবে। এদের ভাষাও আমি জানিনা। কথা বলিয়া যে কাহারো সঙ্গে ভাব জমাইব তাহারও কোন উপায় নাই।

গাড়ী ছাড়িয়া দিল। আমার আশে-পাশের সৈনিকেরা জোকার দিয়া উঠিল। তারপর তাহারা দলবদ্ধ হইয়া গান গাহিতে আরম্ভ করিল। যুগোশ্লাভিয়ার গ্রাম্য গান। এ দেশের গ্রাম্য গানের অর্ধেক ইউরোপীয় আর অর্ধেক প্রাচ্য সুরের সংমিশ্রণে। শুনিতে শুনিতে মনে হয় যেন আমাদের দেশের গানই শুনিতেছি। সুরে সুরে আমার অন্তর পাগল হইয়া উঠিল। ছোটবেলায় কবিগান গাহিতে অভ্যাস করিয়াছিলাম। তাই যে কোন সুরে উপস্থিত গান তৈরী করিতে আমার বেগ পাইতে হয়না। সৈন্যেরা অনেকক্ষণ গান গাহিয়া থামিলে আমি তাহাদেরই সুরে উপস্থিত রচনা করিয়া একটি গান গাহিলাম। তাহারা হাতে তালি দিয়া নানা অঙ্গভঙ্গী করিয়া আমাকে উৎসাহ দিতে লাগিল। গান শেষ হইলে তাহারা আমাকে টানিয়া তাহাদের মাঝখানে ভাল জায়গাটিতে আনিয়া বসাইল। তারপর তাহারা একটি গান গায় আমি একটি গান গাই। দুই দলে যেন গানের পাল্লা চলিল। কিন্তু তাহারা কি গাহিতেছে আমি বুঝি না; আমি কি গাহিতেছি তাহারাও বোঝে না। গানের ভাষা না জানিলেও বোধ হয় কিছু আসিয়া যায়না। বিশেষ করিয়া সুর-প্রধান গ্রাম্য-গানে কথা অতিক্রম করিয়া শ্রোতার মনকে সুর অনেক দূর লইয়া যায়। তাহা ছাড়া সব গ্রাম্য গানই প্রাণের আকুতিতে ভরা।

অনেকক্ষণ গান গাহিয়া আমরা থামিলাম। সেপাইরা রাত্রের আহারের জন্য প্রস্তুত হইল। সকলেই সামান্য কিছু খাবার সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে। আকারে ইঙ্গিতে তাহারা আমাকে তাহাদের খাবারের সঙ্গী হইতে বলিতে লাগিল। আমি মাথা নাড়িয়া না, না, করিতে লাগিলাম। তাহারা কিছুতেই শুনিলনা। একজন খানিকটা মাংসের কাবাব আমার মুখে পুরিয়া দিতে আসিল। সুতরাং রাত্রের ভোজনটা তাহাদের সঙ্গে ভালভাবেই সমাধা হইল। খাবার পরে তাহারা ফ্লাস্ক হইতে গরম কফি আনিয়া ঢালিয়া দিল।

আমার পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিয়া ধরাইতে যাই। তাহারা সিগারেটটি কাড়িয়া লইয়া আমার পকেটে রাখিয়া নিজেদের সিগারেটের বাক্সটি সামনে মেলিয়া ধরে। এমন আদর ত' জীবনে কোন দিনই পাই নাই। শিশুর মত সরল এই লোকগুলি। এমন প্রাণ-খোলা ভালবাসা যাহাদের তাহারা কেমন করিয়া শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে পারে ভাবিতে আশ্চর্য লাগে। এমন সুন্দর-প্রাণ লোকগুলির কি কোথাও কোন শত্রু থাকিতে পারে?

কিছুক্ষণ পরে আমি বাহিরে আসিয়া দেখিতে পাইলাম একটি সুন্দর মেয়ে গাড়ীতে বসিবার


কন্টিনেন্টাল
172, Lenin Sarani, Kol-700 013.
Ph: 2212-7715/4090
Mobile: 98747 63053/98303 08705
সরকারি/বেসরকারি হোটেল বুকিং

| | |
|---|---|
| কাশ্মীর | সিকিম |
| পশ্চিমবঙ্গ | কুমায়ুন |
| রাজস্থান | মধ্যপ্রদেশ |
| কেরালা | মেঘালয় |
| অরুণাচল | গাড়োয়াল |
| হিমাচল প্রদেশ | তামিলনাড়ু |
| লে-লাদাখ | অন্ধ্রপ্রদেশ |
| ওড়িশা | অসম |
| দক্ষিণ ভারত | গুজরাট |
| উত্তরপ্রদেশ | মহারাষ্ট্র-গোয়া |

Spl. Discount
ON LINE BOOKING
www.continental travels.co.in

-: Branch :-
Lalbazar-9831125446
Gariahat-9830111999 Kasba-2415 0032
Jadavpur-9883205816 Belghoria-8420057891
Krishnanagar-9233972873 Naihati-9874763053
Kalyani-9433351219 Budge Budge-9831735373
Kalna-9932252423 Durgapur-9851105701
Jamshedpur-9835183717 Raigunge-9434120910
Siliguri-9836006067 Jalpaiguri-9800311833

জায়গা না পাইয়া একপাশে দাঁড়াইয়া শীতে ঠির ঠির করিয়া কাঁপিতেছে। আমি ফিরিয়া আসিয়া একজন সেপাইকে আকার ইঙ্গিতে বলিলাম, "এই মেয়েটিকে আমাদের গাড়ীতে একটু জায়গা দিলে কেমন হয়?" বলামাত্র সে মেয়েটিকে ডাকিয়া আনিয়া আমার পাশে বসাইয়া দিল। তারপর তাহাদেরই মধ্যে একজনকে নকল বর আর এই মেয়েটিকে কনে বানাইয়া তাহারা সমবেত ভাবে বিবাহের গান আরম্ভ করিল। চারিদিকে আনন্দের হুল্লোড় বহিতে লাগিল। এই ছেলে-খেলা মেয়েটিরও যে খুব ভাল লাগিতেছিল তাহা তাহার মুখ-চোখ দেখিয়া বোঝা গেল।

মার্শাল টিটোর ইহারা খুব আদুরে সেপাই। সামন্ত-যুগে জমিদারেরা দেশের জমি-জমার মালিক ছিল। মার্শাল টিটো ক্ষমতা হাতে পাইয়া সেই সব জমি-জমা কাড়িয়া লইয়া ইহাদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিয়াছেন। বড় বড় মিলগুলির মালিকানা স্বত্ব মিলের শ্রমিকদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিয়াছেন। এই সেপাইরা সেই চাষী ও শ্রমজীবিদের ছেলে-পেলে অথবা আত্মীয়-স্বজন। তাই মার্শাল টিটোকে তাহারা প্রাণের অধিক ভালবাসে। মার্শাল টিটোর ক্ষমতা হস্তচ্যুত হইলে আবার ইহারা সেই সামন্ত যুগের শোষণের যূপকাষ্ঠের বলি হইবে। এই ভয়ে ইহারা তাহার প্রভাবকে কায়েম রাখিতে জানমাল কোরবাণী করিতে সদা প্রস্তুত। এদের একটি গানের পদ এইরূপ— আমাদের পতাকার তিনটি রঙ, তিনটি অক্ষরে যেন মার্শাল টিটোর নাম লেখা।

এইভাবে আলাপ করিতে করিতে পরদিন বেলা তিনটার সময় বেলগ্রেড্ আসিয়া পৌঁছিলাম। অশ্রু-সজল নেত্রে আমার সেপাই বন্ধুদের নিকট হইতে বিদায় লইলাম। তাহারা একে একে চলিয়া গেল। কতকালের পুরাতন আত্মীয়তার প্রলেপ যেন আমার মনে মাখাইয়া দিয়া গেল।

## বেলগ্রেডে

ষ্টেশনে নামিয়া যে ভদ্রমহিলা ওপাটিয়ায় আমাকে এ দেশের রাজঅতিথি করিবার নিমন্ত্রণ দিয়াছিলেন তাঁহার খোঁজ করিতেছিলাম, কিন্তু কোথাও তাঁহাকে পাইলাম না। একে একে যাত্রীরা সকলেই চলিয়া গেল। আমার মনে তখন খুবই ভাবনা হইল। তবে কি ভদ্রমহিলা আমাকে ফাঁকি দিলেন? কিন্তু অমন সুন্দর যে দেখিতে আর অমন মিষ্টি যাঁর মুখের কথা তিনি কি আমাকে ফাঁকি দিতে পারেন? কিন্তু বিদেশে বিভুঁয়ে সবই ত ঘটিতে পারে। এখন আমি কোথায় যাই? কোন্ হোটেলে যাইয়া আশ্রয় লই? এই সব ভাবিতেছি, এমন সময় আর একটি সুন্দরী মহিলা আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার নাম কি মিষ্টার ওয়াসিম উদ্‌দীন? আপনি কি পাকিস্তানের কবি?" এদেশের লোকেরা ইংরেজী 'জে' শব্দটিকে 'ওয়াই'-এর মত উচ্চারণ করে।

আমি বলিলাম, "হ্যাঁ, আমার নাম জসীম উদ্‌দীন।" মহিলাটি নানা ভাবে আমার কাছে মাফ চাহিতে লাগিলেন। "আমি ভেবেছিলাম আপনি প্রথম শ্রেণীর কামরায় আসবেন। তাই সেখানে আপনাকে খুঁজছিলাম।" আমি বলিলাম, "কোন গাড়ীতে জায়গা না পেয়ে আমার বন্ধু আমাকে মিলিটারীর গাড়ীতে উঠিয়ে দিল। কিন্তু মিলিটারীর গাড়ীতে উঠে যা অভিজ্ঞতা আর আনন্দ পেয়েছি তা আর কোথাও পাব না।"

ভদ্রমহিলা আমাকে সঙ্গে করিয়া সেন্ট্রাল হোটেলে আনিয়া জায়গা করিয়া দিলেন।

অনেকক্ষণ পরে হোটেলের ঠিকানা লেখা কাগজ পকেটে পুরিয়া বাহির হইলাম শহর দেখিতে। সন্ধ্যা বেলার রঙীন আলোতে সমস্ত শহরখানি যেন ঝলমল করিতেছে।

পরদিন সকালে চলিলাম, এদেশের একটি বাজার দেখিতে। আমাদের দেশের মত গ্রাম হইতে বহু লোক আসিয়াছে শাক-সব্জী ফল-মূল লইয়া। দোকানদারেরা আমার সঙ্গে কথা বলে। আমিও তাহাদের সঙ্গে কথা বলি। কিন্তু কেহই কাহারো কথা বুঝিতে পারিনা। একটি বৃদ্ধা মহিলা ঝুড়ি-ভরা আঙুর লইয়া আসিয়াছে বেচিতে। এমন বড় বড় আর সুন্দর আঙুর দেখিলেই কিনিতে ইচ্ছা করে। নানা ইঙ্গিত করিয়া তাহার নিকট হইতে এক পাউণ্ড আঙুর লইলাম। কিন্তু দাম দিতে যাইয়া পড়িলাম মুস্কিলে। বিদেশীদিগকে ট্রাভেলার চেকের বিনিময়ে এদেশী টাকার সঙ্গে এক রকমের কুপন দেওয়া হয়। নয় আনার জিনিস যদি আমি কিনি তবে ছয় আনার কুপন দিব। কিন্তু মেয়েটি আমার কুপন লইতে চাহেনা। সে গ্রামের মেয়ে। কুপনের অতশত ঝামেলা বোঝেনা। কারণ সেই কুপন ব্যাঙ্কে যাইয়া ভাঙ্গাইতে হইবে। সে যখন কুপন লইলনা, ভাবিলাম আঙুরগুলি ফিরাইয়া দেই। বৃদ্ধা কিন্তু তাহা কিছুতেই ফেরৎ লইবেনা। সে বার বার ইঙ্গিত করিয়া বলে, "তুমি আঙুর নিয়ে যাও, দাম লাগবেনা।"

ইংরেজী জানা এক ভদ্রলোক আসিয়া আমাদের অনুবাদকের ভার লইলেন। তাঁর জবানীতে বৃদ্ধা বলিল, "এ আঙুর ত' আমি কিনে আনিনি। এ আমার ক্ষেতের ফসল। তুমি না নিলে আমি বড়ই ব্যথা পাব। মনে কর তোমার দেশের একটি ছেলেকে এদেশের একটি বৃদ্ধা মাতার স্নেহোপহার।"

সেই অনুবাদক ভদ্রলোকের সাহায্যে তাহাকে কতই সাধ্য-সাধনা করিলাম। বুড়ী কিছুতেই তার আঙুর ফিরাইয়া লইলনা। আমার কাছেও এদেশীয় মুদ্রা নাই। অগত্যা সেই আঙুর লইয়া আসিলাম। আর মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, এদেশী লোকের অতিথিপরায়ণতার কথা।

## লেখক সমাজ

এর পরে আমি প্রায় বিশ দিন বেলগ্রেডে কাটাইলাম। কত থিয়েটার দেখিলাম, কত গান শুনিলাম। কত স্কুল-কলেজে বক্তৃতা করিলাম। এতদিন পরে সব কথা ভাল করিয়া লিখিতে পারিবনা। একদিনের কথা মনে আছে। সন্ধ্যা বেলায় গেলাম বেলগ্রেডের লেখক সংঘে। এখানে আসিয়া এদেশের নাম-করা কয়েকজন লেখকের সঙ্গে পরিচিত হইয়া জানিলাম, যুগোশ্লাভিয়ার প্রত্যেক শহরে লেখকদের এরূপ ক্লাব আছে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় এখানে আসিয়া লেখকেরা আলাপ-আলোচনা করেন। ক্লাব-সংলগ্ন রেষ্টুরেন্ট হইতে অল্পমূল্যে তাঁহারা চা-বিস্কুট-কেক এমন কি রাত্রের আহারও পাইতে পারেন। দেশের গভর্ণমেন্ট এই ক্লাবকে বার্ষিক সাহায্য হিসাবে যথেষ্ট অর্থ প্রদান করিয়া থাকেন। সেই টাকার সমস্তই লেখকদের নানারকম সুযোগ-সুবিধার জন্য ব্যয় হয়। গভর্ণমেন্টের পুস্তক প্রকাশ কেন্দ্র আছে। লেখকেরা বই লিখিয়া এই সব কেন্দ্রে আনিয়া জমা দেন। কেন্দ্রের বিচারক মণ্ডলী যে যে বই অনুমোদন করেন, সেগুলি ক্রমে ক্রমে ছাপা হয়। প্রত্যেক লেখক গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে মাসহারা পাইয়া থাকেন। তাই আর্থিক সমস্যার কথা চিন্তা না করিয়া লেখকেরা তাহাদের লেখার বিষয়-বস্তু লইয়া মাথা ঘামান। কোন লেখক যদি নিজে কোন পুস্তক প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন গভর্ণমেন্টের তরফ হইতে তাহাতে কোন বাধা নাই। কিন্তু বই ছাপাইতে লেখক কাগজ পাইবেন কোথায়? ছাপাখানা পাইবেন কোথায়? দেশের সব কাগজ গভর্ণমেন্টের হাতে, সব ছাপাখানা গভর্ণমেন্টের হাতে। তা ছাড়া বই বিক্রীর দোকানগুলিও গভর্ণমেন্টের হাতে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তবে লেখকের স্বাধীনতা রইল কেমন করে?" তাহারা উত্তরে বলিল, "গভর্ণমেন্ট ত বিদেশ থেকে আসেনি। দেশের লোকদেরই প্রতিনিধি ত গভর্ণমেন্টের হয়ে কাজ করেন। তা ছাড়া লেখকদের বইএর বিচার করেন লেখকদের দ্বারাই নির্বাচিত প্রতিনিধি দল। তাদের দ্বারা কোন অবিচার হতে পারেনা। দেশে সমবায় নিয়মে আরও কয়েকটি প্রকাশনী প্রতিষ্ঠান আছে। যদি একটি প্রতিষ্ঠান কোন লেখকের বই অনুমোদন না করেন, লেখক ইচ্ছা করলে অপর যে কোন প্রতিষ্ঠানে তার বই ছাপানোর জন্যে জমা দিতে পারেন। আচ্ছা বলুন তো, আপনার দেশের লেখকদের অবস্থা কিরূপ?" অন্য কথার অবতারণা করিয়া আমি এ প্রশ্ন এড়াইয়া গেলাম। তখন আমাদের দেশে খাজা নাজিমউদ্দিনের মন্ত্রীসভা চলিতেছে। কি করিয়া এই বিদেশী সাহিত্যিকদের বলিব যে, আমাদের দেশে সাহিত্য করা মানে স্ত্রী-পুত্র-পরিজন লইয়া না খাইয়া থাকা— আমাদের রাষ্ট্র সাহিত্যের জন্য এক কপর্দকও ব্যয় করেন না।

*বানান অপরিবর্তিত*

# স্বর্ণাক্ষরে ভ্রমণকাহিনি

## দুচাকায় দুনিয়া
বিমল মুখার্জি

১৯২৬ সালে সাইকেলে পৃথিবী পর্যটনে বেরিয়েছিলেন প্রথম ভারতীয় ভূ-পর্যটক বিমল মুখার্জি। তাঁর সেই দুঃসাহসিক বিশ্বভ্রমণের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।
**অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত**
**পঞ্চম মুদ্রণ। ₹১৫০**

## দেশে দেশে
প্রতাপকুমার রায়

প্রখ্যাত ভ্রামণিকের ভ্রমণগাথা। ₹৭৫

## ইছামতীর মশা
শঙ্খ ঘোষ

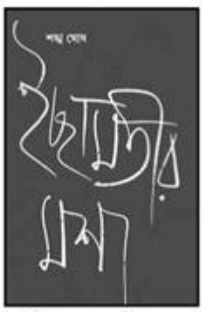


কবির দেখা কবির লেখা
একগুচ্ছ অসাধারণ
ভ্রমণকথার সংকলন।
**দ্বিতীয় সংস্করণ। ₹১৫০**

## বন্ধুভরা বসুন্ধরা
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

দেশে দেশে ঘুরে বেড়ানোর
আন্তরিক আলেখ্য।
সঙ্গে রঙিন ছবি।
ম্যাপলিথো কাগজে ছাপা।
**পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ₹১২০**

## ভ্রমণের নবনীতা
নবনীতা দেব সেন

নানা মহাদেশের মাটির
জলস্পর্শ আছে এ বইয়ে।
**দ্বিতীয় সংস্করণ। ₹৯০**

## বাঁধা পথের বাঁধন ছেড়ে
রবীন চক্রবর্তী

উত্তর-পূর্ব ভারত আর লাদাখ
ভ্রমণে আগ্রহীদের এ-বই
পথ দেখাবে। সঙ্গে খুঁটিনাটি
দরকারি তথ্য।
₹৬০

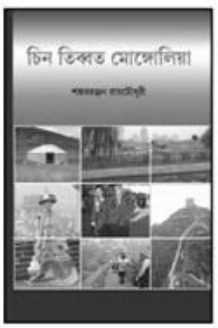


## চিন তিব্বত মোঙ্গোলিয়া
শঙ্কররঞ্জন রায়চৌধুরী

চিন, তিব্বত আর মোঙ্গোলিয়া—
ভৌগোলিক রহস্যভরা তিন ভুবনে বিচিত্র
প্রকৃতি আর মানুষের জীবনস্রোতে ভেসে
বেড়ানোর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা। ₹৬০

অনলাইনে পেতে
www.swarnakshar.in
লগঅন করুন

স্বর্ণাক্ষর

**SWARNAKSHAR PRAKASANI PRIVATE LIMITED**
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
**Ph:** 2283-2320 **Fax:** 2287-6448
**E-mail:** info@swarnakshar.in

**দেবুক স্টোর**, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩,
**বলাকা বুক স্টল** (কলেজ স্ট্রিট), **স্টার মার্ক**-এর সব দোকান ও
অন্যান্য বইয়ের দোকানে আমাদের সব বই পাবেন।

# ভ্রমণশব্দছক

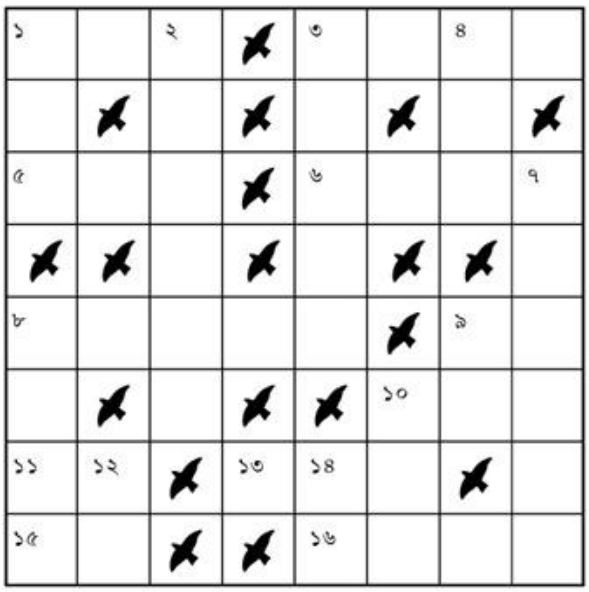

## এবারের বিজয়ী উত্তরদাতা:

**কৃষ্ণেন্দু নিয়োগী**

২৬-ই, আর এন দাস রোড, পোঃ ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৩১

এবারেও অনেক সঠিক উত্তর এসেছে। সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ। কয়েকজন নির্ভুল উত্তরদাতা: গৌতম ভৌমিক, শুভজ্যোতি রায়, অরুন্ধতী নিয়োগী, অজন্তা ঘোষ, নিমাইচন্দ্র সিনহা, ত্রিদিবকুমার মণ্ডল, বিমানকুমার চট্টোপাধ্যায়, অলক ঘোষ, বীরেশ পোদ্দার, দেবাশিস ঘোষ, কান্তিব্রত ভট্টাচার্য, চিনু ভট্টাচার্য, রামকৃষ্ণ পাল, কোয়েল মণ্ডল, শোভনকুমার মিত্র, রুদ্রপ্রসাদ ব্যানার্জি, পার্থপ্রতিম ঘোষাল, প্রিয়ণজিৎকুমার ঘোষাল, পাপিয়া দত্ত, অরূপকুমার ঘোষ, শিবশঙ্কর বক্সি, স্বপনকুমার মিত্র, মীরা ভট্টাচার্য, হিয়া বিদ্যান্ত, দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অপর্ণা ভট্টাচার্য ও বৈশাখী লাহিড়ী।

### *পাশাপাশি*

১। প্রবাহী বিয়াস মানালির বুকে
অন্য নামও আনো দেখি মুখে

৩। হায়দ্রাবাদে ফোর্ট নামকরা
কাকতীয় রাজবংশের গড়া

৫। গেলে ঘাটশিলা নিকট-বাসিনী
দেবী অনার্য উগ্র-রূপিণী

৬। নদীর ওপর ঝুলা হৃষীকেশে
নামে রামানুজ যদি যায় এসে

৮। জয়পুর-ঘেঁষা সুনামী শহরে
কেওলাদেও-য় পাখি ভিড় করে

৯। যে-ভ্যালিতে দেরাদুন বসে থাকে
নিজের নামেতে ধরে নামটাকে

১০। টয়ট্রেন শুরু পাহাড়ে চড়ার
মননে সিমলা প্রকৃতি-বাহার

১১। আছে অঞ্জল কচ্ছের বুকে
বুনো গাধা দেখো গুজরাটে ঢুকে

১৩। কালকা-সিমলা পথে ট্রেন-ক্রশ
ডিস্টিলারিতে তার নামযশ

১৫। চৌকরি থেকে মুন্সিয়ারিতে
ছোট জনপদ পাহাড়-সারিতে

১৬। বালক কৃষ্ণ-স্মৃতির গোকুল
আরও পরিচিতি— বলো নির্ভুল

### *ওপর-নীচ*

১। বাহমনি— গুলবর্গার পরে
(কর্নাটকে সে) রাজধানী গড়ে

২। বীরভূমে বোলপুর পাশে রেখে
কবি রবি-স্মৃতি এসে যাও দেখে

৩। খ্যাত সৈকত, ভূমি ওড়িশায়
কেষ্টঠাকুর নামের গোড়ায়

৪। কোনারকে গ্রাম, নয় বেশি দূরে
প্রত্নতত্ত্ব এলো মাটি খুঁড়ে

৭। স্বর্গেই ভূমি, নাম পৃথিবীতে
চিড়িয়াখানাটি ওড়িশার ভিতে

৮। হল ভাগীরথী নেমে সমতলে
নামে মিশে নদী যার নাম বলে

৯। মণিকরণে সে— কথা পুরাণের
পার্বতীমাতা হারালো কানের

১০। মধ্যপ্রদেশে বান্ধবগড়
অপর উদ্যানে বাঘেদেরও ঘর

১২। গুজরাটে দেখো পাখি সরোবরে
সরোবর তার কোন নাম ধরে

১৪। ভালো লেগেছিল শ্রীনগরে দেখে
হারালো কন্যা নদী-মুখ থেকে

**রবি দাস**

## এপ্রিল সংখ্যার সমাধান

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| হ্ | রি | দ্বা | র | | পা | | পা |
| জ | | র | | হ্ | স | পে | ট |
| | বি | কা | নি | র | | | না |
| চি | ন | | | কি | ন্ন | র | |
| র | স | | ভা | দু | | সি | মা |
| | র | | গা | ন | | ক | |
| ফা | | | তো | | | বি | |
| গু | প্তে | শ্ব | র | | চা | ল | সা |

## পুরস্কার

*পুরস্কারবিজয়ী আগামী এক বছরের* **ভ্রমণ** *পাবেন বিনামূল্যে। এ-মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে আসা নির্ভুল উত্তরগুলি থেকে লটারির মাধ্যমে বিজয়ী নির্ধারিত হবে। পুরস্কারবিজয়ী যদি আগে থেকেই* **ভ্রমণ**-*এর গ্রাহক হন, তবে তাঁর মনোনীত আত্মীয়-বন্ধু এই সুযোগ পাবেন। উত্তরের সঙ্গে স্পষ্ট অক্ষরে নিজের নাম-ঠিকানা ও ফোন নম্বর লিখতে ভুলবেন না। ফ্যাক্স মারফত উত্তর গ্রাহ্য হবে না। পাঠাবার ঠিকানা:*

**ভ্রমণ শব্দছক**

*২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯*

# ফিরে দেখা

*'ভ্রমণ' অক্টোবর ২০০৪ সংখ্যা থেকে*

## চাঁদের পাহাড়ের দেশে

অবশেষে বিকেলের বেশ কিছুটা আগেই পৌঁছলাম অ্যাম্বোসেলি ন্যাশনাল পার্কের দোরগোড়ায়। গেট পেরনোর সঙ্গে সঙ্গেই চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছে মাউন্ট কিলিমাঞ্জারো। চ্যাপ্টা হয়ে যাওয়া চুড়োয় জমে আছে বরফ।

যত এগোতে লাগলাম ততই কাছে আসতে লাগল কিলিমাঞ্জারো—কেনিয়ার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। জেব্রার দল নিশ্চিন্তে ঘাস খেয়ে চলেছে দুপাশে। বিশ্রী দেখতে উইল্ডবিস্টগুলো সন্দেহের চোখ নিয়ে তাকাচ্ছে আমাদের গাড়ির দিকে। ফাঁকা মাঠের মধ্যে ভুঁইফোঁড়ের মতো গর্ত থেকে মাথা বের করে সজাগ দৃষ্টিতে বাচ্চা পাহারা দিচ্ছিল এক হায়না। অলস সিংহ শুয়েছিল তার সিংহীদের হারেম নিয়ে। গাড়ি গিয়ে থামল কিলিমাঞ্জারোর দিকে মুখ করা পর্যবেক্ষণ পাহাড়ের নীচে। পর্যবেক্ষণ পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে গেলাম একেবারে পাহাড়ের মাথায়। সামনে রোমাঞ্চকর কিলিমাঞ্জারো আর পিছনে অ্যাম্বোসেলির বিস্তীর্ণ সমতল। সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে অসংখ্য বুনো মোষ, জেব্রার পাল আর হাতি।

রাতে থাকবার ব্যবস্থা অ্যাম্বোসেলি লজ-এ। আরামদায়ক সবকিছুরই সুবন্দোবস্ত রয়েছে এই হোটেলে। হোটেলের ঘরের সামনে বিস্তীর্ণ লন। রাতে বুঝতে পারিনি হোটেলের অবস্থান। বুঝলাম পরদিন ভোরবেলায়। রাত দুটো নাগাদ বাইরে কিছু ভারী পায়ের দাপাদাপির আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দেখলাম গোটা দশেক হাতির এক দঙ্গল দাপিয়ে বেড়াচ্ছে লনের ওপর। ইচ্ছেমতো ভেঙে দিচ্ছে গাছের ডাল আর হোগলার অস্থায়ী বেড়া। ভোরে সূর্য ওঠবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখলাম সামনে দাঁড়িয়ে মাউন্ট কিলিমাঞ্জারো। প্রথম সূর্যের আলোয় লাল হয়ে উঠছে বরফে ঢাকা চুড়োটি। আর লনের ভেতরে গাছের ডালে সুরেলা মূর্ছনা ছড়িয়ে দিচ্ছিল একঝাঁক নাম না-জানা পাখি। কাছেই নিস্তব্ধতা খানখান করে দিল সিংহের চাপা গর্জন।

*বিশ্বজিৎ রায়চৌধুরী*

## অমৃতগঙ্গার উজানে বানকুণ্ড তাল

কিছুটা নামার পর দেখলাম এখান দিয়ে হিমবাহে নামা সম্ভব নয়। কারণ অঞ্চলটা পুরো ৮০-৮৫ ডিগ্রি রক ফল জোন, সামনে পা রাখলেই পাথর ও বালি স্থানচ্যুত হয়ে নীচে গড়িয়ে যাচ্ছে। ফলে এখান দিয়ে নামার পরিকল্পনা ত্যাগ করে আমরা এগিয়ে চলি আরও উত্তরে, কিন্তু এমন কোনও জায়গা পেলাম না যেখান দিয়ে আমরা নিরাপদে নীচে নামতে পারি। আমরা ফিরে চললাম ইরি উদিয়ারের দিকে।

কিছুদূর ফিরে আসার পর আলমজি দেখালেন একটি ঝোরা ওপর থেকে নীচের হিমবাহে নেমে যাচ্ছে। আলমজি বললেন, 'এখান দিয়েই নামতে হবে।' কিন্তু এই জলস্রোতের মধ্য দিয়ে নামব কী করে? সমাধান হল, আপৎকালীন ব্যবহারের জন্য একটি পঞ্চাশ ফুটের ফিক্সড রোপ সঙ্গে ছিল। ওটাকে পর্যায়ক্রমে কাজে লাগিয়ে দুবারে ঝোরার মধ্য দিয়ে নেমে এলাম অপেক্ষাকৃত কম ঢালে। সেখান থেকে অতি সাবধানে নিচু হয়ে পাথর থেকে পাথরে পা রেখে যখন নীচের হিমবাহে নামলাম, তখন সমস্ত পোশাক ঝোরার জলে ভিজে গেছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। প্রবেশ করলাম বানকুণ্ড হিমবাহে। চারদিকে বোল্ডার, মোরেন অঞ্চল, তার মধ্যে মধ্যে অনেকগুলি হিমবাহ নিঃসৃত হ্রদ।

*শান্তনব জানা*

## গারো পাহাড়ের সিজু গুহা

পৌঁছলাম ঝরনার ধারে খুব সুন্দর বাঁশের তৈরি একটা চায়ের দোকানের সামনে। ভেতরে ঘুঘনি পরোটা খাচ্ছিলেন কিছু গ্রাম্য পুরুষ-মহিলা। দোকান চালাচ্ছেন যে মহিলা তাঁর সঙ্গে ড্রাইভার আমাদের পরিচয় করিয়ে দিল। ইনিই সিজু গুহার দেখাশোনা করার ভারপ্রাপ্ত মাদারস কো-অপারেটিভের সেক্রেটারি। মাতৃতান্ত্রিক সমাজ তো তাই মেয়েরাই এখানে সেক্রেটারি হয়, জানাল জনান্তিকে। পুরুষ হোক, নারী হোক, রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব কেউ নিয়েছে, একটা চায়ের দোকান অন্তত খোলা হয়েছে এতেই তখন আমরা কৃতার্থ। সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে, আমি নিজে যাব গুহার ভেতরে আপনাদের সঙ্গে, গ্রামেও নিয়ে যাব, জানালেন সেক্রেটারি মহিলা। আগে চা খেতে বসাচ্ছিলেন তিনি, কিন্তু বৃষ্টি যদি এসে যায় তাই গুহার দিকেই রওনা দেওয়া হল। বেড়ার দরজা খুলে পাহাড়ের গা ঘেঁসা পাথর বাঁধানো পথে নিয়ে চললেন স্বয়ং সেক্রেটারি। বললেন, টিকিটের টাকা ফিরে এসে দিলেও চলবে। জঙ্গল ছেঁটে পথ পরিষ্কার করে রাখা হয়েছে এদিকটায়। রেলিং দেওয়া হয়েছে খাদের ধারে। কিছুদূর হেঁটে এসে দেখা গেল গুহামুখ। বেশ বড় গহ্বর শুরুতে। পাহাড়ের ঝুলন্ত পাথর থেকে বৃষ্টির মতো জল গড়িয়ে পড়ছে বলে একটা জায়গায় আমাদের দৌড়ে নেমে আসতে হল সিঁড়ি দিয়ে। এবার দেখা গেল গুহার অভ্যন্তর। নদীর মতো জল বয়ে যাচ্ছে সেখানে। ভদ্রমহিলা এক লাফে জলে নেমে গেলেন। হাত নেড়ে ডাকলেন আমাদের। জুতো খুলে রেখে আমরা কিছুদূর চললাম তাঁর পিছন পিছন। ভেতরে বাদুরের গন্ধ। জল বাড়ছে গোড়ালি থেকে হাঁটু পর্যন্ত। দিনের আলো আর ভেতরে পৌঁছচ্ছে না, ভদ্রমহিলা টর্চ জ্বালিয়ে দেওয়ালের পাথরগুলো দেখালেন আমাদের।

*বিশ্বদীপ দত্ত*

## তুতুলের সঙ্গে কোনারকে

এখন পুরী যাওয়ার একাধিক ট্রেন! সেদিন শুধু পুরী প্যাসেঞ্জার আর পুরী এক্সপ্রেস বলেই মনে হচ্ছে। প্রথম শ্রেণীর কামরায় আমরা পাঁচ ভাইবোন, মা আর বাবা। আমি তো জানলার ধারেই বসব, আর প্রাণ থাকতে চোখ বুজব না।

তুতুলের পক্ষে বেড়াতে যাওয়া মানে প্যাঁচ দেওয়া পেতলের ছোট কলসিতে খাবার জল। অনেক রকম খাবার, তোয়ালে, সাবান আরও কত কি! বিষ্ণুপুরের নকশা কাটা শতরঞ্চি তো থাকবেই। শৈশব থেকে ওই শতরঞ্চি যে কত জেলায়, কত বাড়িতে, কত মাঠে ঘুরেছে, তা কেউ জানে না।

ভোর না হতে এক পেল্লায় হুড খোলা গাড়ি এসে পড়ল।

যাচ্ছি আমরা ভুবনেশ্বর।

পথে কোথায়, কার বাড়ির আমবাগানে আমাদের শতরঞ্চি পেতে বসে আমরা লুচি, পায়েস আর জিলিপি খেলাম। মনে আছে, ঝকঝকে কাঁসার রেকাবিতে মহিলারা একটি গোটা পানের পাতা চিরে চিরে ছোট্ট ছোট্ট খিলি মুড়ে দিয়েছিলেন। সে দেখার মতো শিল্প বটে। খেয়ে দেয়ে আবার রওনা। উদয়গিরি, খণ্ডগিরি দেখার সময়ে মা ওইসব সময়ের ইতিহাস বললেন। বড় বড় মন্দির, সেই আশ্চর্য পুকুর, যার জল সব রোগ সারিয়ে দেয়, তাও দেখা হল। মন্দিরের ভেতরে কত যে বাদুড়, তা বলতে পারি না।

*মহাশ্বেতা দেবী*

# রেলের সময়সূচি

## পূর্ব রেলওয়ে

| হাওড়া | আপ | ছাড়ে | ডাউন | পৌঁছয় |
|---|---|---|---|---|
| দিল্লি-কালকা মেল | ১২৩১১ | ১৯-৪০ | ১২৩১২ | ৭-৫৫ |
| অমৃতসর মেল | ১৩০০৫ | ১৯-১০ | ১৩০০৬ | ৭-২০ |
| মুম্বই মেল (ভায়া এলাহাবাদ) | ১২৩২১ | ২২-০০ | ১২৩২২ | ১১-৪৫ |
| পূর্বা এক্সপ্রেস (ভায়া গয়া, বারাণসী) | ১২৩৮১ | ৮-১৫ | ১২৩৮২ | ১৬-৫৫ |
| (ছাড়ে: বুধ, বৃহঃ, রবি; পৌঁছয়: মঙ্গল, বুধ, শনি) | | | | |
| পূর্বা এক্সপ্রেস (ভায়া পাটনা) | ১২৩০৩ | ৮-১০ | ১২৩০৪ | ১৬-৪৫ |
| (ছাড়ে: সোম, মঙ্গল, শুক্র, শনি; পৌঁছয়: সোম, বৃহঃ, শুক্র, রবি) | | | | |
| রাজধানী এক্সপ্রেস (ভায়া গয়া) | ১২৩০১ | ১৬-৫৫ | ১২৩০২ | ৯-৫৫ |
| (ছাড়ে: রবিবার বাদে প্রতিদিন পৌঁছয়: শনিবার বাদে প্রতিদিন) | | | | |
| রাজধানী এক্সপ্রেস (ভায়া পাটনা) | ১২৩০৫ | ১৪-০৫ | ১২৩০৬ | ১২-৪০ |
| (ছাড়ে: রবি; পৌঁছয়: শনি) | | | | |
| যোধপুর/বিকানির এক্সপ্রেস | ১২৩০৭ | ২৩-৩০ | ১২৩০৮ | ৪-০০ |
| শতাব্দী (বোকারো-রাঁচি) এক্সপ্রেস | ১২০১৯ | ৬-০৫ | ১২০২০ | ২১-১০ |
| (রবিবার বাদে প্রতিদিন) | | | | |
| জনশতাব্দী (পাটনা) এক্সপ্রেস | ১২০২৩ | ১৪-০৫ | ১২০২৪ | ১৩-২৫ |
| (রবিবার বাদে প্রতিদিন) | | | | |
| মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস | ১৩০১১ | ১৫-২৫ | ১৩০১২ | ১১-২৫ |
| হিমগিরি (জম্মু-তাওয়াই) এক্সপ্রেস | ১২৩৩১ | ২৩-৫৫ | ১২৩৩২ | ১১-১৫ |
| (ছাড়ে: মঙ্গল, শুক্র, শনি; পৌঁছয়: মঙ্গল, বুধ, শনি) | | | | |
| সরাইঘাট এক্সপ্রেস | ১২৩৪৫ | ১৫-৫০ | ১২৩৪৬ | ৫-১০ |
| দুন (দেরাদুন/কোটদ্বার) এক্সপ্রেস | ১৩০০৯ | ২০-৩৫ | ১৩০১০ | ৬-৫৫ |
| উপাসনা (দেরাদুন) এক্সপ্রেস | ১২৩২৭ | ১৩-১০ | ১২৩২৮ | ৩-১৫ |
| (ছাড়ে: মঙ্গল, শুক্র; পৌঁছয়: সোম, শুক্র) | | | | |
| কুম্ভ (হরিদ্বার) এক্সপ্রেস | ১২৩৬৯ | ১৩-১০ | ১২৩৭০ | ৩-১৫ |
| (ছাড়ে: মঙ্গল, শুক্রবার বাদে প্রতিদিন; পৌঁছয়: শুক্র, সোমবার বাদে প্রতিদিন) | | | | |
| উদয়ন আভা তুফান এক্সপ্রেস (শ্রীগঙ্গানগর) | ১৩০০৭ | ৯-৩৫ | ১৩০০৮ | ১৯-২০ |
| অমৃতসর এক্সপ্রেস | ১৩০৪৯ | ১৪-০০ | ১৩০৫০ | ১৫-৪৫ |
| বাঘ (কাঠগোদাম) এক্সপ্রেস | ১৩০১৯ | ২১-৪৫ | ১৩০২০ | ১২-৪০ |
| মিথিলা (রক্সৌল) এক্সপ্রেস | ১৩০২১ | ১৫-৪৫ | ১৩০২২ | ৪-০০ |
| কামরূপ (ডিব্রুগড়) এক্সপ্রেস | ১৫৯৫৯ | ১৭-৩৫ | ১৫৯৬০ | ৫-৩৫ |
| ব্ল্যাক ডায়মন্ড (ধানবাদ) এক্সপ্রেস | ১৩৩১৭ | ৬-১৫ | ১৩৩১৮ | ২১-২৫ |
| হুল এক্সপ্রেস (সিউড়ি) | ১৩০৫১ | ৬-৪৫ | ১৩০৫২ | ১৮-২৫ |
| কোলফিল্ড (ধানবাদ) এক্সপ্রেস | ১২৩৩৯ | ১৭-২০ | ১২৩৪০ | ১০-২৫ |
| অগ্নিবীণা (আসানসোল) এক্সপ্রেস | ১২৩৪১ | ১৮-২০ | ১২৩৪২ | ৮-৪৫ |
| দানাপুর এক্সপ্রেস | ১২৩৫১ | ২০-৩৫ | ১২৩৫২ | ৬-৩৫ |
| শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস | ১২৩৩৭ | ১০-১০ | ১২৩৩৮ | ১৫-৪০ |
| রামপুরহাট এক্সপ্রেস | ১২৩৪৭ | ১১-৫৫ | ১২৩৪৮ | ২০-১৫ |
| গণদেবতা (আজিমগঞ্জ) এক্সপ্রেস | ১৩০১৭ | ৬-০৫ | ১৩০১৮ | ২১-৪৫ |
| ভূপাল এক্সপ্রেস (ছাড়ে: সোম; পৌঁছয়: বৃহঃ) | ১৩০২৫ | ১৩-২৫ | ১৩০২৬ | ১৫-০০ |
| বিভূতি (এলাহাবাদ) এক্সপ্রেস | ১২৩৩৩ | ২০-০০ | ১২৩৩৪ | ৭-৩০ |
| চম্বল (গোয়ালিয়র) এক্সপ্রেস | ১২১৭৫ | ১৭-৪৫ | ১২১৭৬ | ৬-৪৫ |
| (ছাড়ে: মঙ্গল, বুধ, রবি; পৌঁছয়: বুধ, শুক্র, রবি) | | | | |
| চম্বল (মথুরা) এক্সপ্রেস | ১২১৭৭ | ১৭-৪৫ | ১২১৭৮ | ৬-৪৫ |
| (ছাড়ে: শুক্র; পৌঁছয়: মঙ্গল) | | | | |
| শক্তিপুঞ্জ (জব্বলপুর) এক্সপ্রেস | ১১৪৪৮ | ১৪-৩৫ | ১১৪৪৭ | ৪-১৫ |
| রাঁচি এক্সপ্রেস (ভায়া আসানসোল) | ১৮৬২৭ | ১৪-২৫ | ১৮৬২৮ | ১৩-৫০ |
| (ছাড়ে ও পৌঁছয়: রবি, সোম, মঙ্গল) | | | | |
| জয়সলমির এক্সপ্রেস | ১২৩৭১ | ৮-২০ | ১২৩৭২ | ১৬-৩০ |
| (ছাড়ে: সোম; পৌঁছয়: শুক্র) | | | | |
| ধানবাদ এ সি দ্বিতল এক্সপ্রেস | ১২৩৮৫ | ৮-৩০ | ১২৩৮৬ | ২২-৪০ |
| ছাড়ে ও পৌঁছয়: রবিবার বাদে | | | | |
| গর্ভ (গান্ধিধাম) এক্সপ্রেস | ১২৯৩৮ | ২৩-০০ | ১২৯৩৭ | ১৩-০৫ |
| (ছাড়ে ও পৌঁছয়: সোম) | | | | |
| মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস | ১৩৪৬৫ | ১৫-১৫ | ১৩৪৬৬ | ১২-৫০ |
| (ভায়া আজিমগঞ্জ) (রবি বাদে) | | | | |
| নতুন দিল্লি দুরন্ত এক্সপ্রেস | ১২২৭৩ | ১২-৫০ | ১২২৭৪ | ৬-১০ |
| (ছাড়ে সোম, শুক্র; পৌঁছয়: বুধ, রবি) | | | | |
| নতুন দিল্লি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস | ১২৩২৩ | ১৮-৫০ | ১২৩২৪ | ৬-০০ |
| (ছাড়ে: মঙ্গল, শুক্র; পৌঁছয়: সোম, শুক্র) | | | | |
| গয়া এক্সপ্রেস (ভায়া রামপুরহাট) | ১৩০২৩ | ১৯-৫০ | ১৩০২৪ | ৩-৪০ |
| দ্বারভাঙা এক্সপ্রেস (ছাড়ে ও পৌঁছয়: শনি) | ১৫২৩৫ | ১১-০৫ | ১৫২৩৬ | ৩-০০ |
| যুব (নতুন দিল্লি) এক্সপ্রেস | ১২২৪৯ | ১৭-১০ | ১২২৫০ | ১০-৪০ |
| (ছাড়ে: বৃহস্পতি; পৌঁছয়: সোম) | | | | |
| জামালপুর এক্সপ্রেস | ১৩০৭১ | ২১-৩৫ | ১৩০৭২ | ৫-৩০ |

| শিয়ালদা | আপ | ছাড়ে | ডাউন | পৌঁছয় |
|---|---|---|---|---|
| ওয়েস্ট বেঙ্গল সম্পর্ক ক্রান্তি এক্সপ্রেস | ১২৩২৯ | ১৩-১০ | ১২৩৩০ | ১৭-২৫ |
| (সাপ্তাহিক) (ছাড়ে: মঙ্গল; পৌঁছয়: বৃহঃ) | | | | |
| রাজধানী এক্সপ্রেস | ১২৩১৩ | ১৬-৫০ | ১২৩১৪ | ১০-১৫ |
| দুরন্ত এক্সপ্রেস | ১২২৫৯ | ১৮-৩০ | ১২২৬০ | ১২-৩০ |
| (ছাড়ে: সোম, বুধ, বৃহঃ, রবি; পৌঁছয়: মঙ্গল, বুধ, শুক্র, শনি) | | | | |
| পুরী দুরন্ত এক্সপ্রেস | ২২২০১ | ২০-০০ | ২২২০২ | ৪-০০ |
| (ছাড়ে: সোম, বুধ, শুক্র; পৌঁছয়: বুধ, শুক্র, রবি) | | | | |
| তিস্তা-তোর্সা এক্সপ্রেস | ১৩১৪১ | ১৩-৪০ | ১৩১৪২ | ৪-৩৫ |
| দার্জিলিং মেল | ১২৩৪৩ | ২২-০৫ | ১২৩৪৪ | ৬-০০ |
| কাঞ্চনজঙ্ঘা (গুয়াহাটি) এক্সপ্রেস | ১৫৬৫৭ | ৬-৩৫ | ১৫৬৫৮ | ১৯-২৫ |
| গৌড় এক্সপ্রেস | ১৩১৫৩ | ২২-১৫ | ১৩১৫৪ | ৫-২০ |
| উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস | ১৩১৪৭ | ১৯-৩৫ | ১৩১৪৮ | ৫-১০ |
| অমৃতসর অকাল তখত এক্সপ্রেস | ১২৩১৭ | ৭-৪০ | ১২৩১৮ | ১৫-১০ |
| (ছাড়ে: বুধ, রবি; পৌঁছয়: শনি, বুধ) | | | | |
| মা তারা এক্সপ্রেস (রবি বাদে) | ১৩১৮৭ | ৭-২৫ | ১৩১৮৮ | ১৮-৪৫ |
| কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস | ১৩১৪৯ | ২০-৩০ | ১৩১৫০ | ৮-১৫ |
| হাটে-বাজারে এক্সপ্রেস | ১৩১৬৩ | ২০-১০ | ১৩১৬৪ | ৭-১৫ |
| বারাণসী এক্সপ্রেস | ১৩১৩৩ | ২১-১৫ | ১৩১৩৪ | ১০-৫৫ |
| ভাগীরথী (লালগোলা) এক্সপ্রেস | ১৩১০৩ | ১৮-২০ | ১৩১০৪ | ১০-২৫ |
| জালিয়ানওয়ালাবাগ (অমৃতসর) এক্সপ্রেস | ১২৩৭৯ | ১৩-১০ | ১২৩৮০ | ১৭-২৫ |
| (ছাড়ে: শুক্র; পৌঁছয়: সোম) | | | | |
| পদাতিক এক্সপ্রেস | ১২৩৭৭ | ২২-৫৫ | ১২৩৭৮ | ৬-৪৫ |
| রামপুরহাট এক্সপ্রেস | ১৩১১৫ | ১৩-০০ | ১৩১১৬ | ১৪-৪০ |
| (ছাড়ে: মঙ্গল, বৃহঃ, রবি; পৌঁছয়: সোম, বুধ, শুক্র) | | | | |
| গঙ্গাসাগর (জয়নগর) এক্সপ্রেস | ১৩১৮৫ | ১৫-৪০ | ১৩১৮৬ | ৬-৫৫ |
| অনন্যা (উদয়পুর) এক্সপ্রেস | ১২৩১৫ | ১৩-১০ | ১২৩১৬ | ১৫-১০ |
| (ছাড়ে: বৃহঃ পৌঁছয়: মঙ্গল) | | | | |
| আসানসোল ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস | ১৩৫০৩ | ১৬-৪০ | ১৩৫০৪ | ১০-৪৫ |
| (রবিবার বাদে প্রতিদিন) | | | | |
| বালিয়া এক্সপ্রেস | ১৩১০৫ | ১৩-২৫ | ১৩১০৬ | ৩-৩৫ |
| আজমির এক্সপ্রেস | ১২৯৮৭ | ২৩-২০ | ১২৯৮৮ | ১৫-৫৫ |

| কলকাতা | আপ | ছাড়ে | ডাউন | পৌঁছয় |
|---|---|---|---|---|
| হাজারদুয়ারি (লালগোলা) এক্সপ্রেস | ১৩১১৩ | ৬-৫০ | ১৩১১৪ | ২১-২৫ |
| জম্মু-তাওয়াই এক্সপ্রেস | ১৩১৫১ | ১১-৪৫ | ১৩১৫২ | ১৫-৫০ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **হলদিবাড়ি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস** | ১২৩৬৩ | ৯-০৫ | ১২৩৬৪ | ১৯-৪০ |
| (ছাড়ে: মঙ্গল, বৃহঃ, শনি; পৌঁছয়: বুধ, শুক্র, রবি) | | | | |
| **তেভাগা (বালুরঘাট) এক্সপ্রেস** | ১৩১৬১ | ১২-৫৫ | ১৩১৬২ | ১৪-২৫ |
| (ছাড়ে: শনিবার বাদে প্রতিদিন; পৌঁছয়: রবিবার বাদে প্রতিদিন) | | | | |
| **গুরুমুখী (নাঙ্গাল ড্যাম) এক্সপ্রেস** | ১২৩২৫ | ০৭-৪০ | ১২৩২৬ | ১৫-১৫ |
| (ছাড়ে: বৃহঃ পৌঁছয়: রবি) | | | | |
| **পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেস** | ১৫০৪৭ | ১৪-৩০ | ১৫০৪৮ | ৪-২৫ |
| (ছাড়ে: সোম, মঙ্গল, বৃহঃ, শনি; পৌঁছয়: সোম, মঙ্গল, বুধ, শনি) | | | | |
| **লালকেল্লা এক্সপ্রেস** | ১৩১১১ | ২০-১৫ | ১৩১১২ | ৭-৩০ |
| **মিথিলাঞ্চল এক্সপ্রেস** | ১৩১৫৫ | ২০-৫৫ | ১৩১৫৬ | ৩-৪৫ |
| (ছাড়ে: রবি, বৃহঃ; পৌঁছয়: মঙ্গল, শনি) | | | | |
| **রাধিকাপুর এক্সপ্রেস** | ১৩১৪৫ | ১৯-৩০ | ১৩১৪৬ | ৫-৩৫ |
| **পাটনা গরিবরথ এক্সপ্রেস** | ১২৩৫৯ | ২০-০০ | ১২৩৬০ | ৫-১৫ |
| (ছাড়ে: মঙ্গল, বৃহঃ, শনি; পৌঁছয়: সোম, বৃহঃ, শনি) | | | | |
| **যোগবাণী এক্সপ্রেস** | ১৩১৫৯ | ২০-৫৫ | ১৩১৬০ | ৩-২০ |
| (ছাড়ে ও পৌঁছয়: সোম, বুধ, শুক্র) | | | | |
| **অমৃতসর সুপার এক্সপ্রেস** | ১২৩৫৭ | ১২-২০ | ১২৩৫৮ | ১১-২০ |
| (ছাড়ে: মঙ্গল, শনি পৌঁছয়: মঙ্গল, শুক্র) | | | | |
| **গুয়াহাটি গরিবরথ** | ১২৫১৭ | ২১-৪০ | ১২৫১৮ | ১৫-০০ |
| (ছাড়ে ও পৌঁছয়: বৃহঃ, রবি) | | | | |
| **আজমির এক্সপ্রেস** (ভায়া ভূপাল) | ১৯৬০৫ | ১৩-১০ | ১৯৬০৬ | ১৫-১৫ |
| (ছাড়ে: শনি; পৌঁছয়: শুক্র) | | | | |
| **আজমির এক্সপ্রেস** (ছাড়ে: বৃহস্পতি; পৌঁছয়: বুধ) | ১৯৬০৭ | ১১-২৫ | ১৯৬০৮ | ১৭-০০ |
| **আগ্রা এক্সপ্রেস** (ছাড়ে: বুধ; পৌঁছয়: শুক্র) | ১২৩১৯ | ১৩-১০ | ১২৩২০ | ১৭-২০ |
| **প্রতাপ (বিকানির) এক্সপ্রেস** | ১২৪৯৬ | ২২-৪৫ | ১২৪৯৫ | ১৩-১৫ |
| (ছাড়ে ও পৌঁছয়: শুক্র) | | | | |
| **প্রথম স্বতন্ত্রতা সংগ্রাম এক্সপ্রেস (ঝাঁসি)** | ১১১০৫ | ৭-২৫ | ১১১০৬ | ২১-৪৫ |
| (ছাড়ে: রবি; পৌঁছয়: শনি) | | | | |
| **মৈথিলী (দ্বারভাঙা) এক্সপ্রেস** | ১৫২৩৩ | ১০-৪০ | ১৫২৩৪ | ৩-১০ |
| (ছাড়ে ও পৌঁছয়: সোম, বৃহস্পতি) | | | | |
| **ত্রিহুত এক্সপ্রেস** (ছাড়ে: মঙ্গল; পৌঁছয়: বৃহস্পতি) | ১৩১৫৭ | ২০-৫৫ | ১৩১৫৮ | ৩-৪৫ |
| **ধনধান্যে (বহরমপুর) এক্সপ্রেস** | ১৩১১৭ | ২০-৩০ | ১৩১১৮ | ১১-৩৫ |
| (ছাড়ে: মঙ্গল, বৃহঃ, রবি; পৌঁছয়: সোম, বুধ, শুক্র) | | | | |
| **গোরখপুর এক্সপ্রেস** (ছাড়ে ও পৌঁছয়: শুক্র) | ১৫০৫১ | ১৪-৩০ | ১৫০৫২ | ৪-২৫ |
| **গোরখপুর এক্সপ্রেস** | ১৫০৪৯ | ১৪-৩০ | ১৫০৫০ | ৪-২৫ |
| (ছাড়ে: বুধ, রবি; পৌঁছয়: বৃহঃ, রবি) | | | | |

## দ ক্ষি ণ - পূ র্ব রে ল ও য়ে

| হাওড়া/সাঁতরাগাছি | আপ | ছাড়ে | ডাউন | পৌঁছয় |
|---|---|---|---|---|
| চেন্নাই মেল | ১২৮৩৯ | ২৩-৪৫ | ১২৮৪০ | ৪-১০ |
| মুম্বই মেল (ভায়া নাগপুর) | ১২৮১০ | ২০-১৫ | ১২৮০৯ | ৫-৫০ |
| গীতাঞ্জলি (মুম্বই) এক্সপ্রেস | ১২৮৬০ | ১৩-৫০ | ১২৮৫৯ | ১২-৩০ |
| জনশতাব্দী (বরবিল) এক্সপ্রেস | ১২০২১ | ৬-২০ | ১২০২২ | ২০-৫০ |
| জ্ঞানেশ্বরী সুপার ডিলাক্স এক্সপ্রেস | ১২১০২ | ২২-৫৫ | ১২১০১ | ৩-৩৫ |
| (ছাড়ে: সোম, বুধ, বৃহ, রবি; পৌঁছয়: বুধ, বৃহঃ, রবি, সোম) | | | | |
| আমেদাবাদ এক্সপ্রেস | ১২৮৩৪ | ২৩-৫৫ | ১২৮৩৩ | ১৩-৩০ |
| লোকমান্য তিলক সমর্সতা এক্সপ্রেস | ১২১৫২ | ২১-১৫ | ১২১৫১ | ৮-২৫ |
| (ছাড়ে ও পৌঁছয়: শুক্র, শনি) | | | | |
| করমণ্ডল এক্সপ্রেস | ১২৮৪১ | ১৪-৫০ | ১২৮৪২ | ১১-৫০ |
| ফলকনামা (সেকেন্দ্রাবাদ) এক্সপ্রেস | ১২৭০৩ | ৭-২৫ | ১২৭০৪ | ১৭-৪৫ |
| টাটা স্টিল এক্সপ্রেস | ১২৮১৩ | ১৭-৩০ | ১২৮১৪ | ১০-২০ |
| ইস্পাত (টিটলাগড়) এক্সপ্রেস | ১২৮৭১ | ৬-৫৫ | ১২৮৭২ | ১৮-৪৫ |
| সম্বলপুর-কোরাপুট এক্সপ্রেস | ১৮০০৫ | ২১-৩৫ | ১৮০০৬ | ৬-২৫ |
| রাঁচি হাতিয়া এক্সপ্রেস | ১৮৬১৫ | ২২-২০ | ১৮৬১৬ | ৬-৩৫ |
| পুরী এক্সপ্রেস | ১২৮৩৭ | ২২-৩৫ | ১২৮৩৮ | ৪-৫০ |
| শ্রীজগন্নাথ (পুরী) এক্সপ্রেস | ১৮৪০৯ | ১৯-০০ | ১৮৪১০ | ৮-১০ |
| ধৌলি (পুরী) এক্সপ্রেস | ১২৮২১ | ৬-০০ | ১২৮২২ | ২০-১৫ |
| পুরী শতাব্দী এক্সপ্রেস (বুধবার বাদে প্রতিদিন) | ১২২৭৭ | ১৪-২৫ | ১২২৭৮ | ১৩-৪৫ |
| জনশতাব্দী (ভুবনেশ্বর) এক্সপ্রেস | ১২০৭৩ | ১৩-২৫ | ১২০৭৪ | ১২-৪০ |
| (রবিবার বাদে প্রতিদিন) | | | | |
| ইস্ট কোস্ট (হায়দ্রাবাদ) এক্সপ্রেস | ১৮৬৪৫ | ১১-৪৫ | ১৮৬৪৬ | ১৬-১০ |
| মহীশূর এক্সপ্রেস (ছাড়ে: শুক্র; পৌঁছয়: মঙ্গল) | ২২৮১৭ | ১৬-১০ | ২২৮১৮ | ১৪-৫০ |
| পুরুলিয়া এক্সপ্রেস | ১২৮২৭ | ১৬-৫০ | ১২৮২৮ | ১১-২০ |
| পুনে আজাদ হিন্দ এক্সপ্রেস | ১২১৩০ | ২১-৫৫ | ১২১২৯ | ৩-৫০ |
| পুনে দুরন্ত এক্সপ্রেস | ১২২২২ | ৮-২০ | ১২২২১ | ১৯-৪০ |
| (ছাড়ে: বৃহঃ, শনি; পৌঁছয়: মঙ্গল, রবি) | | | | |
| সাঁতরাগাছি-তিরুপতি এক্সপ্রেস | ২২৮৫৫ | ১৬-০৫ | ২২৮৫৬ | ২২-১০ |
| (ছাড়ে: রবি পৌঁছয়: মঙ্গল) | | | | |
| সাঁতরাগাছি-ম্যাঙ্গালোর বিবেক এক্সপ্রেস | ২২৮৫১ | ১৬-০৫ | ২২৮৫২ | ১৭-৫০ |
| (ছাড়ে: বৃহস্পতি; পৌঁছয়: সোম) | | | | |
| সাঁতরাগাছি-নানদেদ এক্সপ্রেস | ১২৭৬৮ | ১৪-৫০ | ১২৭৬৭ | ১৯-১৫ |
| (ছাড়ে: বুধ; পৌঁছয়: মঙ্গল) | | | | |
| সাঁতরাগাছি পোরবন্দর কবিগুরু এক্সপ্রেস | ১২৯৫০ | ২১-২৫ | ১২৯৪৯ | ৮-০৫ |
| (ছাড়ে ও পৌঁছয়: রবি) | | | | |
| তিরুচিরাপল্লি দ্বি-সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস | ১২৬৬৩ | ১৬-১০ | ১২৬৬৪ | ৩-২০ |
| (ছাড়ে ও পৌঁছয়: বৃহঃ, রবি) | | | | |
| কন্যাকুমারী এক্সপ্রেস (ছাড়ে ও পৌঁছয়: সোম) | ১২৬৬৫ | ১৬-১০ | ১২৬৬৬ | ৩-২০ |
| পুরুলিয়া রূপসী বাংলা এক্সপ্রেস | ১২৮৮৩ | ৬-০০ | ১২৮৮৪ | ২১-১৫ |
| ওখা এক্সপ্রেস | ১২৯০৬ | ২২-৫৫ | ১২৯০৫ | ৩-৩৫ |
| (ছাড়ে ও পৌঁছয়: মঙ্গল, শুক্র, শনি) | | | | |
| যশোবন্তপুর এক্সপ্রেস (ভায়া তিরুপতি) | ১২৮৬৩ | ২০-৩৫ | ১২৮৬৪ | ৬-১০ |
| যশোবন্তপুর দুরন্ত এক্সপ্রেস | ১২২৪৫ | ১১-০০ | ১২২৪৬ | ১৬-০০ |
| (ছাড়ে: মঙ্গল, বুধ, শুক্র, শনি, রবি; পৌঁছয়: সোম, মঙ্গল, বৃহঃ, শুক্র, রবি) | | | | |
| মুম্বই দুরন্ত এক্সপ্রেস | ১২২৬২ | ৮-২০ | ১২২৬১ | ১৯-৪০ |
| (ছাড়ে: সোম, মঙ্গল, বুধ, শুক্র; পৌঁছয়: সোম, বুধ, বৃহঃ, শুক্র) | | | | |
| দিঘা দুরন্ত এক্সপ্রেস | ১২৮৪৭ | ১১-১৫ | ১২৮৪৮ | ১৮-৩৫ |
| কাণ্ডারী এক্সপ্রেস | ১৮০০১ | ১৪-১৫ | ১৮০০২ | ২১-৫০ |
| তাম্রলিপ্ত এক্সপ্রেস | ১২৮৫৭ | ৬-৪০ | ১২৮৫৮ | ১৩-৫০ |
| পুরী এক্সপ্রেস (ছাড়ে ও পৌঁছয়: শুক্রবার) | ১২৮৯৫ | ২০-৫৫ | ১২৮৯৬ | ৭-০৫ |
| পুরী এক্সপ্রেস (ছাড়ে ও পৌঁছয়: সোমবার) | ১২৮৮৭ | ২০-৫৫ | ১২৮৮৮ | ৭-০৫ |
| মুম্বই এক্সপ্রেস (ছাড়ে: শুক্র; পৌঁছয়: সোম) | ১২৮৭০ | ১৪-৩৫ | ১২৮৬৯ | ১৯-৩০ |
| অমরাবতী এক্সপ্রেস | ১৮০৪৭ | ২৩-৩০ | ১৮০৪৮ | ২২-২৫ |
| (ছাড়ে: সোম, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি; পৌঁছয়: সোম, বুধ, শুক্র, শনি) | | | | |
| পুডুচেরি এক্সপ্রেস (ছাড়ে: রবি; পৌঁছয়: বৃহঃ) | ১২৬৬৭ | ২৩-৩০ | ১২৬৬৮ | ২২-২৫ |
| রাঁচি এক্সপ্রেস (ভায়া টাটা) | ১৮৬১৭ | ১৫-০৫ | ১৮৬১৮ | ১৪-২০ |
| (ছাড়ে ও পৌঁছয়: বৃহঃ, শুক্র, শনি) | | | | |
| পুরী গরিবরথ (ছাড়ে ও পৌঁছয়: মঙ্গল, বৃহঃ) | ১২৮৮১ | ২০-৫৫ | ১২৮৮২ | ৭-০৫ |

| শালিমার | আপ | ছাড়ে | ডাউন | পৌঁছয় |
|---|---|---|---|---|
| লোকমান্য তিলক এক্সপ্রেস | ১৮০৩০ | ১৫-০০ | ১৮০২৯ | ১২-১৫ |
| গুরুদেব (নাগেরকয়েল) এক্সপ্রেস | ১২৬৬০ | ২৩-০০ | ১২৬৫৯ | ১৩-৫০ |
| (ছাড়ে: বুধ পৌঁছয়: মঙ্গল) | | | | |
| তিরুবনন্তপুরম এক্সপ্রেস | ১৬৩২৪ | ২২-৪৫ | ১৬৩২৩ | ১৩-৫০ |
| (ছাড়ে: মঙ্গল, রবি; পৌঁছয়: সোম, শনি) | | | | |
| বিশাখাপত্তনম এক্সপ্রেস | ২২৮৫৩ | ১৮-১৫ | ২২৮৫৪ | ৩-৩০ |
| (ছাড়ে: মঙ্গল; পৌঁছয়: বৃহঃ) | | | | |
| আরণ্যক (ভোজুডিহি) এক্সপ্রেস (রবি বাদে) | ১২৮৮৫ | ৭-৪৫ | ১২৮৮৬ | ১৯-০০ |
| ভোজপুরি (গোরখপুর) এক্সপ্রেস | ১৫০২১ | ২০-২৫ | ১৫০২২ | ১০-০৫ |
| (ছাড়ে ও পৌঁছয়: মঙ্গল) | | | | |
| পুরী এক্সপ্রেস (ছাড়ে ও পৌঁছয়: বুধবার) | ২২৮৩৫ | ২১-০০ | ২২৮৩৬ | ৭-২০ |
| উদয়পুর এক্সপ্রেস (ভায়া পেড্ডা রোড) | ১৯৬৫৯ | ২০-২৫ | ১৯৬৬০ | ১০-০৫ |
| (ছাড়ে ও পৌঁছয়: রবিবার) | | | | |
| পাটনা দুরন্ত এক্সপ্রেস | ২২২১৩ | ২২-০৫ | ২২২১৪ | ৫-৪০ |
| (ছাড়ে: সোম, বুধ, শুক্র; পৌঁছয়: বুধ, শুক্র, রবি) | | | | |
| সেকেন্দ্রাবাদ এক্সপ্রেস | ২২৮৪৯ | ১২-২০ | ২২৮৫০ | ৯-০৫ |
| (ছাড়ে: বুধবার; পৌঁছয়: শনিবার) | | | | |

| আন্তর্জাতিক ট্রেন (কলকাতা টার্মিনাল থেকে) | আপ | ছাড়ে | ডাউন | পৌঁছয় |
|---|---|---|---|---|
| মৈত্রী এক্সপ্রেস (ছাড়ে: মঙ্গল) | ১৩১০৯ | ৭-১০ | | |
| মৈত্রী এক্সপ্রেস (ছাড়ে: শনি) | ১৩১০৮ | ৭-১০ | | |

*রেলের যাবতীয় অনুসন্ধান:* ১৩৯। *দক্ষিণ-পূর্বরেলের অনুসন্ধান:* ২৬৩৮-২২১৭, ২৬৩৭-৭২৯১/৭১৯৬/৭৩৪৮। *পূর্বরেলের অনুসন্ধান:* ১৩১০। *শিয়ালদা অনুসন্ধান:* ২৩৫০-৩৫৩৫/৩৫৩৭। *হাওড়া অনুসন্ধান:* ২৬৩৮-২৫৮১। *শালিমার:* ২৬৬৮-১১২১

*ওয়েবসাইটে রেলের রিজার্ভেশন:* **www.irctc.co.in**

# হলিডে হোম

ভারতের নানা জায়গায় যেসব সংস্থার হলিডে হোম আছে, তাঁরা হলিডে হোম সম্বন্ধে বিশদ তথ্য এই বিভাগে প্রকাশের জন্য পাঠাতে পারেন। এই ঠিকানায়:

সম্পাদক, 'ভ্রমণ'
২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন
কলকাতা-৭০০ ০১৯

## ঘাটশিলা

**ইউকো ব্যাঙ্ক অফিসার্স কংগ্রেস, ২, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, প্রথম তল, কলকাতা-১**
**☎২২৩১-৮৫৩৩, ৯৮৩০৩-৩২৮৭৮**

সংস্থার দুটি হলিডে হোম। প্রথমটি ঘাটশিলার সদর রাস্তায় 'অশ্বত্থ কুঞ্জ'তে। দ্বিশয্যার দুটি ঘর এবং তিনশয্যার চারটি ঘরের প্রতিটির ভাড়া ২০০ টাকা।

অপরটি বিভূতিভূষণ স্মৃতি সংসদ, ফুলডুংরির কাছে 'অপরাজিতা'তে। পাঁচশয্যার একটি ঘরের ভাড়া ২৫০ টাকা। চারশয্যার একটি ঘরের ভাড়া ২২০ টাকা। প্রথমটিতে সংলগ্ন বাথরুম সহ রান্নার ব্যবস্থা আছে। ফেরতযোগ্য জমা ৩০ টাকা। সার্ভিস চার্জ ২০ টাকা। যোগাযোগ— অরুণকুমার রায় বা নারায়ণচন্দ্র বিশ্বাস।

## চাঁদিপুর

**ইউকো ব্যাঙ্ক অফিসার্স কংগ্রেস, ২, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, প্রথম তল, কলকাতা-১**
**☎২২৩১-৮৫৩৩, ৯৮৩০৩-৩২৮৭৮**

চাঁদিপুর, বালাসোরে 'আনন্দময়ী হোটেল'-এ হলিডে হোমটি। বেশ কয়েকটি ঘর রয়েছে। দ্বিশয্যা ঘরের ভাড়া ৪০০ টাকা, তিনশয্যার ভাড়া ৬০০ টাকা, চারশয্যার ভাড়া ৬৫০ টাকা। সবকটিই বাথরুম সংলগ্ন। ফেরতযোগ্য জমা ৩০ টাকা। সার্ভিস চার্জ ১০ টাকা। যোগাযোগ— অরুণকুমার রায় বা নারায়ণচন্দ্র বিশ্বাস।

## তারাপীঠ

**দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেক্ট্রিসিটি বোর্ড এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড, বিদ্যুৎ ভবন, ব্লক-'সি' (৬ষ্ঠ তল), বিধাননগর, সেক্টর-২, কলকাতা-৯১**
**☎২৩১৯-৭৩৩২**

তারাপীঠের মন্দির থেকে ২ মিনিট হাঁটাপথে তিন মাথার মোড়ের কাছে 'তারা মা ভবন'-এ হলিডে হোমটি। চারশয্যার মোট ২টি ঘর। ঘরপ্রতি ভাড়া ৩০০ টাকা। যোগাযোগ— অনল মজুমদার।

## দিঘা

**ইউকো এক্সচেঞ্জ রিক্রিয়েশন ক্লাব**
**২, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা-১**
**☎২২৩০-৩৩৮৩—৮৬**

সংস্থার দুটি হলিডে হোম। একটি ওল্ড দিঘায় 'কৃষ্ণাঞ্জনা'য়। চারশয্যার চারটি ঘর। দোতলায় দুটি ঘরের ভাড়া ১৮০ টাকা। তিনতলায় দুটি ঘরের ভাড়া ২২০ টাকা। সব ঘরই বাথরুম সংলগ্ন। অন্যটি ব্যারিস্টার কলোনিতে 'শান্তিনিকেতন'-এ। ৫টি ঘরের ২টি চারশয্যার, ২টি দ্বিশয্যার এবং একটি পাঁচশয্যার। ভাড়া যথাক্রমে ১৭০ টাকা, ১২০ টাকা এবং ২০০ টাকা। যোগাযোগ— কমল পাল বা অরুণ মুখার্জি।

**ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অব সায়েন্স ওয়েলফেয়ার কমিটি, যাদবপুর কলকাতা-৩২ ☎২৪৭৩-৪৯৭১**
**(এক্সটেনশন: ১১৩, ৭৫১, ২৬২)**

পুরাতন দিঘা রাজবাড়ি কমপ্লেক্সে 'হোটেল মেনকা'-তে হলিডে হোমটি। বাথরুম সংলগ্ন তিনশয্যার ২টি ঘর। ভাড়া ৩৫০ টাকা। যোগাযোগ— অরুণ দত্ত বা অমিতকুমার মজুমদার বা অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়।

**সিন্ডিকেট ব্যাঙ্ক স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাব**
**৬, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-১**
**☎২২৪৮-৯৯৬৩, ৯৮৩৬৫-৬৫১১৮, ৯২৩১৬-২৩৭১১**

'হোটেল সঞ্জয় প্যালেস', রাজবাড়ি কমপ্লেক্স। ভাড়া ২৫০ টাকা। রান্নার ব্যবস্থা নেই, ফেরৎ যোগ্য জমা ৫০ টাকা। সার্ভিস চার্জ ২০ টাকা। যোগাযোগ-সুব্রত গোস্বামী বা মিহির বড়ুয়া।

**ইউকো ব্যাঙ্ক অফিসার্স কংগ্রেস, ২, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, প্রথম তল, কলকাতা-১**
**☎২২৩১-৮৫৩৩, ৯৮৩০৩-৩২৮৭৮**

নিউ দিঘায় অমরাবতী লেকের কাছে গভর্নমেন্ট ইউথ হোস্টেল সংলগ্ন 'তুলিকা'য় হলিডে হোমটি। চারশয্যার ৪টি ঘর। সবকটি ঘরই বাথরুম সংলগ্ন। ভাড়া ২০০ টাকা করে। ফেরতযোগ্য জমা ৩০ টাকা এবং সার্ভিস চার্জ ২০ টাকা। যোগাযোগ— অরুণকুমার রায় বা নারায়ণচন্দ্র বিশ্বাস।

**রিজিওন্যাল প্রভিডেন্ট ফান্ড কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড, ডি কে ব্লক সেক্টর-২, সল্টলেক সিটি, করুণাময়ী কলকাতা-৯১ ☎২৩৩৪-৭০১৩**

শিবালয় রোডের 'সঞ্জয় প্যালেস'-এ রাজবাড়ি কমপ্লেক্সের কাছে হলিডে হোমটি। দ্বিশয্যাবিশিষ্ট দুটি ঘর। প্রতিদিনের ভাড়া ২০০ টাকা। যোগাযোগ— সম্পাদক।

**ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন, ১১, হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-১ ☎২২৪৮-৭৪৭১**
**(এক্সটেনশন: ৬১২), ৯৪৩৩১-১৪৬৮৩**

ওল্ড দীঘায় ফরেস্ট বাংলো রোডে 'নিউ সুবাসিনী ভবন'-এ হলিডে হোমটি। তিনশয্যার ৪টি ঘর। প্রিতিটি ঘরের ভাড়া ২৫০ টাকা। সংলগ্ন বাথরুম সহ রান্নার ব্যবস্থা আছে। ফেরতযোগ্য জমা ১০০ টাকা। সার্ভিস চার্জ ৩০ টাকা। যোগাযোগ—দীপক সান্যাল বা তপনকুমার ঘোষ।

**ইনকাম ট্যাক্স (সেন্ট্রাল) রিক্রিয়েশন ক্লাব**
**১৮, রবীন্দ্র সরণি, পোদ্দার কোর্ট, পঞ্চম তল কলকাতা-১ ☎২২২৫-৩৪২১–২৪**
**(এক্সটেনশন: ২৪০), ৮৯০২১-৯৬৮৮২**

দিঘার ফরেস্ট বাংলো রোডে 'হোটেল শ্রেয়া'য় হলিডে হোমটি। শিশু সহ চারজনের শয়নোপযোগী দুটি ঘর। প্রতিটির ভাড়া ৩৫০ টাকা। বাথরুম সংলগ্ন। যোগাযোগ— তপন দাস।

## দেওঘর

**এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ কো-অপারোটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড, ১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, প্রথম তল, কলকাতা-১**
**☎২২৪২-০৫৫৯, ২২৬২-২১৭৯**

দেওঘরের বিহারীলাল চক্রবর্তী রোডে, ক্লক টাওয়ারের কাছে 'হোটেল মহাদেব প্যালেসে'-এ হলিডে হোমটি। সংস্থার মোট তিনশয্যার পাঁচটি ঘর। প্রতিটি ঘরের ভাড়া ৪৫০ টাকা। সংলগ্ন বাথরুম। যোগাযোগ— সুব্রত চ্যাটার্জি বা শহিদ সরকার বা তমোনাশ দাস বা প্রবীর মিত্রি বা সুশান্ত নন্দী বা সুশান্ত হালদার।

## পুরী

**ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন, ১১, হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-১ ☎২২৪৮-৭৪৭১**
**(এক্সটেনশন: ৬১২), ৯৪৩৩১-১৪৬৮৩**

বালিয়াপান্ডা রোডে বিড়লা গেস্টহাউসের কাছে 'কেশবধাম'-এ হলিডে হোমটি। শিশু সহ পাঁচশয্যার ৪টি ঘর। ২টি ঘরের ভাড়া ২৫০ টাকা। বাকি ২টির ভাড়া ২৩০ টাকা। সংলগ্ন বাথরুম সহ রান্নার ব্যবস্থা আছে। ফেরতযোগ্য জমা ১০০ টাকা। সার্ভিস চার্জ ৩০ টাকা। যোগাযোগ—দীপক সান্যাল বা তপনকুমার ঘোষ।

**সিন্ডিকেট ব্যাঙ্ক স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাব**
**৬, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-১**
**☎২২৪৮-৯৯৬৩, ৯৮৩৬৫-৬৫১১৮, ৯২৩১৬-২৩৭১১**
সংস্থার মোট ৩টি হলিডে হোম। প্রথমটি স্বর্গদ্বারের কাছে সোনালি হোটেলের পিছনে 'জ্ঞানদালয় তীর্থবাস'-এ। সংলগ্ন বাথরুম, রান্নার বন্দোবস্ত সহ দোতলায় মোট ১০টি ঘর। দুটি পাঁচশয্যার, দুটি চারশয্যার এবং একটি তিনশয্যার ঘর। ভাড়া যথাক্রমে ২৮০ টাকা, ২৩০ টাকা ও ২১০ টাকা। একতলায় মোট ৫টি ঘর। ৬টি চারশয্যার, ২টি তিনশয্যার এবং ১টি দ্বিশয্যার। ভাড়া যথাক্রমে ১৫০ টাকা, ১৯০ টাকা এবং ১৩০ টাকা। অপরটি 'বেলাভূমি নিবাস'-এ। সংলগ্ন বাথরুম সহ তিনশয্যার একটি ঘরের ভাড়া ২৭০ টাকা। তৃতীয়টি ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের কাছে 'আকাশ গেস্টহাউস'-এ। বাথরুম সংলগ্ন একটি তিনশয্যার ঘরের ভাড়া ২৫০ টাকা। ফেরতযোগ্য জমা ৫০ টাকা। সার্ভিস চার্জ ২০ টাকা। যোগাযোগ— সুব্রত গোস্বামী বা মিহির বড়ুয়া।

**দ্য ইনস্টিটিউট অব কস্ট অ্যান্ড ওয়ার্কস অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব ইন্ডিয়া এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড**
**১২, সদর স্ট্রিট, কলকাতা-১৬ ☎২২৫২-১০৩১/৩৪/৩৫, ২২৫২-১৬০২/১৪৯২**
নিউ মেরিন ড্রাইভ রোডে বিড়লা গেস্টহাউসের বিপরীতে 'হারিন গেস্টহাউস'-এ হলিডে হোমটি। সংলগ্ন বাথরুম সহ আটটি ঘর। প্রতিটির ভাড়া ৩৭০ টাকা। রান্নার বন্দোবস্ত আছে। যোগাযোগ— শুভাশিস ভট্টাচার্য।

**ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া অফিসার এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন (সেন্ট্রাল কাউন্সিল),**
**১১, হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-১**
**☎২২৪৮-৩৮৫৭ (এক্সটেনশন: ৫৯৩, ৫৯৪), ৯৪৩২২-৭০৯৮৮, ৯৪৩৩২-০৮৬০৯, ৯৩৩০৯-৩৩৪৬৭, ৯৯০৩৫-৮০৮১১**
বালিয়াপান্ডা রোডে বিড়লা গেস্টহাউসের কাছে 'কেশবধাম'-এ হলিডে হোমটি। মোট ৪টি ঘর। ২টি ঘরের ভাড়া ৩০০ টাকা। অপরদুটি ঘর শিশু সহ পাঁচশয্যার। প্রতিটি ঘরের ভাড়া ২৫০ টাকা। সংলগ্ন বাথরুম সহ রান্নার ব্যবস্থা আছে। ফেরতযোগ্য জমা ১০০ টাকা। সার্ভিস চার্জ ৩০ টাকা। যোগাযোগ—শৈলেন ঘোষরায় বা ধ্রুব চক্রবর্তী বা বিপ্র সাহা বা নির্মলকুমার দত্ত বা রথীন ব্যানার্জি।

**স্টেট ব্যাঙ্ক অব বিকানির অ্যান্ড জয়পুর স্টাফ হলিডে হোম, ১৪, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-১ ☎২২৩০-১১৮৮/ ১১৮৯/ ৩৩৬৪/৩৬৭৭, ২২১০-২৮৯০ এবং**
**৪, সিনাগগ স্ট্রিট (ব্র্যাবোর্ন রোড ব্রাঞ্চ), কলকাতা-১ ☎২২৪২-৬৪৫০/৬১৭০/০০১৫, ২২৩১-৭৭৬১, ৯৯০৩৯৯৮৬৬৮**
সি-বিচের কাছে কাকাতুয়ার বিপরীতে 'মা ভবন'-এ সংস্থার হলিডে হোমটি। মোট ৬টি ঘর। সংলগ্ন বাথরুম। প্রতিটিতে শিশু সহ চারশয্যার ঘর। ভাড়া ২৩০ টাকা। ফেরতযোগ্য জমা ১০০ টাকা। যোগাযোগ— মিতেন্দ্র জোয়ারদার।

**এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড, ১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, প্রথম তল, কলকাতা-১**
**☎২২৪২-০৫৫৯, ২২৬২-২১৭৯**
সংস্থার মোট দুটি হলিডে হোম। প্রথমটি স্বর্গদ্বারে হরিদাস মঠ লেনে 'শুভসৌম্য'তে তিনশয্যার মোট ৭টি ঘর। বাথরুম সংলগ্ন। সবকটি ঘরেই রান্নার ব্যবস্থা আছে। প্রতিটির ভাড়া যথাক্রমে ২০০-৫০০ টাকা। দ্বিতীয় হলিডে হোমটি স্বর্গদ্বারের কাছে সতাসন রোডে 'হোটেল লর্ড'-এ। রান্নার ব্যবস্থা সহ বাথরুম সংলগ্ন মোট ২১টি ঘর। প্রতিটির ভাড়া যথাক্রমে ৩০০-৪৫০ টাকা। যোগাযোগ— সুব্রত চ্যাটার্জি বা শহিদ সরকার বা তমোনাশ দাস বা প্রবীর মিস্ত্রি বা সুশান্ত নন্দী বা সুশান্ত হালদার।

## পেলিং

**রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সুপারভাইজারি স্টাফ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-১**
**☎২২১৩-৫৬১২, ৯৯০৩৮-০০৮৯১**
মিডল পেলিংয়ে 'গোল্ডেন আইস'-এ হলিডে হোমটি। চারশয্যার ২টি ঘর। সংলগ্ন বাথরুম। ঘরপ্রতি ভাড়া ৩০০ টাকা। যোগাযোগ— সরোজ চ্যাটার্জি।

**সিমেন্স এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড, ৪৩, শান্তিপল্লি রাসবিহারী ই এম বাইপাস কানেক্টর কলকাতা-৪২ ☎২৪৪৪-৯০৩২/৯০০০/৯০৩০ (এক্সটেনশন-৯০৩২), ৯৭৪৮৪-৯৩৮৮৬**
মিডল পেলিংয়ে 'হোটেল রিসর্ট স্ট্যালেট'-এ হলিডে হোমটি। মোট ছয়টি ঘর। প্রতিটির ভাড়া ৩৫০ টাকা। যোগাযোগ— রজত চক্রবর্তী।

**এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড, ১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, প্রথম তল, কলকাতা-১**
**☎২২৪২-০৫৫৯, ২২৬২-২১৭৯**
ওয়েস্ট সিকিমের আপার পেলিংয়ে 'হোটেল হোয়াইট অর্চাড'-এ হলিডে হোমটি। বাথরুম সংলগ্ন তিনশয্যার মোট ২টি ঘরের প্রতিটির ভাড়া ৩৫০ টাকা, তিনশয্যার ৩টি ঘরের প্রতিটির ভাড়া ৪৫০ টাকা, চারশয্যার ২টি ঘরের প্রতিটির ভাড়া ৫০০ টাকা করে। যোগাযোগ— সুব্রত চ্যাটার্জি বা শহিদ সরকার বা তমোনাশ দাস বা প্রবীর মিস্ত্রি বা সুশান্ত নন্দী বা সুশান্ত হালদার।

## ভাইজ্যাগ

**ইউকো ব্যাঙ্ক অফিসার্স কংগ্রেস, ২, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, প্রথম তল, কলকাতা-১**
**☎২২৩১-৮৫৩৩, ৯৮৩০৩-৩২৮৭৮**
সংস্থার দুটি হলিডে হোম। প্রথমটি স্টেশন থেকে ৫ মিনিট হাঁটাপথে 'লক্ষ্মীনিবাস'-এ। দ্বিশয্যার তিনটি ঘরের প্রতিটির ভাড়া ২৫০ টাকা।

অপর হলিডে হোমটি 'হোটেল শ্রীসত্য'তে। শিশু সহ দ্বিশয্যার ৪০টি সাধারণ ঘরের প্রতিটির ভাড়া ৩৫০ টাকা, শিশু সহ তিনশয্যার ৮টি ডিলাক্স ঘরের প্রতিটির ভাড়া ৪৫০ টাকা এবং পাঁচটি চারশয্যার সাধারণ ঘরের ভাড়া ৬৫০ টাকা। সংলগ্ন বাথরুম। ফেরতযোগ্য জমা ৩০ টাকা। সার্ভিস চার্জ ২০ টাকা। যোগাযোগ— অরুণকুমার রায় বা নারায়ণচন্দ্র বিশ্বাস।

## রাবংলা

**এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড, ১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, প্রথম তল, কলকাতা-১**
**☎২২৪২-০৫৫৯, ২২৬২-২১৭৯**
দক্ষিণ সিকিমের রাবংলায় ট্র্যাফিক মোড়ের কাছে 'হোটেল হোয়াইট ওর্চার্ড'-এ হলিডে হোমটি। সংস্থার তিনশয্যার মোট ৩টি ঘর। সবকটি ঘরই বাথরুম সংলগ্ন। একটির ভাড়া ৩৫০ টাকা। দ্বিতীয়টি ভাড়া ৪৫০ টাকা, অপরটির চারশয্যার ঘর ভাড়া ৫০০ টাকা। যোগাযোগ— সুব্রত চ্যাটার্জি বা শহিদ সরকার বা তমোনাশ দাস বা প্রবীর মিস্ত্রি বা সুশান্ত নন্দী বা সুশান্ত হালদার।

## শ্রীনগর

**ইউকো এক্সচেঞ্জ রিক্রিয়েশন ক্লাব**
**২, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা-১**
**☎২২৩০-৩৩৮৩—৮৬**
ডাল লেক থেকে ২ মিনিটের হাঁটাপথে 'হোটেল শবনম'-এ হলিডে হোমটি। দ্বিশয্যার দুটি ঘর। সংলগ্ন বাথরুম। ভাড়া যথাক্রমে ৩০০ ও ৩৭৫ টাকা। সার্ভিস চার্জ ২০ টাকা। যোগাযোগ— কমল পাল বা অরুণ মুখার্জি।

**ইউকো ব্যাঙ্ক অফিসার্স কংগ্রেস, ২, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, প্রথম তল, কলকাতা-১**
**☎২২৩১-৮৫৩৩, ৯৮৩০৩-৩২৮৭৮**
ডালগেট রোডে 'ইকবাল গেস্টহাউস'-এ হলিডে হোমটি। মোট পাঁচটি ঘর। দ্বিশয্যার ২টি ঘরের প্রতিটির ভাড়া ৫০০ টাকা করে। তিনশয্যার ১টি ঘরের ভাড়া ৬৫০ টাকা এবং চারশয্যার ১টি ঘরের ভাড়া ৮০০ টাকা। এই চারটি ঘরেই ১টি শিশু সহ থাকা যাবে। রয়েছে ৬ শয্যার ১টি ঘর। ভাড়া ১,২০০ টাকা। সবকটি ঘরই বাথরুম সংলগ্ন। ফেরতযোগ্য জমা ৩০ টাকা এবং সার্ভিস চার্জ ২০ টাকা। যোগাযোগ— অরুণকুমার রায় বা নারায়ণচন্দ্র বিশ্বাস।

## সিমলা

**ইউকো ব্যাঙ্ক অফিসার্স কংগ্রেস, ২, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, প্রথম তল, কলকাতা-১**
**☎২২৩১-৮৫৩৩, ৯৮৩০৩-৩২৮৭৮**
সিমলার সদর বাসস্ট্যান্ডের কাছে 'রঞ্জন হোটেল'-এ হলিডে হোমটি। মোট ১১টি ঘর। ৬টি ঘর শিশু সহ তিনশয্যার, ৩টি ঘর শিশু সহ চারশয্যার ও ২টি ঘর শিশু সহ পাঁচশয্যার। ঘরপ্রতি ভাড়া যথাক্রমে ৪০০ টাকা, ৫০০ টাকা ও ৭০০ টাকা। সংলগ্ন বাথরুম। ফেরতযোগ্য জমা ৫০ টাকা। সার্ভিস চার্জ ২০ টাকা। যোগাযোগ— অরুণকুমার রায় বা নারায়ণচন্দ্র বিশ্বাস।

# কলকাতার কয়েকটি জরুরি পর্যটনঠিকানা

### অন্ধ্রপ্রদেশ পর্যটন
সিকিম কমার্স হাউস
৪/১, মিডলটন স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০৭১
☎২২৮১-৩৬৭৯
www.andhratourism.com
www.aptourism.in

### অরুণাচল প্রদেশ পর্যটন
অরুণাচল ভবন
ব্লক সি ই-১০৯, সেক্টর-১
সল্টলেক সিটি
কলকাতা-৭০০ ০৯১
☎২৩৩৪-১২৩৪, ২৩২১-৩৬২৭
www.arunachaltourism.com

### অসম পর্যটন
৮, রাসেল স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০৭১
☎২২২৯-৫০৯৪
www.assamtourism.com

### আই টি ডি সি
৩জি, এভারেস্ট বিল্ডিং
৪৬-সি, জওহরলাল নেহরু রোড
কলকাতা-৭০০ ০৭১
☎২২৮৮-০৯০১/৫২৫৪
www.tourism.gov.in
www.theashokgroup.com

### আন্দামান-নিকোবর পর্যটন
৭-ডি পি ব্লক, সেক্টর-৫
সল্টলেক, কলকাতা-৭০০ ০৯১
☎২৩৫৭-৭৬২৮/৭৬২৯
tourism.andaman.nic.in

### উত্তরপ্রদেশ পর্যটন
১২-এ, নেতাজি সুভাষ রোড, দ্বিতীয় তল
কলকাতা-৭০০ ০০১
☎২২৩১-৪৯৭৪, ২২৩০-৭৮৫৫, ২২৪২-৭৪০৩
www.up-tourism.com

### ওড়িশা পর্যটন
উৎকল ভবন
৫৫, লেনিন সরণি
কলকাতা-৭০০ ০১৩ ☎২২৪৯-৩৬৫৩
www.orissa-tourism.com

### কুমায়ুন মণ্ডল বিকাশ নিগম লিমিটেড
৫০, জওহরলাল নেহরু রোড, প্রথম তল
(বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামের পিছনদিকে)
কলকাতা-৭০০ ০৭১
☎২২৮২-৭২৯৫, ৯৩৩৯৮-৭৮৯৯৫
www.kmvn.org

### কেরালা পর্যটন
ট্যুরিস্ট ইনফর্মেশন সেন্টার
কলকাতা মালায়লি সমাজম
২২, চিন্ময় চ্যাটার্জি সরণি
কলকাতা-৭০০ ০৩৩ ☎৬৫৩৬-৭১৯০
www.keralatourism.org

### কর্নাটক পর্যটন
নম্বর ৪৯, সেকেন্ড ফ্লোর
খনিজ ভবন, রেসকোর্স রোড
বেঙ্গালুরু-৫৬০ ০০১
☎(০৮০) ২২২৭-৫৮৬৯/৫৮৮৩
www.karnatakatourism.org

### গোয়া পর্যটন
ট্রায়োনারা অ্যাপার্টমেন্ট
ডাঃ অ্যালভারেজ কোস্ট রোড
পানাজি, গোয়া-৪০৩ ০০১
☎(০৮৩২) ২৪২৪০০১/৪০০২/৪০০৩
www.goatourism.com

### ঝাড়খণ্ড পর্যটন
উষাকিরণ বিল্ডিং
১২এ, ক্যামাক স্ট্রিট, ফ্ল্যাট নম্বর-৮বি
কলকাতা-৭০০ ০১৭
☎২২৮২-০৬০১

### গাড়োয়াল মণ্ডল বিকাশ নিগম লিমিটেড
মার্শাল হাউস, রুম নম্বর-২২৪, সেকেন্ড ফ্লোর
৩৩/১, এন এস রোড, কলকাতা-৭০০ ০০১
☎২২৩১-৫৫৫৪
www.gmvnl.com

### গুজরাট পর্যটন
১৫, চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ, ৫ম তল
কলকাতা-৭০০ ০৭২
☎৯৪৩৩১-৯৬০৮১, ২২২৫-৪৩১৭
www.gujarattourism.com

### ছত্তিশগড় ট্যুরিজম বোর্ড
চিত্রকূট বিল্ডিং, দ্বিতীয় তল, রুম নম্বর: ২৫
২৩০-এ, এ জে সি বোস রোড
কলকাতা-৭০০ ০২০
☎(০৩৩) ৪০৬৬-২৩৮১, ৯৪৩৩৩-৭০০১১
www.chhattisgarhtourism.net

### জম্মু ও কাশ্মীর পর্যটন
১২, জওহরলাল নেহরু রোড
কলকাতা-৭০০ ০১৩
☎২২২৮-৫৭৯১
www.jktourism.org

### তামিলনাড়ু পর্যটন
জি-২৬, দক্ষিণাপণ কমপ্লেক্স
২, গড়িয়াহাট রোড (দক্ষিণ)
কলকাতা-৭০০ ০৬৮
☎২৪২৩-৭৪৩২/৭৬১১
www.tamilnadu-tourism.com

### ত্রিপুরা পর্যটন
ত্রিপুরা ভবন
১, প্রিটোরিয়া স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭১
☎২২৮২-৫৭০৩/৩৮৫৬
এইচ সি-১০, সেক্টর-৩, সল্টলেক
কলকাতা-৭০০ ১০৬
☎২৩৩৪-০২১৩
www.tripuratourism.in

### দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিল পর্যটন
গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া ট্যুরিস্ট অফিস
৪, শেক্সপিয়ার সরণি
কলকাতা-৭০০ ০৭১ ☎২২৮২-১৭১৫
darjeeling.gov.in
www.darjeelingnews.net

### দিল্লি পর্যটন
গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া ট্যুরিস্ট অফিস
৪, শেক্সপিয়ার সরণি
কলকাতা-৭০০ ০৭১
☎২২৮২-৬৩১৫/১৭১৫
www.delhitourism.com

### পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন উন্নয়ন নিগম
ট্যুরিজম সেন্টার
৩/২, বি বা দী বাগ (পূর্ব), কলকাতা-৭০০ ০০১
☎২২৪৩-৭২৬০, ৪৪০১-২৬৫৯-৬২,
৯০৫১০-৫৭২৭২, ৯৮৩৬৭-৬৯১৯৬
www.westbengaltourism.gov.in

### পশ্চিমবঙ্গ বন উন্নয়ন নিগম
৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার
আর্য ম্যানসন, ৭ম তল, কলকাতা-৭০০ ০১৩
☎২২৩৭-০০৬০/০০৬১
www.wbfdc.com

### বিহার পর্যটন
নীলকান্ত ভবন
২৬বি, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৬
☎৯৮৩০০-৪৫২৩৫
www.tourismbihar.org

### মধ্যপ্রদেশ পর্যটন
চিত্রকূট, রুম নম্বর ৭, সিক্সথ ফ্লোর
২৩০এ, এ জে সি বোস রোড
কলকাতা-৭০০ ০২০
☎২২৮৭-৫৮৫৫, ২২৮৩-৩৫২৬,
৩২৯৭-৯০০০
www.madhyapradeshtourism.com

### মিজোরাম পর্যটন
মিজোরাম হাউস
আইজল-৭৯৬ ০০১
মিজোরাম
☎(০৩৮৯) ২৩৩৪৪৭৪, ২৩৩৪৫৭৭
mizoramtourism.nic.in

### মেঘালয় পর্যটন
১২০, শান্তিপল্লি, ইস্টার্ন বাইপাস
কলকাতা-৭০০ ০৪২
☎২৪৪১-১৯৩৭, ২২৪১-২১৫৯
megtourism.gov.in

### মহারাষ্ট্র পর্যটন উন্নয়ন নিগম
এক্সপ্রেস টাওয়ার, দশম তল
নরিম্যান পয়েন্ট, মুম্বই-৪০০ ০২১
☎(০২২) ২২০৪-৪০৪০, ২২৮৪-৫৬৭৮
www.maharashtratourism.gov.in

### রাজস্থান ট্যুরিজম
কমার্স হাউস, প্রথম তল
২, গণেশচন্দ্র অ্যাভেনিউ, কলকাতা-৭০০ ০১৩
☎২২১৩-২৭৪০, ৯৮৩৬০-১০২৩৫
www.rtdc.in
www.rajasthantourism.gov.in

### সিকিম পর্যটন
সিকিম কমার্স হাউস
৪/১, মিডলটন স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০৭১
☎২২৮১-৭৯০৫/৫৩২৮
www.sikkim.gov.in

### হিমাচল প্রদেশ পর্যটন উন্নয়ন নিগম
২এইচ, ইলেক্ট্রনিক্স সেন্টার (২য় তল)
১/১এ, বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০৭২
☎২২১২-৬৩৬১, ২২১২-৯০৭২
www.himachaltourism.nic.in

বনের পাতা

# হিপোপটেমাস

তথ্য ও মূর্তি: অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

বুশম্যানদের উপকথা অনুযায়ী সমস্ত জীবের সৃষ্টিকর্তা যখন বিভিন্ন প্রাণীর থাকার জায়গা নির্দিষ্ট করে দিচ্ছিলেন, তখন হিপোপটেমাস জলে থাকার জন্য অনুরোধ জানায়। কিন্তু সৃষ্টিকর্তার ভয় হয় যে, হিপো যদি জলে থাকে তবে সব মাছ সে খেয়ে ফেলবে। বহু পেড়াপিড়ির পর এই শর্তে তিনি রাজি হলেন যে, হিপো জলে থাকতে পারবে কিন্তু তাকে ঘাসপাতা খেয়ে থাকতে হবে। সেই থেকে হিপো জলবাসী। মধ্য সাহারার তাসিলি এন আজের পর্বতের গুহায় চার থেকে পাঁচ হাজার বছর আগের গুহাচিত্রে হিপোর ছবি পাওয়া গেছে। ৪৪০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডোটাসের লেখায় এর উল্লেখ পাওয়া গেছে। প্রাচীন মিশরে হিপোকে একই সঙ্গে জন্ম এবং উর্বরতার দেবতা 'টরেট' আর ধ্বংসের দেবতা 'সেট' হিসেবে পুজো করা হত। বৃহদায়তন এই স্তন্যপায়ীটি বাংলায় জলহস্তি নামে পরিচিত হলেও হিপোপটেমাস শব্দের প্রকৃত অর্থ হল 'নদীর ঘোড়া'। স্থলকায় হলেও প্রয়োজনে হিপো ঘণ্টায় ত্রিশ কিলোমিটার বেগে দৌড়তে পারে। সারাদিন নদী, হ্রদ, জলা বা ম্যানগ্রোভের মধ্যে কাটালেও রাতে এরা ডাঙায় চরতে বেরোয় খাওয়ার জন্য। তিমি আর ডলফিনদের মতো হিপোরও জলের মধ্যে জন্ম হয়।

হিপো সামাজিক প্রাণী। সাধারণত একটি প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের নেতৃত্বে পাঁচ থেকে ত্রিশ সদস্যের দল গঠন করে থাকে। অত্যন্ত বদমেজাজি এই প্রাণীটি কোনওরকম প্ররোচনা ছাড়াই আক্রমণ করার জন্য কুখ্যাত। কুমির, সিংহ বা হায়না তো বটেই এমনকি মানুষকেও আক্রমণ করতে এরা পিছপা হয় না। এলাকা দখলের লড়াই, বহিরাগতকে তাড়ানো বা শত্রুর সঙ্গে লড়াইয়ে এদের প্রধান অস্ত্র হল সুদীর্ঘ এবং তীক্ষ্ণ দাঁত। দাঁত আর মাংসের জন্যই মানুষ দীর্ঘদিন ধরে এদের শিকার করে আসছে। ফসলের ক্ষতি করার জন্যও হিপোদের মারা হয়। একসময় প্রায় সমস্ত আফ্রিকা জুড়েই হিপোপটেমাসের দেখা মিলত। শিকার আর বাসস্থান ধ্বংসের জন্য বর্তমানে উগান্ডা, সুদান, সোমালিয়া, কেনিয়া, কঙ্গো, ইথিওপিয়া, ঘানা, জাম্বিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবোয়ে, তানজানিয়া আর মোজাম্বিক এদের শেষ আশ্রয়।

কাঁধের উচ্চতা: ১২০-১৪০ সেন্টিমিটার।
ওজন: ১,৪০০-৩,২০০ কিলোগ্রাম।
খাদ্য: প্রধানত ঘাস, জলজ উদ্ভিদ।

তথ্যচিত্রে

# সাদসুক মেনসিয়েম

**চোখে দেখার ছবি, টুকে রাখার তথ্য**

মেঘালয়ের খাসিদের অন্যতম প্রধান অনুষ্ঠান সাদসুক মেনসিয়েম। নাচ-গান-বাজনার এই তিনদিনের উৎসবে মেতে ওঠেন অবিবাহিত খাসি নরনারী। অনুষ্ঠিত হয় শিলং শহরের উইকিং ময়দানে। এই বছর অনুষ্ঠিত হল ১৩ থেকে ১৫ এপ্রিল।

উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রাচীন জনজাতি খাসি। প্রধানত মেঘালয়, অসমের কিছু অংশ ও বাংলাদেশের সিলেটে এদের বর্তমান বাস। এই জনজাতি তাদের ভাষা, ধর্ম ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছিল ব্রিটিশদের ভারতবর্ষে অনুপ্রবেশের আগে পর্যন্ত। ইউরোপীয় মিশনারিদের অনুপ্রবেশের ফলে এদের আদি জীবনযাত্রার বহু পরিবর্তন হয়। মুখ্যত ধ্বনিভিত্তিক এই ভাষা রোমান লিপি পায় খ্রিস্টান মিশনারি টমাস জোনস-এর অক্লান্ত প্রচেষ্টায়। প্রধানত মাতৃতান্ত্রিক সঙ্গীতপ্রিয় কৃষিজীবী এই মানুষেরা বছরের নানান সময় পালন করেন নানান উৎসব অনুষ্ঠান। এদের মধ্যে অন্যতম প্রধান হল সাদসুক মেনসিয়েম।

খাসি অধ্যুষিত মেঘালয়ের নানান জায়গায় পালিত হয় এই অনুষ্ঠান। তবে শিলংয়ের উইকিং ময়দানের অনুষ্ঠানটি বৃহত্তম। এপ্রিল মাসে তিনদিন ধরে পালিত এই অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ হল বাজনার তালে-তালে উজ্জ্বল রঙিন সাজপোশাকে অবিবাহিত নরনারীর নাচগান। ময়দানের কেন্দ্রস্থলে সুসজ্জিত সালংকারা মেয়েরা খুব সন্তর্পণে বৃত্তাকারে ঘুরে চলে। তাদের ঘিরে পুরুষেরা জিমফং (একধরণের লম্বা জ্যাকেটের মতো পোশাক) এবং রঙিন ধুতি ও পাগড়ি মাথায় নাচতে থাকে। হাতে তাদের চামর এবং তরবারি। মাতৃতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় সমাজের কর্ত্রী এবং সম্পদের উত্তরাধিকারী মহিলারাই। তাঁদের রক্ষা করাই পুরুষের ধর্ম। এটাই প্রধানত নাচের মূল বিষয়। ট্যাংমুড়ি নামে একপ্রকার ঢোল, বাঁশি, কাঁসরজাতীয় ধাতব বাজনার তালে-তালে এই রঙিন নৃত্যানুষ্ঠান চিত্তাকর্ষক। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত টানা এই অনুষ্ঠানে দলে-দলে যোগ দেন খাসি সম্প্রদায়ের মানুষেরা। কেবলমাত্র অবিবাহিতদেরই নৃত্যের অধিকার, বাকিরা উৎসাহদাতা দর্শক। ময়দানকে কেন্দ্র

করে টুকিটাকি নানান ধরণের খাবারদাবার স্টল, চা-কফির অস্থায়ী দোকানও চোখে পড়ে। পাওয়া যায় নানান ধরণের স্থানীয় পিঠে, ভাত, মাংস, বার্গার জাতীয় খাবার। মাংসের মধ্যে প্রধান শুয়োর ও মুরগি। শুয়োরের রক্ত এবং মাংস দিয়ে তৈরি বিরিয়ানি জাতীয় খাবারও পাওয়া যায় দোকানে। এই বছর সাদসুক মেনসিয়েম অনুষ্ঠিত হল ১৩ থেকে ১৫ এপ্রিল।

*কীভাবে যাবেন*

কলকাতা থেকে বিমানে সরাসরি শিলং যাওয়া যায়। এছাড়া শিলং যেতে হলে প্রথমে ট্রেনে বা বিমানে গুয়াহাটি চলে আসুন। গুয়াহাটি থেকে ১০০ কিলোমিটার দূরে শিলং আসার জন্য মেঘালয় রাজ্য পরিবহণের বাস, প্রাইভেট গাড়ি ও শেয়ার ট্যাক্সি পাবেন। শিলংয়ের উইকিং ময়দানই এই অনুষ্ঠানের মূলকেন্দ্র। শহর থেকে এখানে পায়ে-হেঁটে পৌঁছতে বেশ সময় লাগে, তাই ট্যাক্সি নেওয়াই সুবিধাজনক।

*কোথায় থাকবেন*

**শিলং ক্লাব** (☎২২২৫৪৯৭), ভাড়া ১,৬০০-২,৫০০ টাকা। **স্বস্তিক** (☎২৫০১০২৭), ভাড়া ১,০০০-১,৬০০ টাকা। **পাইনউড** (☎২২২৩১১৬), ইকনমি ঘরের ভাড়া ২,৪০০ টাকা, সুপার ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ৫,৫০০ টাকা, রেসিডেন্সিয়াল ঘরের ভাড়া ৬,৫০০ টাকা, রেসিডেন্সিয়াল কটেজের ভাড়া ৮,০০০ টাকা। **পাইনব্রুক গেস্টহাউস** (☎৯৭৪৮০৯৮৪৫৩), দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ১,২৫০ টাকা, তিনশয্যাঘরের ভাড়া ১,৮৫০ টাকা, চারশয্যাঘরের ভাড়া ২,০০০ টাকা, এক্সিকিউটিভ স্যুইটের ভাড়া ৩,৫০০ টাকা। **হোটেল অ্যাসেম্বলি, হোটেল অর্কিড**, ভাড়া ১,৪০০-২,২০০ টাকা। বুকিং: ☎২৪১৭-৪৫০১ **শিলংয়ের এস টি ডি কোড: ০৩৬৪।**

**তথ্য ও চিত্র:** পৃথ্বীরাজ ঢ্যাং

# এক আশ্চর্য বইয়ের পরমাশ্চর্য MP3 সিডি

অবাক করা
গানে-সুরে
বাদ্যি-বাজনায়
অভিনয়ে
জমজমাট
প্রায় দু'ঘণ্টার
MP3 সিডি

# হীরু ডাকাত

ছন্দে-কথায়, গানে-বাজনায়, অভিনয়ে-কথকতায়

সব বয়সের ছোটদের মস্ত বড় আনন্দের আয়োজন

*মূল রচনা ও শ্রুতিনাট্যরূপ:* **অমরেন্দ্র চক্রবর্তী**
*সংগীত ও পরিচালনা:* **দীপক চৌধুরী**
*অভিনয়:* **সন্তু মুখোপাধ্যায়, বিভাস চক্রবর্তী, মেঘনাদ ভট্টাচার্য, নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত, দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেশ রায়চৌধুরী ও আরও অনেকে**
*ভাষ্যপাঠ:* **অনসূয়া মজুমদার**
*গান:* **স্বপন বসু ও আরও অনেকে**

অনলাইনে পেতে www.swarnakshar.in লগ অন করুন

*সিম্ফনি, মিউজিক ওয়ার্ল্ড ও অন্যান্য ক্যাসেটের দোকানে পাবেন।* ₹৯৯

স্বর্ণাক্ষর
**Swarnakshar Prakasani Private Limited**
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
**Phone:** 2280-8818 **Fax:** 2287-6448
**Email:** books@swarnakshar.in **Website:** www.swarnakshar.in

# নেটিবিট

## রেলে আগাম সংরক্ষণের সময় কমে ৬০ দিন

ভারতীয় রেলে আগাম টিকিট সংরক্ষণের সময় কমানো হল। এখন থেকে ১২০ দিনের পরিবর্তে আসন সংরক্ষণ করা যাবে ৬০ দিন আগে। ১ মে থেকে এই নিয়ম কার্যকর হয়েছে। তবে রেল মন্ত্রক জানিয়েছে, এই তারিখের আগেই যাঁরা আসন সংরক্ষণ করেছেন তাঁদের কোনও সমস্যা হবে না। সেক্ষেত্রে সংরক্ষিত টিকিট বাতিল করাও যাবে। মন্ত্রক আরও জানিয়েছে, তাজ এক্সপ্রেস, গোমতী এক্সপ্রেসের মতো যেসব দিনের বেলার এক্সপ্রেস ট্রেনে অপেক্ষাকৃত কম মেয়াদের আগাম টিকিটের ব্যবস্থা আছে, সেগুলিতে চলতি ব্যবস্থাই বলবৎ থাকবে। রেল বোর্ড সূত্রে জানা গিয়েছে, সংরক্ষিত টিকিট বাতিলের হার কমাতে এবং দালালচক্রের অসাধু উদ্দেশ্যে আগাম টিকিট কেটে রাখা আটকাতে আগাম সংরক্ষণের দিন কমানো হয়েছে।

*মধ্য জাপানের শিজুওকা থেকে দৃশ্যমান মেঘাবৃত মাউন্ট ফুজিয়ামা। জাপানের এই পাহাড় ইউনেস্কোর বিশ্ব প্রাকৃতিক ঐতিহ্যের তালিকাভুক্ত হতে চলেছে বলে খবর। ১ মে ছবিটি প্রকাশ করেছে পি টি আই।*

## গোয়ার সৈকতে মদ্যপান নিষিদ্ধ

গোয়ার সমুদ্র-সৈকতে মদ্যপান নিষিদ্ধ করল সে-রাজ্যের সরকার। এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, হোটেল এবং বারে মদ্যপান করা গেলেও সাগর-সৈকতে পান করলে গ্রেপ্তার পর্যন্ত করা হতে পারে। এ ব্যবস্থা পর্যটক ও স্থানীয় বাসিন্দা সকলের ওপরই প্রযোজ্য। গোয়া পর্যটনের ডিরেক্টর নিখিল দেশাই জানান, সৈকতে মহিলাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেই এই আইন করা হয়েছে।

## মাদুরাই-কলম্বো অতিরিক্ত উড়ান

মাদুরাই থেকে কলম্বো পর্যন্ত উড়ানের সংখ্যা বাড়াচ্ছে শ্রীলঙ্কার স্বল্পমূল্যের যাত্রীবাহী বিমান-পরিষেবা সংস্থা মিহিন লঙ্কা। সপ্তাহে ৩ দিনের পরিবর্তে ১ জুন থেকে ৪ দিন অর্থাৎ সোম, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার পরিষেবা মিলবে। কলম্বো থেকে রাত সাড়ে ১২টায় ছেড়ে বিমানটি মাদুরাই পৌঁছবে রাত দেড়টায়। ফিরতি পথে মাদুরাই থেকে রাত আড়াইটেয় ছেড়ে রাত সাড়ে ৩টেয় কলম্বো পৌঁছবে। এ-৩২১ বিমানপোতটিতে ১৮০টি আসন থাকবে। মাসখানেক আগে আসন সংরক্ষণ করলে ইকনমি ক্লাসে একপিঠের খরচ পড়ছে ৩,৬০০ টাকার মতো।

*ইয়েমেনের থুলা দুর্গ। রাজধানী সানার উত্তর-পশ্চিমে থুলা শহরে পাহাড় কেটে বানানো এই দুর্গ-নগরী কালের অভিঘাতে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। ইয়েমেন সরকার তার সংস্কার করে প্রকৃত রূপ ফিরিয়ে এনেছে। এবছরের আগা খান স্থাপত্য পুরস্কারের জন্যও প্রাথমিকভাবে মনোনীত হয়েছে এটি।*

*ছবি: পি টি আই*

## অস্ট্রেলিয়া, গ্রিস, তুরস্ক, দক্ষিণ আফ্রিকা ভ্রমণে নিয়ে যাবে আই আর সি টি সি

ভারতীয় রেলের পর্যটন সংস্থা ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ক্যাটরিং অ্যান্ড ট্যুরিজম কর্পোরেশন (আই আর সি টি সি) এবার বেড়াতে নিয়ে যাবে অস্ট্রেলিয়া, গ্রিস, তুরস্ক ও দক্ষিণ আফ্রিকার নানা গন্তব্যে। সংস্থার অ্যাডিশনাল জেনারেল ম্যানেজার রাহুল হিমালিয়ান একথা জানিয়ে বলেন, প্রাথমিকভাবে ১২ দিন ১১ রাতের অস্ট্রেলিয়া প্যাকেজ ট্যুরের পরিকল্পনা হয়েছে। অন্য দেশগুলির জন্য পর্যটন পরিকল্পনা চলছে। দেশের নানা গন্তব্যের পাশাপাশি ইতিপূর্বে সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা ও দুবাইয়েও প্যাকেজ ট্যুরের আয়োজন করেছে আই আর সি টি সি।

## আগ্রায় বিমানবন্দর

অসামরিক বিমানবন্দর গড়ে উঠতে চলেছে তাজনগরী আগ্রায়। আগ্রার জেলাশাসক জুয়াহির বিন সাঘির জানিয়েছেন, খেড়িয়ার কাছে ধনুয়ালিতে ৫৭ একর জায়গা জুড়ে গড়ে উঠবে এই বিমানবন্দর। খেড়িয়া থেকে তাজমহলের দূরত্ব ১০ কিলোমিটারেরও কম।

## বিমানভ্রমণে টুকরো খরচ

এবার বিমানভ্রমণে পছন্দের আসন পাওয়া বা সঙ্গের বড় লাগেজের জন্য পৃথক ফি দিতে হবে। দেশের অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক উড়ানের নানান আনুষঙ্গিক খরচ পৃথকভাবে ধার্য করার অনুমতি দিয়েছে বিমান সংস্থাগুলিকে। এর নাম 'আনবান্ডলড ফ্লাইট প্রোডাক্টস'। নয়া বিধি কার্যকর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জেট এয়ারওয়েজ এবং এয়ার ইন্ডিয়া অন্তর্দেশীয় উড়ানের ক্ষেত্রে যাত্রীপিছু ১৫ কেজির বেশি ব্যাগেজের জন্য প্রতি কেজিতে ২৫০ টাকা অতিরিক্ত চার্জ ধার্য করেছে। ইকনমি ক্লাসের জন্য এই চার্জ লাগবে। অন্যদিকে, ইন্ডিগো বিমানসংস্থা অন্তর্দেশীয় উড়ানে পছন্দের আসনের জন্য ২০০ থেকে ৮০০ টাকা পর্যন্ত অতিরিক্ত খরচ ধার্য করবে বলে জানিয়েছে।

*শ্রীনগরের টিউলিপ বাগানে একটি টিভি অনুষ্ঠানের শ্যুটিং। এশিয়ার সবচেয়ে বড় এই টিউলিপ বাগানে এবার পাপড়ি মেলেছে লক্ষাধিক ফুল। ২৬ এপ্রিল পি টি আইয়ের ছবি।*

*তামিলনাড়ুর মুদুমালাই অভয়ারণ্যে জলাশয়ে পড়ে যাওয়া একটি হস্তিশাবককে উদ্ধারের চেষ্টায় কুনকি হাতি। ২৮ এপ্রিল পি টি আইয়ের ছবি।*

# স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনীর বই, পত্রিকা, ভ্রমণ-ভিসিডি

## Buy Online ▶ www.swarnakshar.in

**তুতুল**
মহাশ্বেতা দেবী

**শাদা ঘোড়া**
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

**চলো দেখে আসি**
কানাইলাল চক্রবর্তী

**আমাজনের জঙ্গলে**
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

**গৌর যাযাবর**
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

**হীরু ডাকাত**
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

**কথামালা: ছড়ায় ঢালা**
পবিত্র সরকার

**বকবকম**
সুভাষ মুখোপাধ্যায়

**সেরাভ্রমণ কাহিনী**
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত

**বন্ধুভরা বসুন্ধরা**
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

**ইছামতীর মশা**
শঙ্খ ঘোষ

**ভ্রমণের নবনীতা**
নবনীতা দেব সেন

**দুচাকায় দুনিয়া**
বিমল মুখার্জি

**দেশে দেশে**
প্রতাপকুমার রায়

## Read / Subscribe Online ▶ www.swarnakshar.in

ভ্রমণ

ছেলেবেলা

To be launched shortly

পেশাপ্রবেশ

কর্মক্ষেত্র


স্বর্ণাক্ষর

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাঃ লিঃ, ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন: ২২৮৩-২৩২০ ফ্যাক্স: ২২৮৭-৬৪৪৮ ই-মেল: info@swarnakshar.in
ওয়েবসাইট: www.swarnakshar.in • www.bhraman.com
www.ebhraman.com • www.echhelebela.com • www.ekarmakshetra.com


আরও অনেক বই, পত্রিকা ও ভিসিডি-র জন্য লগ ইন করুন: www.swarnakshar.in

## এই আশ্চর্য পৃথিবীর সঙ্গে আপনার সেতুবন্ধ

# ভ্রমণ

বেরিয়ে পড়ার সেরা গাইড, ঘরে বসেও মানসভ্রমণ

তিনবছরের গ্রাহক হয়ে
হাতে হাতে নিয়ে যান
দুঘণ্টার সুপার ডিভিডি:
অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে
বিশ্বভ্রমণ

অনলাইন গ্রাহক হতে
www.swarnakshar.in
লগ অন করুন

'ভ্রমণ'-এর ৯টি সাধারণ সংখ্যা (২৫ টাকা), একটি পুজোর গাইড সংখ্যা (৯০ টাকা) ও একটি শারদীয়া সংখ্যা (৯০ টাকা) সহ বছরে মোট ১১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। 'ভ্রমণ'-এর দুটি বিশেষ সংখ্যা সাধারণ ডাকের গ্রাহকদের কাছেও ক্যুরিয়ারের মাধ্যমে পাঠানো হয়।

*দুটি বিশেষ সংখ্যা পাঠানোর ক্যুরিয়ার খরচ ধরে সাধারণ ডাকে গ্রাহকমূল্য—*

বার্ষিক গ্রাহকদের জন্য
বৃহত্তর কলকাতার মধ্যে ৩৬০ টাকা।
বৃহত্তর কলকাতার বাইরে ৪১০ টাকা।

তিন বছরের জন্য
বৃহত্তর কলকাতার মধ্যে ১,০৮০ টাকা।
বৃহত্তর কলকাতার বাইরে ১,২৩০ টাকা।

*সব সংখ্যাই ক্যুরিয়ার মারফত পেতে চাইলে*

বার্ষিক গ্রাহকদের জন্য
বৃহত্তর কলকাতার মধ্যে ৪৬০ টাকা।
বৃহত্তর কলকাতার বাইরে ৫৬০ টাকা।

তিন বছরের জন্য
বৃহত্তর কলকাতার মধ্যে ১,৩৮০ টাকা।
বৃহত্তর কলকাতার বাইরে ১,৭০০ টাকা।

তিনবছরের গ্রাহকমূল্য আমাদের অফিসে (নীচের ঠিকানায়) জমা দিয়ে হাতে হাতে নিয়ে যান দুঘণ্টার সুপার ডিভিডি: অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে বিশ্বভ্রমণ

*টাকা বা ড্রাফট ডাকে পাঠালেও ডিভিডি কেবলমাত্র আমাদের অফিস থেকে সংগ্রহ করতে হবে।*

**Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.**, 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
**Phone:** 94332-17491, 2283-2320 **Fax:** 2287-6448 **E-mail:** subscription@swarnakshar.in

## গ্রাহক হবার ফর্ম

Sending □ Rs. 360 □ Rs. 410 □ Rs. 460 □ Rs. 560 □ Rs. 1,080 □ Rs. 1,230 □ Rs. 1,380 □ Rs. 1,700 towards my subscription to BHRAMAN for □ One year □ Three years by Bank Draft Payable at Kolkata.

Name:.....

Address:.....

.....

.....

Bank Draft No.:..... Date:..... Bank:.....

Branch:..... Signature & Date:..... Phone No.:.....

যে মাসে গ্রাহকমূল্য আমাদের অফিসে পৌঁছবে, তার পরের মাস থেকে পত্রিকা পাঠানো শুরু হবে।
মানি অর্ডার/ড্রাফট Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.-এর নামে লিখবেন। পাঠাবেন এই ঠিকানায়:
Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd., 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019.

www.ekashtipathar.com

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত মাসিক সাহিত্যপত্রিকা

# কালের কষ্টিপাথর

পশ্চিমবাংলা, আসাম ও ত্রিপুরায় বইয়ের দোকানে
এবং পত্রিকাস্টলে পাওয়া যাচ্ছে।

কলকাতায়ও সর্বত্র পাবেন
পত্রিকাস্টলে বা সংবাদপত্র-বিক্রেতার কাছে
আগে থেকেই বলে রাখুন।
প্রতি সংখ্যা ৩০ টাকা

ঘরে বসে নিয়মিত পত্রিকা
পেতে অনলাইন গ্রাহক হোন
www.swarnakshar.in

এক বছরের গ্রাহকমূল্য ৩৬০ টাকা চেকেও পাঠাতে পারেন। এই নামে, এই ঠিকানায়:
**Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.**
29/1-A, Old Ballygunge Second Lane, Kolkata-700 019

স্বর্ণাক্ষর

**Phone:** 2280 8818, 2283 2320 **Fax:** 2287 6448 **E-mail:** kashtipathar@swarnakshar.in **Website:** www.swarnakshar.in

BHRAMAN ◻ Vol. 21 No. 4 ◻ 1 May 2013 ◻ Rs. 25 RN. 53133/93 ◻ Postal Regn. No. KOL RMS/218/2013-2015

Subscribe Online ▸ www.swarnakshar.in
Read Online ▸ www.ebhraman.com

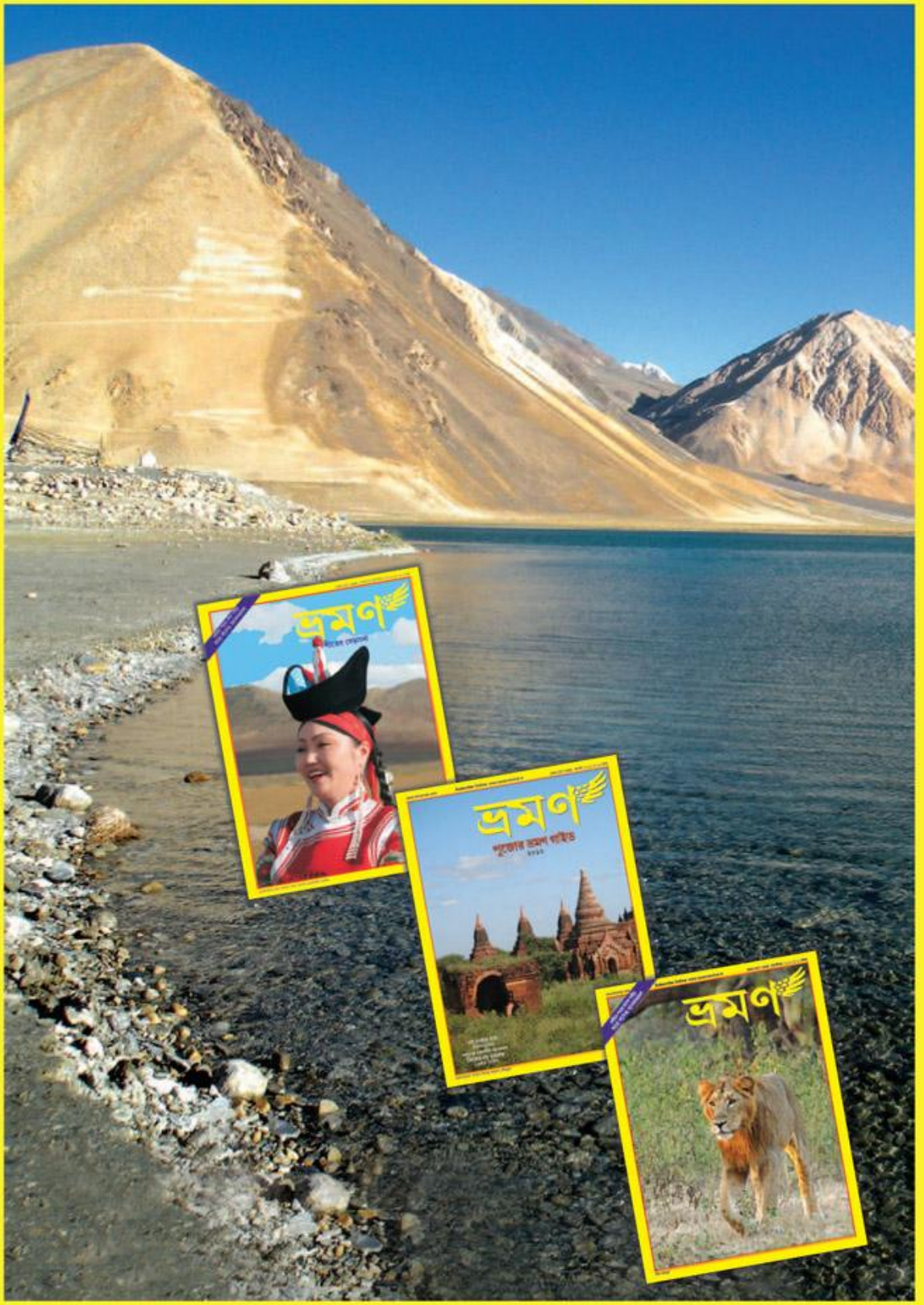


# The most read travel magazine in India*

*Source: IRS (Indian Readership Survey) 2012 Q4